شمع دل مشکواۃ تن سینہ زجاجہ نور کا
تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا

# মানব রূপে নূর নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

(নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী সংকলন)


রচনায়ঃ

আব্‌দে রাসূল

**মুফ্‌তী নাজিরুল আমিন রেজভী** হানাফী ক্বাদেরী

খলিফায়ে সুবহানী, খানদানে আ'লা হযরত, ইউ.পি, ভারত
রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা



রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা, বাংলাদেশ

razvia.dargah@gmail.com www.razvia.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شمع دل مشکوۃ تن سینہ زجاجہ نور کا
تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا

# মানব রূপে নূর নবী
## (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

রচনায়ঃ

আবদে রাছুল
**মুফ্‌তী নাজিরুল আমিন রেজভী** হানাফী ক্বাদেরী সুবহানী
খলিফায়ে সুবহানী, খানদানে আ'লা হযরত, ইউ.পি, ভারত
রেজভীয়া দরগাহ্‌ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা

চেয়ারম্যানঃ বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস্‌ সুন্নাহ্‌ বোর্ড ফাউন্ডেশন
(গভ. রেজি. নং এস-১১২৮২/১১)
মুদিরে আ'লাঃ আন্তর্জাতিক রেজভীয়া উলামা পরিষদ
মাদ্‌রাসা-এ-'ইলমে মাদীনা, নেত্রকোণা

# মানব রূপে নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)


**রচনায়** : **মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী** হানাফী ক্বাদেরী

**স্বত্ব** : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

**প্রকাশক** : মারিয়া রেজভী আন্-নাজিরী
মুহাম্মদ নাঈমুল আমিন রেজভী আন্-নাজিরী

**প্রকাশ কাল** : ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরী
১১ পৌষ ১৪২২ বাংলা
২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ইংরেজী

**প্রচ্ছদ** : আলমগীর রেজভী আন্-নাজিরী

**বর্ণবিন্যাস** : মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম রেজভী

**মুদ্রণ** : মুহাম্মদ কবির হোসেন রেজভী আন্-নাজিরী
তোহ্ফা এন্টারপ্রাইজ
আলিজা ভবন, ১১০ ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা
০১৭২৬২৩০১০০, ০১৬৭৬৭৩৫৩২৯

**হাদিয়া** : **৭০ টাকা মাত্র**

# সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
الحمد للّٰه تعالٰی و الصلٰوة و السلام علٰی نبیه الاعلٰی

মহান আল্লাহর বাণী: اِنَّمَا یَخۡشَی اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓءُ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহকে তাঁরাই অধিক ভয় করে যারা (তাঁর সম্পর্কে) জানে। (সূরা ফাতির: ২৮) আর তাঁরাই আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী যারা আল্লাহকে অধিক ভয় করে (তাক্বওয়া অবলম্বন করে)। (সূরা হুযুরাত: ১৩)

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: "কোন নবীই মিরাছ হিসেবে দিনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা বা ধন-দৌলত) রেখে যান না। বরং ইলম (জ্ঞান)-ই হল তাঁদের মিরাছ। আর যারা আলিম (জ্ঞানী) তাঁরাই নবীগণের ওয়ারিছ।" (মিশকাত ও তিরমিযী)

উল্লেখিত কুরআন-সুন্নাহ'র বাণীগুলোর মর্মে বর্তমান বিশ্বে যে ক'জন মহান ব্যক্তিত্বকে রব্বে কায়েনাত হাদী হিসেবে ধরা পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তন্মধ্যে একটি নাম হলো-রওনকে আহ্‌লে সুন্নাত, ফক্বীহে মাযহাবে হানাফিয়্যাত, যীনতে ক্বাদেরিয়্যাত, তরজুমানে মসলকে আ'লা হযরত, মাখদুমে মিল্লাত, হযরাতুল হাজ্জ আল্লামা মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী সুবহানী (মা.জি.আ.)। যিনি একমাত্র রাজাধিরাজ স্রষ্টার ভয়ে প্রকম্পিত, রাসূলের নূরে আলোকিত, রেজভীয়তের ফুলে সুশোভিত। রবের ভয় তাঁর মাঝে এতটাই যে, তাঁকে দেখলেই অন্তরে রেখাপাত করে, স্রষ্টাকে স্মরণে আসে এবং যিনি একমাত্র সেই স্বত্ত্বার ভয়ে, সুন্নতে নববীর অনুসরণে স্বীয় পিতার বিত্ত-বৈভব এমনকি সর্বস্ব ত্যাগ করে মাওলারই পথের যাত্রী। সত্যই এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল, যে ধর্মের জন্য এত কিছু বিসর্জন দিতে পেরেছেন, এমনকি পিতৃস্নেহও। যা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় খোদ কুরআনে সমর্থিত রাসূলের সাহাবাগণের সোনালী যুগকে, তাঁদের মত সোনার মানুষগুলোকে। ইরশাদ হয়েছে- مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ وَ الَّذِیۡنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَی الۡکُفَّارِ অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ'র রাসূল আর তাঁর সাথীবর্গ কাফেরদের উপর অত্যন্ত কঠোর। (সূরা ফাতহ : ২৯)

**শুভ জন্ম:**

এ মহান মনীষী তাপসী মায়ের কোল আলোকিত করে বাংলাদেশের নেত্রকোণা জেলার সতরশ্রী রেজভীয়া দরবারে জন্মগ্রহণ করেন।

**জ্ঞানার্জন:**

স্বীয় গৃহে 'বিস্‌মিল্লাহ্ খানী' পাঠ। অতঃপর এলাকার স্থানীয় মাদ্রাসা এবং রাজধানী ঢাকার অন্যতম দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সরকারী মাদ্রাসা-ই আলিয়া হতে ফার্স্ট ক্লাশ ফলাফল নিয়ে ইসলামী আইন (ফাতওয়া) বিষয়ে মাষ্টার্স (কামিল) অর্জন করেন।

**পাঠদান:**

পাঠ গ্রহণ সমাপনান্তে তিনি চৌদ্দশত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ্ আহমাদ রেযা খান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার

নামানুসারে এবং ঐ মাদ্‌রাসারই সিলেবাস অনুযায়ী পরিচালনা আরম্ভ করেন 'জামিয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম' এবং এর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনে দীর্ঘ দিন আত্মনিয়োগ করেন।

**আধ্যাত্মিক সাধনা ও গৃহত্যাগঃ**

জন্মদাত্রী 'মা' ছিলেন সময়ের তাপসীদের শীরমনি। কাজেই অত্যন্ত স্নেহধন্য সন্তানকে কি করে গড়ে তুলবেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বলতে গেলে মায়ের কোল থেকেই সাধনার শুরু। তিনি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত ধর্মানুরাগী ছিলেন। ধর্মীয় বিধানাবলী একনিষ্ঠভাবে পালনে সর্বদা সতর্ক ছিলেন। তাঁর পবিত্র গুণাবলীতে পরিবার ও এলাকাবাসী তৎসময় থেকেই অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর মাতৃভক্তি ও মাতৃ সেবার কথা দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে আজও। এরপর রিয়াজত, মুরাকাবা, যামানার বিশিষ্ট্য আরিফগণের খেদমত ও যিয়ারতের মাধ্যমে উত্তোরত্তোর বুলন্দ মাকামের অধিকারী হচ্ছেন। তন্মধ্যে কিছুদিন সাহেবে কাশ্‌ফ ও সির্‌র হযরত সূফী জামাল উদ্দিন আহমাদ শাহ্‌ চিশতী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সান্নিধ্য অর্জনে কংকর ও ধূলিময় খড়তাপে কঠিন ব্রত পালন করেন। আজও কঠোর সাধনার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর বৈচিত্রময় আধ্যাত্মিক জীবনে।

**পবিত্র হজ্ব পালন ও রাসূল প্রেমের দৃষ্টান্তঃ**

রাসূল প্রেমই ঈমানের মূল। তাঁর প্রতিটি তাক্বরীর ইশ্‌কে রাসূলের একেকটা প্রস্রবন, প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাতে নববীর জীবন্ত মডেল। নিম্নোক্ত ছোট্ট ঘটনা থেকে এর সামান্য আঁচ করা যায়। তিনি ১৯৯৭ সালে হজ্ব পালন করতে যান। হজ্বের অন্যান্য কর্মাদী শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় হুযুর সরওয়ারে আলম, উম্মতের কান্ডারী, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের দরগাহে হাজিরী দেন। মুক্তির দিশারী দয়াল নবীর রওজা পাকের সোনালী জালীকে দেখে প্রেমিক হৃদয়ে ইশ্‌কে রাসূলের জয্‌বা জারী হয়ে যায়। আর তিনি সোনালী জালীকে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠেন। প্রেমাস্পদের সাথে প্রেমিক হৃদয়ের গভীর আকুতির এক অনন্য দৃশ্য। সে অবস্থায় যেন স্বয়ং রাসূল পাক স্বীয় আশেককে সান্তনা বাণী শুনাচ্ছেন। অতঃপর তিনি সহীহ্‌ হাদীস অনুযায়ী কা'বাতুল্লাহ্‌কে পিছনে রেখে রাসূল পাকের দরগাহে আলীশানে দু'হাত উত্তোলন করে দিলেন। তা যালিম ওহাবী-নজদী শাসকদের নিয়োজিত রক্ষীদের সহ্য হয়নি। অনেক তর্ক এবং এক পর্যায়ে তাঁকে যখন নিয়ে যাবে সৌদি কারাগারে, খোদ উম্মতের শেষ ভরসা ও আশ্রয় দয়াল নবীজীর দয়ার কারণে পাকিস্তানী এক আশেকে রাসূল এসে হাজির হয়ে গেলেন। অজানা কোন এক আতংকে তাঁকে ছেড়ে দিলেন সৌদি পুলিশ। আসলে প্রেমিকদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তাঁরা প্রেমাস্পদের জন্য স্বীয় জীবনের কথা ভেবে দেখবার সুযোগই পান না।

**দ্বীনী খেদমতঃ**

সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় উজার প্রাণ তিনি আল্লাহ'র দ্বীনের একনিষ্ঠ খেদমতে নিজেকে সম্পূর্ণ ওয়াক্‌ফ করে দেন। পরিচালনা শুরু করেন আলেম তৈরীর কারখানা 'জামিয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম'। বর্তমানে প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসাবে খেদমত আন্‌জাম দিচ্ছেন রেজভীয়া দরগাহ্‌ শরীফে অবস্থিত 'মাদরাসা-এ-ইলমে মদীনা'-

এর। পার্থিব অনেক সুযোগ সুবিধাকে বর্জন করে ধর্মীয় খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে অনলবর্ষি নূরানী তাকরীরের মাধ্যমে বিধর্মীদের অন্তরে ইসলামের জয়গান, মুসলিম নামধারী বাতিলদেরকে সুন্নীয়ত ও গাফেলদেরকে তুরীকতের অমীয় সুধায় পরিতৃপ্ত করে আসছেন। সে সাথে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সুন্নী মাদরাসা নির্মাণে আত্মনিয়োগ করছেন।

**রচনাবলীঃ**

অন্যান্য দ্বীনি খেদমতের পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর ইহ ও পরকালীন কল্যান ও মুক্তির প্রত্যাশায় যুগের চাহিদা মোতাবেক ধর্মের সঠিক দিক-নির্দেশনা জনসাধারনের নিকট তুলে ধরার নিমিত্তে নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন পুস্তকাদী। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো-

১. পারের তরী।
২. মিলাদে আ'যম (১ম ও ২য় খন্ড)।
৩. মানবরূপে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
৪. ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (১ থেকে ১৪ খন্ড)।
৫. রেজভী তাহ্ক্বীক্বাত।
৬. রিয়াদ্বুন্ নাজাত।
৭. খুতবাতুন্ নাজির বা অছিয়ত নামা। প্রভৃতি।

**সংশয়ঃ**

নবী পাকের প্রতি মুহাব্বত এবং খাঁটি দ্বীনদারীর অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর ব্যাপারে বলা যায় যে- এক সময় যে ব্যক্তিটি ছিলেন নিজের পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কথিত ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী, তাঁর সাধনা ও সত্যের প্রতি অন্তরের আকর্ষণে, সর্বোপরি মহান রবের অশেষ কৃপায় টুপির একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সে ব্যক্তিটিই আজ সুন্নাতে নববী প্রতিষ্ঠায় উজারপ্রাণ আর সত্যের পরীক্ষায় সফলকাম। স্বীয় পরিবার কর্তৃক প্রচারিত উদ্ভট কিছু ফাতাওয়ার বাস্তবিকতা দেখার পূর্বে তিনি তাদেরই সংগে অর্থাৎ কালো টুপিধারী কথিত রেজভীগণেরই সংগে ছিলেন এবং তাদের কতেক অমূলক ধর্ম বিশ্বাসগুলোতে বিনা পর্যালোচনাতেই বিশ্বাস করতেন এবং কালো টুপিই পরতেন। তাঁর পিতার জবান থেকে যখন নাইলন ও জালি টুপি হারাম বলে ফাতাওয়া জারী হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রোগ্রামে তিনি প্রশ্নের সম্মুখিন হতে থাকেন, তখনই রবের কৃপায় তাঁর অন্তরে নাড়া দেয় এবং টুপির বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবাদী দেখতে থাকেন। এর একটি কারণ এও যে, তাদের কর্তৃক অন্যান্য বিভ্রান্তিকর ফাতাওয়াগুলোর স্বপক্ষে কিছু উদ্ভটযুক্তি থাকলেও নাইলন ও জালি টুপি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ হতে কোন যুক্তিও খোঁজে পাওয়া যায় না।

অতঃপর অনেক গবেষণা-পর্যালোচনা করে যখন দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত কালো টুপির সাথে কিতাবের কোন সম্পর্ক খুঁজে পেলেন না, তখনই অন্যান্য বিষয়গুলোর ব্যাপারেও সন্দেহের দানা বাঁধে এবং তিনি কিতাবাদী দেখতে শুরু করেন আর তাদের প্রদত্ত ফাতাওয়াগুলোর সাথে কিতাবাদীর বর্ণনার মিল খোঁজে পেলেন না। বরং শরীয়

ত দ্বারা যা সুন্নাতে রাসূল হিসেবে প্রমাণিত ও শরীয়তের কষ্টি পাথরে যে সমস্ত বিষয় জায়েয, আজ তা তাদের নিকট কতগুলো হারাম, কতগুলো নাজায়েয এবং কতেক কর্ম শিরক হিসেবেও বিবেচিত। যা নবী করিম রাউফুর রাহীম এর পরিস্কার বিরোধিতা ও অবাধ্যতা এবং মাযহাবে হানাফী ও উলামায়ে আহলে সুন্নাহর পরিপন্থী।

**সংশোধনের প্রচেষ্টা:**

এ সব নব্য আবিস্কৃত শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়গুলোর সংশোধনীমূলক আলোচনার জন্য তিনি বার বার স্বীয় পিতার ধারস্ত হন। দীর্ঘ দিনের লালিত বিষয়গুলোর উপর আলোচনাকে তাদের ঐতিহ্য ও সম্মানের পরিপন্থি মনে করে হুযুর কিবলার উপর চলতে থাকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র। এমনকি যে ঘরে পরিবারসহ তিনি অবস্থান করতেন সে ঘরটি এবং জমিজমাসহ অনেক কিছুই তাঁর বড় দুই ভাইয়ের নামে রেজিষ্ট্রি করে নিয়ে নেয়। দরবারে তাঁর পরিচালিত মাদরাসা 'জামিয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম' এর ভবনটিও তাদের নামে নতুন করে রেজিষ্ট্রি করে নেয়, অথচ মাদরাসাটির দলিল হুযুর কিবলার নামেই ছিল। যেখানে আমি নিজেও (আলমগীর রেজভী আন-নাজিরী) শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। এমনকি আমি নিজেও তাদের সংগে বিষয়গুলো নিয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাদা টুপি পরার অপরাধে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ আমাদের সকলকে তাৎক্ষনিকভাবে বাহির করে দিয়ে ইলম বা জ্ঞানের দরজায় তালাবদ্ধ করা হয়। আর তখন তারা আমাদেরকে স্পষ্টভাবেই বলেছিল যে, কালো টুপি পরলে এখানে অবস্থান করতে পারবে; অন্যথায় না। যা তখন (২৩ এপ্রিল ২০১১ইং) জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাক ও জনকণ্ঠেও এসেছিল। এমনকি হুযুর কিবলাসহ আমাদের উপর মিথ্যা মামলা করে হয়রানীও করা হয়। এরূপ হয়রানীর ভিতর দিয়ে তাদেরকে বুঝাতে একপর্যায়ে অক্ষম হয়ে তিনি প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমেও বহুবার চেষ্টা করে যান। অবশেষে সে প্রতিনিধিবর্গও তাদের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হন। যাদের মধ্যে কুমিল্লা, চান্দিনার জনাব মুফতী আহমদ রেজভী সাহেবও ছিলেন। পরবর্তীতে এক সময় তাঁর পিতার পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে একদল মেহমান হুযুর কিবলার বাসায় আসে এবং দীর্ঘ আলোচনার পর একপর্যায়ে স্বীকার করে নেয় যে, সাদা টুপি সুন্নাতে রাসূলসহ খাসী কুরবানী, মাইকযোগে আযান, গান-বাজনা প্রভৃতি মাসআলাসমূহ কিতাবে যেভাবে আছে সেভাবেই মেনে নেবে এবং এ মর্মে একটি শর্তনামা ছিল, যাতে হুযুর কিবলা ও তাঁর মেজো ভাই এবং তাঁর সকল বোনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরও বিদ্যমান ছিল। কিন্ত আজও তা বাস্তবায়ান হল না। স্বাক্ষরিত শর্তনামাটি হুযুর কিবলার লিখিত 'টুপি ও পাগড়ীর বিধান' নামক পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**পিতৃ বঞ্চিত ও কারণ:**

মাতা-পিতা উভয়ের অতি স্নেহধন্য ছিলেন হুযুর কিবলা, সেই সাথে পরিবারের সকলের কণিষ্ঠ ছিলেন তিনি। বিশেষত তাপসী মা রাবিয়া আখতার রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহা) এর অতি আদরের সন্তান। যে স্নেহময়ী মায়ের আদেশ ছিল- "যেখানেই থাক সত্যের উপর কায়েম থাকবে, অসত্যের মধ্যে দুনিয়ার কোন চাকরী বা জীবিকার চিন্তাও করবে না। মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাছুলের দয়ার উপর ভরসা রাখবে।" যা

আজও তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছেন। হুযুর কিবলা তাঁর নয়ন মনি তাপসী মায়ের স্মৃতিময় কীর্তি হিসেবে মায়ের নামে রচনা করেন ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া যা এখন এক থেকে চর্তুদশ খন্ড পর্যন্ত মানুষের হাতে আছে এবং আরো প্রকাশের পথে। ভাগ্যের পরিহাস, সে মমতাময়ী 'মা' হুযুর কিবলা ও স্বীয় পিতার মধ্যে মাসআলা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্রকরে পিত্রালয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার ১২ বছর পূর্বেই দুনিয়া ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন।

অপর দিকে হুযুর কিবলার পিতার মুখে শুনেছি, যা সকলকেই বলতেন- "তোমরা নবীজির সুন্নাতের অবাধ্য হবে না। সে জন্য যদি মা-বাবা থেকে শুরু করে আত্নীয়তার সর্ম্পকও ছিন্ন করতে হয় করবে। তথাপিও নবীজির সুন্নাতের বিপরীত কিছু করবে না"। তা আমি (আলমগীর রেজভী আন্-নাজিরী) নিজেও বহুবার হুযুর কিবলার পিতার মুখে শুনেছি। এ শিক্ষায় বড় হয়ে তিনি সময়ের এক ব্যবধানে স্বীয় পিতা ও তার সহচরবৃন্দের সমন্বয়ে পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠতে দেখলেন নতুন এক অধ্যায়। যে অধ্যায়ে সুন্নাতের নামে সুন্নাতের বিপরীত কর্মগুলোর ধারক ও প্রচারকরাই ছিলেন সত্যিকারের সুন্নী-মুসলমান হিসেবে পরিচিত। প্রতিবাদের কোন সুযোগ ছিলনা সেথায়। প্রচুর জনসংখ্যা, জনবল মারহাবার ধ্বনি ছিল তাদের নতুন নতুন সুন্নাত নামের প্রতিকর্মেই। হুযুর কিবলা একপর্যায়ে কিতাবের সত্য বিষয়গুলো সত্য বলে মত প্রকাশ করায় তাঁর পিতাজী তাঁকে ত্যাজ্য পূত্র বলে বিভিন্ন মাহফিল-মঞ্চে ঘোষনা দেন এবং হুযুর কিবলার সংগে সকল প্রকার সর্ম্পক ছিন্ন করার নির্দেশ দেন। এভাবে হুযুর কিবলাকে কাফের ফাতাওয়া দেওয়া হয় স্বীয় পিতার আবিষ্কৃত আইন মেনে না নেয়ার কারনে। এমনকি তাদের ৫২তম ওরছে তাঁর পিতা নিজের জানাযাতেও হাজির হতে নিষেধ করেন। এ সমস্ত বক্তব্যের কয়েক বছর পর ৩০ আগষ্ট ২০১৫ইং তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন।

আর তার মৃত্যুর পর পরিস্থিতি এতই নাজুক হল যে, ধর্মীয় প্রতিকুলতা ও পরিকল্পিত সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে নিরাপত্তাহীনতার কারণে তিনি স্বীয় পিতার জানাযায়ও উপস্থিত হননি এবং শেষবাররের মত তাকে দেখতেও যেতে পারেননি। যারা জানাযায় অংশগ্রহণ করার জন্য গিয়েছিলেন তারা পরিবেশ ও পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছেন হয়তো যে, তাঁর পিতার লাশ দাফন ও জানাযা নিয়ে কেমন ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। লাঠি-লোহা নিয়ে মারামারির পর্যায়, মাইকে শ্লোগান, কবরস্থ করার জন্য দুই স্থানে কবর খনন এছাড়াও আরও অনেক অবর্ণনীয় বিষয়ও ঘটে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে তিনিও যদি ঐখানে যেতেন তাহলে অবস্থা কি রূপ ধারণ করত, তা জ্ঞানীদের নিকট অনুমেয়। এভাবেই বাধন ছিন্ন করলেন তারা হুযুর কিবলা থেকে। অবস্থা তাঁর এই হল যে, পিতার অনুসরন করলে নবীজীর অবাধ্য হিসেবে বিবেচিত হন, আর নবীজির অনুসরন করায় নির্বোধদের দ্বারা পিতার অবাধ্য হিসেবে প্রচারিত হন, আর বাস্তবতা হল নবীজির অবাধ্য পরিস্কার জাহান্নামী।

**আধ্যাত্মিক ও দ্বীনি সফরঃ**

উল্লেখিত ঘটনা প্রবাহের জের ধরে সুন্নীয়াতের প্রাণকেন্দ্র, ইলমে শরীয়ত ও ত্বরীকতের মানজার ও মাজহার ভারতের বেরেলী শহরের দরগাহে আ'লা হযরত

পানে ছুটে যান তিনি। তৃপ্ত হন রাসূল পাকের প্রেম সরোবরে আ'লা হযরত কিবলার ফুয়ুযাতে। বেরেলী শরীফ থেকে আ'লা হযরত কিবলার পীর মঞ্জিল আওলাদে রাসূলের দরগাহ মারহারা শরীফে উপস্থিত হন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে এক অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেখানে। পূর্ব পরিচিতি ও সাক্ষাত ছাড়াই মারহারা শরীফের আলে রাসূল আল্লামা শাহ্ ইয়াহ্ইয়া নূরী তাঁর নাম-পদবী এবং অনেক অজানা বিষয় বর্ণনা দিয়ে দিলেন। যেন সেই আওলাদে রাসূল তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি অবস্থা সামনে থেকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। উপস্থিত লোকজনতো বিষয়টি দেখে হতবাক! প্রকৃতই আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দাহকে আরেকজন প্রিয় বান্দাহই মূল্যায়ন করতে পারেন। তথায় তিনি আওলাদে রাসূলের বিশেষ নছিহত, তাওয়াজ্জুহ ও ফয়য দ্বারা ধন্য হন।

এই সফরেই তিনি আজমীর শরীফসহ দিল্লির বিভিন্ন দরগাহ যিয়ারত এবং সাজ্জাদানশীনদের সাথে বিশেষ সাক্ষাত লাভ করেন। যার পর্যালোচনায় তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা ও উচ্চমাকামের কথাই প্রতিভাত হয়।

এছাড়াও তিনি প্রায় প্রতি বছরই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বীনি দাওয়াত ও খেদমতে ভ্রমণ করে থাকেন। বিভিন্ন মাহফিল পোগ্রামে প্রধান মেহমান বা প্রধান আলোচক হিসেবে দ্বীনি তাকরীর পেশ করে থাকেন। বিহার ও হেমতাবাদে আওলাদে রাসূল ও বেরেলী শরীফের আওলাদে আ'লা হযরত, বিশেষত আল্লামা তাওসিফ রেযা খান (মা. জি.আ.) সহ আরও অনেকের উপস্থিতিতে তিনি প্রধান আলোচক ও বিশেষ মেহমান হিসেবে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করে আসছেন।

**বায়'আত ও খিলাফত:**

উল্লেখিত সফরকালীন সময়ে বেরেলী শরীফে দরগাহে আ'লা হযরতে উপস্থিত হয়ে নবীরায়ে আ'লা হযরত, দরগাহ্ শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানেশীন আল্লামা সুবহান রেজা খাঁন সুবহানী হুযুর কিবলার মাধ্যমে বায়'আত গ্রহণ করেন। আর তাঁর সত্যের জন্য সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে খিলাফতের মহান দায়িত্বও অর্পন করা হয় দরগাহে আ'লা হযরত এর পক্ষ হতে।

এছাড়াও তিনি আলে রাসূল, আ'লা হযরত কিবলার পীরের দরগাহ্ মারহারা শরীফের তৎতকালীন সাজ্জাদানেশীন সাহেবে কাশফ ও সিরর আল্লামা ইয়াহ্ইয়া নূরী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আ'নহু)-এর বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করতঃ বিহার প্রদেশের উদ্দেশ্যে পূর্ব নির্ধারিত মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। সে বিহারের বিশিষ্ট এক আলে রাসূলও সেই মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁকে স্বেচ্ছায় চার ত্বরীকার উপর খিলাফত প্রদান করেন।

পরিশেষে, এ মহান মনীষী, আমার প্রাণ প্রিয় মুরশিদ কিবলাকে যেন আল্লাহ দীর্ঘ হায়াতে তৈয়্যেবাহ দান করেন তাঁর দ্বীনী খেদমতে এবং আমাদের মত অসহায়দের সহায় হিসেবে। আমিন বিজাহি ত্ব-হা ওয়া ইয়া-সীন।

**মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী** আন্-নাজিরী
প্রেমু, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
**সাংগঠনিক সম্পাদক:** আন্তর্জাতিক রেজভীয়া উলামা পরিষদ
**ই-মেইল:** alamgirnajiry@gmail.com

# উৎসর্গ

★ সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের ওসিলা আন্-নবীউল মুখতার, নূরুল আনোয়ার, শাফীউল মাহশার, সায়্যিদুল আবরার, সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র চরণ যুগলে।

সাথে-

- ✓ হানাফী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আ'যম আবু হানিফা-
- ✓ ক্বাদেরিয়া ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আ'যম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী এবং
- ✓ রেজভিয়তের প্রাণ পুরুষ আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খান বেরেলভী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণের পবিত্র করকমলে।

# লেখকের ক'টি কথা

মহান আল্লাহ্ তা'আলার আলীশান ফরমান- قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ (তোমাদের নিকট আল্লাহ্ হতে নূর এসেছে এবং একটি স্পষ্ট কিতাব)।

আলোচ্য আয়াতে নূর বলতে দয়াল নবীজীকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। দয়াল নবীজীকে এখানে নূর বলার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম নূর হিসেবে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর আগমনে অসত্য-অধর্মের অন্ধকার বিলীন হয়ে সত্য ধর্মের নূরে উদ্ভাসিত হয়েছে। এ দু'দিক থেকেই তিনি নূর। যা বইটিতে প্রমাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নূর বিষয়ক বিশ্লেষণ ধর্মী বক্তব্যসমূহ সহজ করে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে যেন গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি সকলের উপলব্ধিতে আসে এবং দয়াল নবীজীর সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা পাঠকের হৃদয় পটে অঙ্কিত হয়ে যায়।

বর্তমানে এমন এক ফেতনাময় পরিবেশ বিরাজ করছে যে, একদিকে বিধর্মী নাস্তিকদের দৌরাত্ম, অপরদিকে মুসলিম জাতি শতধা বিভক্ত। তন্মধ্যে এমন কতিপয় নামধারী মুসলিমও সমাজে রয়েছে যারা কিনা বিধর্মী নাস্তিকদের মতই আল্লাহ্ তা'আলা ও দয়াল নবীজীর শান-মানে আঘাত হেনে যাচ্ছে। তাদের কেউ তো হুজুর পাককে তাদেরই মত দোষে-গুণে ভরা, রক্তে-মাংসে গড়া একজন সাধারণ মানুষ প্রমাণে পেরেশান হয়ে যাচ্ছে। আবার কতেক রয়েছে যারা তাঁকে সাধারণ মানুষ না বললেও তিনি নূরানী সত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করছে। এমনকি মহান আল্লাহ্ তা'আলা নূর কি না এ ব্যাপারেও যেন তর্ক-আপত্তির শেষ নেই।

এ সকল পরিস্থিতিতে এগুলোর সমাধান কল্পে কুরআন, হাদীস ও আকাবীর উলামাগনের উক্তি ও আক্বীদার আলোকে বিষয়টির উপর কলম ধরা নিজের উপর আবশ্যক হয়ে পড়েছে বলে মনে করেছি। তাছাড়াও বিভিন্ন মহল থেকে এ ধরনের একটি লিখার তাগাদা পেয়ে আসছিলাম যাতে গ্রহণযোগ্য তথ্য সমূহের সমাহার থাকবে। পাশাপাশি এই ব্যাপারে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ক্বিবলার মসলকও উপস্থাপিত হবে। ফলে অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও পুস্তিকাটিতে হাত দিতে হয়েছে।

এর পাণ্ডুলিপি তৈরী, তথ্য সংগ্রহ ও সৌন্দর্য বর্ধনসহ বিভিন্ন ভাবে যারা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে আমার স্নেহের রূহানী সন্তান ফক্বীহে দ্বীন মুহাম্মদ আমলগীর হোসাইন রেজভী আন-নাজিরী। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে দয়াল নবীজীর ওসিলায় পরপারের সকল ঘাটিতে কামিয়াবী দান করুন। আমিন!

পরিশেষে বলব যে, الانسان مركب من الخطاء والنسيان (মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটির অন্তর্ভূক্ত)। সুতরাং এ পুস্তিকায় তাত্থিক কোন ত্রুটি নজরে পড়লে সুহৃদ মনে করে বিশুদ্ধ প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশাআল্লাহ!

বিনীত

**মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী**

রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা

# সূচীপত্র


✍ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি.....০৩

✍ উৎসর্গ.....০৯

✍ লেখকের ক'টি কথা.....১০

✍ সূচীপত্র.....১১

📖 **ভূমিকা.....১৪**

❑ নূরের পরিচয় বা সংজ্ঞা.....১৬

➢ আভিধানিক অর্থ.....১৬

➢ পারিভাষিক অর্থ বা সংজ্ঞা.....১৭

❑ নূরের প্রকারভেদ.....১৭

➢ নূরে হাক্বীক্বী.....১৭

➢ নূরে মাজাযী.....১৮

➢ নূরে হিস্‌সী বা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নূর.....১৮

➢ নূরে মা'নবী বা আক্বলী.....১৯

📖 **আল্লাহ্ তা'আলা নূর.....২০**

❑ আল্লাহ্ তা'আলা নূর হওয়ার প্রমাণ.....২০

❑ আল্লাহ্ তা'আলা নূর হওয়ার অর্থ.....২২

📖 **দয়াল নবীজী নূর.....২৫**

❑ সৃষ্টির সর্বপ্রথম নূর নবীজীর নূরানী অস্তিত্ব.....২৫

➢ পবিত্র কুরআন হতে দলীল.....২৫

➢ পবিত্র হাদীস শরীফ হতে দলীল.....২৮

➢ উলামায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে ইযামের উক্তির হতে দলীল.....৩০

❑ আপত্তি খণ্ডন: কলম, আরশ প্রভৃতি প্রথম সৃষ্টি না কি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ..৩২

❑ যাতী নূর ও সিফাতী নূর.....৩৫

➢ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাতী নূর থেকে না সিফাতী নূর থেকে..৩৬

➢ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাতী নূর হতে সৃষ্টি হওয়ার অর্থ... ৩৮

➢ একটি বিভ্রান্তির অবসান: খালক্বী নূর বনাম যাতী নূর.....৪১

❑ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে স্বয়ং হুযুর পাককেই বুঝানো হয়েছে ৪২

❑ নবী পাক নূর হওয়ার প্রমাণ.....৪৩

১২.....মানব রূপে নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
➢ পবিত্র কুরআন ও তাফসীর হতে প্রমাণ.....৪৩
➢ হাদীস শরীফের আলোকে প্রমাণ.....৫০
➢ সাহাবায়ে কিরামের আক্বীদা নবীজী নূর.....৫৪
➢ উলামায়ে কিরামের উক্তির আলোকে প্রমাণ.....৫৫
➢ বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির আলোকে প্রমাণ.....৫৭
❑ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরে মা'নবী না নূরে হিসসী?.....৫৯
➢ নূরে মা'নবী হওয়ার দলীল.....৫৯
➢ নূরে হিস্‌সী হওয়ার প্রমাণ.....৬০
**🕮 নূর নবীজীর নূর থেকেই অন্যান্য সকল সৃষ্টি.....৬২**
**🕮 নূর নবীজীর নূরানী সুরত বা আকৃতি.....৬৬**
❑ তারকারূপে নূর নবীজী.....৬৭
❑ ময়ূররূপে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.....৬৭
❑ তিনটি বিশেষ সূরতঃ হাক্কী, মালাকী ও বাশারী.....৬৮
**🕮 নূর নবীজীর নবুয়ত কখন থেকে?.....৬৯**
❑ হযরত আদম সৃষ্টির পূর্বেই হুযুর পাকের নবুয়্যত.....৬৯
❑ একটি প্রশ্ন ও জবাব.....৭১
**🕮 মানব জাতিতে নূর নবীজীর আগমন.....৭৩**
❑ মানব জাতির সূচনা ও হযরত আদমের সৃষ্টি.....৭৩
❑ মানব জাতি সৃষ্টির উপাদান ও বৈশিষ্ট্য.....৭৭
➢ হযরত আদম সরাসরি মাটি হতে সৃষ্টি.....৭৮
➢ মা হাওয়ার সৃষ্টি বাবা আদমের বাম পাঁজড়ের হাঁড় দ্বারা.....৭৮
➢ অন্যান্য মানুষের সৃষ্টি নুত্‌ফা হতে .....৭৯
➢ হযরত ঈসা নবীর সৃষ্টি জিব্রাঈলের ফুঁক হতে.....৮০
❑ মানব বেশে নূর নবীজীর আগমন.....৮১
❑ নুকতা বা সুক্ষ্ম কথা.....৮৪
**🕮 পূর্বোক্ত সকল আলোচনার সারসংক্ষেপ: নূর সে যুহুর তক.....৮৫**
**🕮 হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.....৮৬**
❑ হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাশার বা মানুষ নয়.....৮৮
➢ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত মানব না হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের দলীল.....৮৮

মানব রূপে নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম).....১৩
➢ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বাশার না হওয়ার ব্যাপারে কুরআন হতে দ্বিতীয় দলীল.....৯০
➢ হুযুর পাকের সামনে হযরত আব্বাসের ক্বাসীদাঃ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বাশার নয়..৯১
➢ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর বক্তব্য .....৯২
❑ বাশারিয়াত ছিল হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীর উপর পোষাক স্বরূপ.....৯২
❑ নূর নবীজীর বাশারিয়াত স্থায়ী নয়.....৯৫
❑ হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীকে মানব বা জাতিতে মানব বলা.....৯৫
❑ সতর্কতাঃ সাধারণভাবে নবীজীকে 'জাতিতে মানব' বলার হুকুম.....৯৭
🕮 **শাখছে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.....৯৮**
❑ বাহ্যত নূর নবীজী বাশার ছিলেন.....১০০
❑ নূর নবীজীর বাশারিয়াতকে অস্বীকার করা.....১০১
❑ নূর নবীজীর বাশারিয়াত আমাদের মত নয়.....১০২
➢ নূর নবীজী আমাদের মত না হওয়ার দলীল.....১০২
➢ কুরআনে বর্ণিত بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ-এর পর্যালোচনা .....১০৬
➢ কুরআনের আয়াত هَلْ كُنتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً-এর পর্যালোচনা.....১০৯
❑ নূর নবীজীর বাশারিয়াতও নূর .....১০৯
➢ ছায়াহীন নূরানী কায়া মুবারক.....১১০
➢ হুযুর পাকের মানবীয় শরীর মুবারক নূর হওয়ার ব্যাপারে আপত্তির খণ্ডন.....১১১
➢ বাশারিয়াত ও নূরানিয়াতের সমন্বয়.....১১৫
➢ নূরানিয়াত ও আবদিয়াত.....১১৬
❑ নূর নবীজীর বেমিছাল বাশারিয়াত.....১১৬
➢ নূর নবীজীর মিলাদ বা পবিত্র জন্ম.....১১৬
➢ নূর নবীজীর পানাহার.....১১৯
➢ নূর নবীজীর প্রস্রাব, পায়খানা, ঘাম ও রক্ত মুবারক পবিত্র.....১১৯
➢ কোন দিক থেকেই নূর নবীজী আমাদের মত নয়.....১২১
🕮 **নূর নবীজীকে মানুষ কিংবা ভাই বলে সম্বোধন করা.....১২২**
❑ মানুষ কিংবা ভাই বলে আহ্বান করা হারাম হওয়ার দলীল.....১২২
❑ আপত্তি ও খণ্ডন.....১২৩
🕮 **পরিশিষ্টঃ নবীগণকে আমাদের মত মানুষ বলা কাফেরদের স্বভাব.....১২৬**

# ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ نُوْرَ مُحَمَّدٍ مِّنْ نُّوْرِهٖ وَاَبْدَأَ الْخَلْقَ مِنْ نُّوْرِهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نُوْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدَنِ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ. (سورة المائدة: ١٥)

মহান আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন গোটা জাহান। তাঁর মহান কর্মশৈলী বুঝা সৃষ্টির কাজ নয়। শুধুমাত্র যতটুকু তিনি তাঁর প্রিয়তম হাবীবের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন ততটুকু সম্পর্কেই ধারণা লাভ করা যায়। তিনি ছিলেন, যখন সময় বা কাল ছিল না, ছিল না কোন স্থান, আর না ছিল সৃষ্টিরাজীর কেহ। একান্ত গোপনই ছিলেন, ছিলেন লুকায়িত গোপ্ত ভান্ডার। তখন পবিত্র সেই সত্ত্বায় মুহাব্বতের ঢেউ উঠল ইচ্ছা করলেন নিজেকে পরিচয় করাবেন। সে ইচ্ছায় সৃষ্টি করলেন এক মহান সৃষ্টি। এ কথাটিই নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

كُنْتُ كَنْزًا مَّخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاَعْرَفَ

অর্থাৎ, আমি ছিলাম গুপ্ত ধনভান্ডার। অতঃপর পছন্দ করলাম (মুহাব্বত জাগরিত হল) পরিচিত হতে। অতএব পরিচয়ের জন্য সৃষ্টি করলাম এক মহান সৃষ্টিকে।[১]

আর সে মহান সৃষ্টি আর কেউ নন, তিনি মহান স্রষ্টার প্রেমাস্পদ হাবীব নবীউল আম্বিয়া হুযুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যার জন্য ঘোষিত হয়েছে- لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ (আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না)। অতঃপর অন্যান্য সকল মাখলুকাত নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। কথিত আহ্লে হাদীস-

(১) ক. আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী: পারা-২৭, পৃষ্ঠা-২২
খ. শায়খ ইবনু আরাবী, ফুতুহাতে মাক্কীয়া: ১৪২
গ. আল্লামা আবু সাঊদ উমাদী, আবু সাঊদ: ২/১৩০

লা-মাযহাবীদের প্রসিদ্ধ আলেম মৌলভী ওয়াহীদুয যামান হায়দারাবাদী তার কিতাবে লিখেন-

بَدَأَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْخَلْقَ بِالنُّوْرِ الْمُحَمَّدِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنُّوْرُ الْمُحَمَّدُ مَادَّةُ اَوَّلِيَّتِ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهَا

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা করেছেন নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে। কাজেই আসমান-জমিন ও এতে যা কিছু রয়েছে সকল সৃষ্টির প্রথম মাদ্দাহ হল- নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১]

আলোচ্য উদ্ধৃতিসমূহ হতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি। অথচ আমাদের সমাজে কতেক নামধারী মুসলিম হুযুর সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী যাতকেই অস্বীকার করে বসে, যে নূরানী সত্ত্বা না হলে সে নিজেও অস্তিত্ব পেত না। কথায় কথায় তারা শিরকের ফাতাওয়া আরোপ করে বসে এবং নবী প্রেমিক সুন্নী-মুসলমানদের উপর অপবাদ আরোপ করে থাকে। এ সকল বিভ্রান্তি নিরসণ ও নবীজীর নূরানীয়াত এবং বাশারিয়াতের হাক্বীকৃত তুলে ধরার নিমিত্তে পুস্তিকাটির অবতারণা। কেননা এগুলো জরুরতে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। এ সকল সূক্ষ্ম বিষয়াদীতে সামান্য বিচ্যুতির ফলে অনেক সময় ঈমানহীন হয়ে পড়তে হয়। আর উম্মতের কান্ডারী দয়াল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, আমার উম্মতের পক্ষ হতে আমি এ ভয় করি না যে, তারা শিরকে লিপ্ত হবে বরং আমার ভয় হল, তারা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হবে। যেমন-

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّىْ فَرَطُ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىْ الْاٰنَ وَاِنِّىْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنُ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحُ الْاَرْضِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا

(১) ক. ওয়াহীদুয্ যামান হায়দারাবাদী, হাদিয়াতুল মাহদী
খ. আল্লামা মানশা তারেশ কাসূরী, নূর সে যুহুর তকঃ ১২৪

অর্থাৎ, হযরত 'উক্ববাহ ইবনু আমের হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য বের হলেন এবং তাঁদের জানাযা নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহন করতঃ ইরশাদ করলেন যে, "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য দয়াপরবশ এবং তোমাদের উপর স্বাক্ষী। আর আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি এখান থেকেই 'হাউযে কাওছার' দেখতে পাচ্ছি এবং অবশ্যই আমাকে জমিনের ধনভান্ডারের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে এ ভয় করি না যে, তোমরা আমার (বিদায়ের) পরে শিরকে লিপ্ত হবে। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এটা ভয় করছি যে, তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে।"[১]

## নূরের পরিচয় বা সংজ্ঞা

### ★ আভিধানিক অর্থ:

* 'নূর' শব্দের আভিধানিক অর্থ- আলো, চাকচিক্য ও উজ্জ্বল। তবে কোন কোন সময় তাকেও নূর বলা হয়, যদ্বারা আলোকিত করা হয়। এ অর্থে সূর্যকেও নূর বলা যায়। বিদ্যুৎ, চেরাগ ও লাইটকেও নূর বলা হয়ে থাকে।[২]

* ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী বলেন-

اِعْلَمْ اَنَّ لَفْظَ النُّوْرِ مَوْضُوْعٌ فِى اللُّغَةِ لِهٰذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الْفَائِضَةِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّارِ عَلَى الْاَرْضِ وَالْجِدْرَانِ وَغَيْرِهِمَا

অর্থাৎ, জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় আভিধানিক অর্থে নূর বলতে ঐ আলোকে বুঝায় যা সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি হতে ভূপৃষ্ঠ, প্রাচীর এবং অন্যান্য বস্তুর উপর পতিত হয়।[৩]

এখানে আভিধানিক অর্থে- সূর্য এবং চন্দ্রের আলো এমনকি 'নার' বা অগ্নির আলোকেও নূর বলা হয়েছে।

আর এ আভিধানিক অর্থে 'নূর' হল সৃষ্ট এবং হাদেছ এবং এর কাইফিয়াত (অবস্থা) অনুধাবন করা সম্ভব। এটি হাক্বীক্বী নূরের পরিচিতি নয়।

---

(১) ক. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল জানায়েয, বাবুস সালাতি 'আলা শাহীদঃ ১/৪৫১, হাদীস-১২৭৯। খ. খতিব তিবরিযী, মিশকাত, হাদীস নং-৫৫৮০

(২) মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, রিসালায়ে নূর

(৩) ইমাম রাযী, আত্ তাফসীর আল কাবীরঃ ৬/৩১০

### ★ পারিভাষিক সংজ্ঞা:

পরিভাষায় 'নূর' হল- যা স্বয়ং আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করে। যেমন-

* আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী বলেন-

مَعْنَى النُّوْرِ وَهُوَ الظُّهُوْرُ فِىْ نَفْسِهٖ وَاِظْهَارٌ لِغَيْرِهٖ

অর্থাৎ, নূর হল, যে নিজে প্রকাশ এবং অন্যকে প্রকাশকারী।[১]

* ইমাম আহমাদ রেযা খান বেরেলভী তদ্বীয় পুস্তকে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী এবং আল্লামা ইমাম যারকানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন-

محققین کے نزدیک نور وہ کہ خود ظاہر ہو اور دوسروں کا مظہر کَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْغَزَّالِىُ ثُمَّ الْعَلَّامَةُ الزُّرْقَانِىُ فِىْ شَرْحِ الْمَوَاهِبِ

অর্থাৎ, মুহাক্কিক আলেমগণের নিকট নূর তাকেই বলে, যা স্বয়ং প্রকাশমান এবং অন্যকে প্রকাশকারী।[২]

## নূরের প্রকারভেদ

### ❖ প্রথমত, 'নূর' দু' অর্থের জন্য ব্যবহার হয়, তথা 'নূর' দু'প্রকার:

১. নূরে হাক্বীক্বী (প্রকৃত নূর)

২. নূরে মাজাযী (রূপক অর্থে নূর)

### ★ নূরে হাক্বীক্বী:

সাধারণ পরিভাষায় বা প্রচলিত সংজ্ঞায় নূর বলা হয় এমন একটি অবস্থাকে, যা দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুধাবন করে এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য দৃষ্ট জিনিসও অনুধাবিত হয়। (বায়দ্বাভী) কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব হল, এ সংজ্ঞা থেকে নূর স্বতন্ত্র। যেমন আ'লা হযরত ক্বিবলা বলেন-

اور حق یہ کہ نور اس سے اجلی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے یہ جو بیان ہوا تعریف الجلی بالخفی ہے کما نبہ علیہ فی المواقف و شرحھا

(১) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী: ৬/১৬৩

(২) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

অর্থাৎ, আর সত্য কথা তো হল এই যে, নূর সংজ্ঞায়িত করার ঊর্ধ্বে। এখানে উল্লেখিত নূরের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এটি তা'রিফুল জলি বিল খফী। যেমনটি মাওয়াকিফ ও এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১]

আর যা সংজ্ঞায়িত করার ঊর্ধ্বে তাই 'নূরে হাক্বীক্বী'। আর নূরে হাক্বীক্বী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

অতএব, নূরে হাক্বীক্বী ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব। এর কাইফিয়াত (অবস্থা) সৃষ্টির পক্ষে বুঝা বা অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

## ★ নূরে মাজাযীঃ

সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থে 'নূর' বলতে আমরা যা বুঝি, তাই নূরে মাজাযী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যান্য সকল নূর হল নূরে মাজাযী। যেমন, ইমাম গায্যালী ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন-

فَثَبَتَ اَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ النُّوْرُ . وَاِنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَلَيْسَ بِنُوْرٍ اِلَّا عَلٰى سَبِيْلِ الْمَجَازِ

অর্থাৎ, কাজেই প্রমাণিত হলো যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নূর। আর আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যান্য সব নূরে মাজাযী বা রূপক অর্থে নূর।[২]

### ❖ অনুধাবন করা বা না করার দিক থেকে আবার দু' ধরনেরঃ

১. নূরে হিস্সী বা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নূর।

২. নূরে মা'নবী বা নূরে আক্বলী তথা বিবেকগ্রাহ্য বা ইন্দ্রীয় অগ্রাহ্য নূর।

## ★ নূরে হিস্সী বা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নূরঃ

ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নূর হল- যা পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভব করা যায়। যেমন- সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের আলো, চেরাগ ও বিদ্যুৎ ইত্যাদির আলো।

যেমন, পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে–

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا . وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

অর্থাৎ, আর সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।[৩]

---

(১) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

(২) ইমাম রাযী, আত্ তাফসীর আল কাবীরঃ ২৩/২৩০

(৩) সূরা নূহঃ ১৬

অন্যত্র ফরমান-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো।[১]

## ★ নূরে মা'নবী বা নূরে আক্বলীঃ

ইন্দ্রীয় অগ্রাহ্য নূর হল- যাকে চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি অনুভব করতে পারে না বা পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, তবে বিবেক বলে দিতে পারে যে, ইহা নূর বা আলো। এ অর্থেই ইসলাম, কুরআন, ইল্‌ম এবং হিদায়াতকে নূর বলা হয়।

এ অর্থেই নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে 'নূর' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিন বান্দাহগণের সাহায্যকারী, তিনি তাঁদেরকে অন্ধকারসমূহ হতে আলোর দিকে নিয়ে যান।[২]

আরো ফরমান- وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا অর্থাৎ, আর আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট 'নূর' বা কুরআন অবতীর্ণ করেছি।[৩]

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

অর্থাৎ, অতঃপর যার সীনাকে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন, সে তাঁর রবের পক্ষ হতে নূরের মধ্যে রয়েছে।[৪]

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

فَاِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنُوْرُهٗ لَايُعْطَى الْعَاصِىُّ

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইলম আল্লাহর পক্ষ হতে নূর। আর নিঃসন্দেহে এ নূর কোন পাপীকে দান করা হয় না।

---

(১) সূরা আন'আমঃ ১
(২) সূরা বাকারাঃ ২৫
(৩) সূরা নিসাঃ ১৭৫
(৪) সূরা জুমু'আহঃ ২২

## আল্লাহ্ তা'আলা নূর

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা 'নূর'। এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে আহ্লে সুন্নাত একমত। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্ত্বাকে নূর বলে নামকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ নূর হওয়ার কি অর্থ- এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করা অত্যাবশ্যক। কেননা সাধারণ অর্থে নূর বলতে আমরা যা বুঝি কিংবা তাফসীর কাবীরে 'নূর' শব্দের যে আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে সে অর্থে নূর সৃষ্ট ও হাদেছ। কাজেই তা আল্লাহর শানের খেলাফ এবং তাঁর পবিত্র সত্ত্বার জন্য তা অসম্ভব। সুতরাং এ সকল বিষয়কে লক্ষ্য করে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা 'নূর' হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হবে। এরপর আল্লাহ্ 'নূর' হওয়ার অর্থ কি তা আলোকপাত করা হবে।

### আল্লাহ্ তা'আলা নূর হওয়ার প্রমাণ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা নূর, তবে অন্য কোন নূরের মত নয়। যেমন-

১. পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর।[১]

২. পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُوْرٌ اِنِّىْ اَرَاهُ ؟

অর্থাৎ, হযরত আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরয করেছি যে, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? আল্লাহর হাবীব বললেন- "তিনি 'নূর', আমি কি তাঁকে দেখব?"[২]

৩. অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত ক্বাতাদাহ্ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন শাক্বীক্ব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

قُلْتُ لِاَبِىْ ذَرٍّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ اَىِّ شَىْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ كُنْتُ اَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ رَأَيْتُ نُوْرًا

(১) সূরা নূরঃ ৩৫

(২) ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহঃ ১/৭৭

অর্থাৎ, আমি আবু যারকে বললাম যে, যদি আমি আল্লাহর রাসূলের সাক্ষাৎ পেতাম তাহলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম। এরপর আবু যর বললেন- তুমি কোন বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে? তিনি বললেন- আমি জিজ্ঞাসা করতাম যে, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? আবু যার বললেন, অবশ্যই আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমি তাঁকে নূর দেখেছি।[১]

৪. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

فَالْمَوْجُوْدُ الْحَقُّ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَمَا اَنَّ النُّوْرَ الْحَقَّ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى

অর্থাৎ, অতএব ওজুদে হক বা প্রকৃত ওজুদ (অস্তিত্ব বা সত্ত্বা) আল্লাহ্ তা'আলা। অনুরূপ নিশ্চয় নূরে হক বা হাক্বীক্বী নূরও আল্লাহ্ তা'আলা।[২]

৫. ইমাম গায্যালী তাঁর উক্ত কিতাবে আরো বলেন-

اِنَّـهُ الـنُّـوْرُ وَ لاَ نُوْرَ سِوَاهُ وَاَنَّهُ كُلُّ الْاَنْوَارِ وَاَنَّهُ النُّوْرُ الْكُلِّىُّ لِاَنَّ النُّوْرَ عِبَارَةٌ عَمَّا يَنْكَشِفُ بِهِ الْاَشْيَاءُ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি 'নূর' এবং তিনি ছাড়া নূরে হাক্বীক্বী কেউ নন। আর তিনিই সকল নূরসমূহের আধার। তিনিই নূরে কুল্লি। কেননা নূর বলা হয় তাকে, যা অন্য সকল বস্তুকে প্রকাশকারী।[৩]

৬. ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন-

وَالْـمُـمْـكِـنُ لِـذَاتِـهٖ يَسْتَـحِـقُّ الْعَدَمَ مِنْ ذَاتِهٖ وَالْوُجُوْدُ مِنْ غَيْرِهٖ وَالْعَدَمُ هُوَ الظُّلْمَةُ اَلْحَاصِلُ وَالْوُجُوْدُ هُوَ النُّوْرُ ـ فَكُلُّ مَا سِوَى اللّٰهِ مُظْلَمٌ لِذَاتِهٖ مُسْتَنِيْرٌ بِـاِنَـارَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ... وَعِنْدَ هٰذَا يُظْهِرُاَنَّ النُّوْرَ الْمُطْلَقَ هُوَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَاَنَّ اِطْلاَقَ النُّوْرِ عَلٰى غَيْرِهٖ مَجَازٌ اِذْ كُلُّ مَا سِوَى اللّٰهِ

(১) ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহ: ১/৭৭
(২) ক. ইমাম গায্যালী, মিশকাতুল আনওয়ার: ১৪
খ. ইমাম আলূসী, রূহুল মা'আনী: ৬/১৮
(৩) ইমাম গাযযালী, মিশকাতুল আনওয়ার: ১৫

অর্থাৎ, সত্ত্বাগত মুমকিন স্বয়ং অনস্তিত্ব সম্পন্ন, যা অন্যের দ্বারা অস্তিত্বশীল হয়। আর এ অনস্তিত্ব হওয়াটা যুলমাত বা অন্ধকার (যা নূরের বিপরীত)। মূল কথা হলো- প্রকৃত অস্তিত্ব বা আল্লাহ্ তা'আলা হলেন নূর। আল্লাহ্ ছাড়া আর বাকী যত কিছু রয়েছে স্বত্ত্বাগতভাবে সবই অন্ধকার। তারা নূরানী আল্লাহর নূর দ্বারাই। ... অতএব পূর্বোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নূরে মুতলাক হচ্ছেন- আল্লাহ্ তা'আলা। আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি নূরের সম্পর্ক হল মাজাযী বা রূপক অর্থে।[১]

উল্লেখিত বর্ণনাগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে-

* নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা 'নূর'।
* তিনিই একমাত্র ওয়াজিবুল ওজুদ (অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী)।
* আল্লাহ্ ছাড়া বাকী সব এক সময় অনস্তিত্ব সম্পন্ন ছিল।
* সুতরাং আল্লাহই হাক্বীক্বী নূর এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টি আল্লাহ্ প্রদত্ত নূরে নূরান্বিত হয়েছে।

## আল্লাহ্ তা'আলা নূর হওয়ার অর্থ

নিশ্চয় মহান আল্লাহর যাত 'নূর'। যা পূর্বোক্ত দলীল ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এখন আলোচ্য বিষয় হলো মহান আল্লাহ্ কেমন নূর বা আল্লাহ্ তা'আলা নূর হওয়ার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কথা হলো-

**প্রথমত:** পূর্বে উল্লেখিত আভিধানিক অর্থে আল্লাহকে 'নূর' বলা যাবে না। কেননা এ অর্থে 'নূর' বলতে সৃষ্ট নূরকে বুঝায় এবং তা হাদেছ। যা আল্লাহর জন্য সম্ভব নয়। যেমন, ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী বলেন-

اِنَّ لَفْظَ النُّوْرِ مَوْضُوْعٌ فِى اللُّغَةِ لِهٰذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الْفَائِضَةِ مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النَّارِ عَلَى الْاَرْضِ وَ الْجِدَارِ وَ غَيْرِهِمَا وَ هٰذِهِ الْكَيْفِيَّةِ يَسْتَحِيْلُ اَنْ تَكُوْنَ اِلٰهًا لِوُجُوْهٍ (الخ)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আভিধানিক অর্থে নূর বলতে ঐ আলোকে বুঝায়- যা সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি হতে ভূ-পৃষ্ঠ, প্রাচীর এবং অন্যান্য বস্তুর উপর পতিত হয়। আর নূর বা আলোর এ অবস্থাকে কয়েকটি কারণে ইলাহ (মা'বুদ) বলা সম্ভব নয়।[২]

---

(১) ইমাম রাযী, আত্ তাফসীর আল কাবীর: ৬/৩১০
(২) ইমাম রাযী, আত্ তাফসীর আল কাবীর: খন্ড-১২, অংশ-২৩, পৃষ্ঠা- ২৩০

সুতরাং আভিধানিক অর্থে আল্লাহকে নূর বললে বা মান্য করলে কুফরী হবে।

**দ্বিতীয়তঃ** নূরে হিস্সী অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা যা অনুধাবন করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা নূর হওয়ার অর্থ এমনও নয়। এক কথায় আল্লাহ্ নূরে হিস্সী বা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নূর নন। কেননা ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভূত হওয়ার জন্য শরীর (جسم) প্রয়োজন। অথচ আল্লাহ্ শরীর হতে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এবং তিনি স্থান-কাল-পাত্র কোন কিছুর আওতাধীন নয়।

ইমাম নববী ইমাম ক্বাদ্বী আয়াদ্ব-এর বক্তব্য নকল করে বলেন-

وَ مِنَ الْمُسْتَحِيْلِ أَنْ تَكُوْنَ ذَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى نُوْرًا اِذَ النُّوْرُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَجْسَامِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى يُحِلُّ عَنْ ذٰلِكَ، هٰذَا مَذْهَبُ جَمِيْعِ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহর যাত বা সত্ত্বা শরীর বিশিষ্ট নূর হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা শরীর থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এটাই মুসলিম মিল্লাতের সকল ইমামগণের অভিমত।[১]

**এখন,** আল্লাহ্ তা'আলা নূর হওয়ার অর্থ কি বা তিনি কেমন নূর? এ ব্যাপারে আল্লামা আলূসী বাগদাদী ইমাম গায্যালীসহ একদল উলামায়ে কিরামের বক্তব্য বর্ণনা করেন যে-

اِنَّ إِطْلاَقَ النُّوْرِ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى بِالْمَعْنَى اللُّغُوِيِّ وَ الْحُكْمِيِّ السَّابِقِ غَيْرُ صَحِيْحٍ لِكَمَالِ تَنَزُّهِهٖ جَلَّ وَ عَلاَ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَ الْكَيْفِيَّةِ وَلَوَازِمُهَا . وَإِطْلاَقُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُوْرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ بِذَاتِهٖ وَالْمُظْهِرُ لِغَيْرِهٖ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আভিধানিক অর্থে বা পূর্বে বর্ণিত হুকুম অনুযায়ী আল্লাহ্ নূর হওয়াটা বিশুদ্ধ নয়। তা এ জন্য যে, তিনি শরীর, কাইফিয়াত (হাল-অবস্থা) এবং যা এ দু'টোকে আবশ্যক করে তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর উল্লেখিত পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা 'নূর' যে তিনি স্বয়ং সত্ত্বাগতভাবে প্রকাশ এবং অন্যকেও প্রকাশকারী।[২]

(১) ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিমঃ ৩/১২
(২) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনীঃ ৬/১৬৩

আ'লা হযরত কিবলা বলেন- "মুহাক্কিকগণের নিকট নূরের সংজ্ঞা হল- যা স্বয়ং নিজে প্রকাশ এবং অন্যকে প্রকাশকারী। যেমনটি ইমাম গায্যালী এবং ইমাম যারকানী শারহুল মাওয়াহিবে বলেন।

بایں معنی اللہ عزوجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقۃ وہی نور ہے اور آیۃ کریمہ اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بلاتکلف وبلاتاویل اپنے معنی حقیقی پر ہے فَاِنَّ اللّٰہَ عَزَّ وَجَلَّ ھُوَ الظَّاھِرُ بِنَفْسِہِ الْمُظْھِرُ لِغَیْرِہٖ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِیْھِنَّ وَسَائِرِ الْمَخْلُوْقَاتِ

অর্থাৎ, এ অর্থেই আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা 'নূরে হাক্বীক্বী'। বরং প্রকৃতপক্ষে বা হাক্বীক্বাতান্ তিনিই 'নূর'। আর এ 'আল্লাহ্ আসমান ও জমীনের নূর' আয়াতে কারীমাটি কোন প্রকার কাঠিন্যতা ও জটিল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া স্বীয় হাক্বীক্বী অর্থেই প্রযোজ্য। কেননা নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সত্ত্বাগতভাবে যাহির এবং আসমান-জমীনসহ এতে যা কিছু আছে এবং সমস্ত সৃষ্টির জন্য মুযহির বা প্রকাশকারী।"[১]

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আরো বলা হয়েছে যে-

وَقِیْلَ نُوْرٌ بِمَعْنٰی مُنَوِّرٍ وَرُوِیَ ذٰلِکَ عَنِ الْحَسَنِ وَاَبِی الْعَالِیَۃِ وَالضَّحَّاکِ وَعَلَیْہِ جَمَاعَۃٌ عَنِ الْمُفَسِّرِیْنَ

অর্থাৎ, আরো বর্ণিত রয়েছে যে, 'নূর' অর্থ হচ্ছে অন্যকে আলোকিতকারী (منور)। তা হাসান, আবু আলিয়া, দ্বাহ্হাক এবং একদল মুফাস্সিরগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।[২]

উল্লেখিত সকল বর্ণনার আলোকে বুঝা গেল যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নূর বরং নূরে হাক্বীক্বী। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকল নূর হল নূরে মাজাযী তথা অন্যান্য সকল নূর আল্লাহ্ প্রদত্ত, তা আল্লাহর সৃষ্টি-মাখলুক। আল্লাহর নূর উপমাযোগ্য নয়।

ইমামু আহ্লিস্ সুন্নাত সায়্যিদুনা আবুল হাসান আশ'আরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

اِنَّہٗ تَعَالٰی نُوْرٌ لَیْسَ کَالْاَنْوَارِ وَالرُّوْحُ النَّبَوِیَّۃُ الْقُدْسِیَّۃُ لُمْعَۃٌ مِّنْ نُّوْرِہٖ

(১) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

(২) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী: ৬/১৬৩

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নূর, তবে অন্যান্য নূরের মত নন। আর নবী পাকের পবিত্র রূহ এ নূরেরই জ্যোতি।[১]

## দয়াল নবীজী নূর

## সৃষ্টির সর্বপ্রথম নূর নবীজীর নূরানী অস্তিত্ব

অনাদী-অনন্ত মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন, তখন সৃষ্টি বলতে কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ নিজেকে পরিচয়ের জন্য সর্বপ্রথম যে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তা হল- নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই আল্লাহ্ পাকের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। তখন অন্যান্য সৃষ্টি বলতে কিছুই ছিল না; না ছিল আরশ, কুরসি, লওহ, কলম, আর না জান্নাত-জাহান্নাম, যমীন-আসমান, আর না ছিল উদ্ভিদ-প্রাণী বা জ্বিন-ইনসান। এ ব্যাপারে নিম্নে প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হল।

### ★পবিত্র কুরআন কারীম হতে দলীল:

১. মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

**وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا**

অর্থাৎ, আর হে মাহবুব! স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি; আর আপনার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা এবং মরিয়াম পূত্র ঈসার নিকট থেকেও এবং আমি তাঁদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।[২]

এ আয়াত কারীমার তাফসীর স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বলেছেন যে-

**عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ قَالَ كُنْتُ اَوَّلُ النَّبِيّٖنَ فِى الْخَلْقِ وَ اٰخِرُهُمْ فِى الْبَعْثِ**

(১) ক. ইমাম ফাসী, মাতালিউল মাসরাত: ২১
খ. ইউসূফ নাবহানী, যাওয়াহিরুল বিহার: ২/২২০
গ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
(২) সূরা আহযাব: ৭

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর উপরোক্ত বাণীর মর্মে ফরমান যে, "আমি সৃষ্টির দিক থেকে সকল নবীগণের প্রথম এবং প্রেরণের দিক থেকে সকলের শেষ।"[১]

২. মহান আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান-

لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ, তাঁর (আল্লাহর) কোন শরীক নেই; আমার প্রতি এটাই হুকুম হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম মুসলিম।[২]

উল্লেখিত এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী বলেন-

وَقِيْلَ هٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى قَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

অর্থাৎ, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা রাসূল পাকের ঐ বাণীর দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নবীজী ফরমান- সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।[৩]

তাফসীরে নিশাপুরীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে-

وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْن عِنْدَ الْاِيْجَادِ لِاَمْرِ كُنْ كَمَا قَالَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

অর্থাৎ, আর আমি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করার সময় আল্লাহর আদেশ 'কুন' (হয়ে যাও) কে সর্বপ্রথমে মেনে নিয়েছি। যেমন, নবীজী ইরশাদ করেন- "সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।"[৪]

৩. অনুরূপ পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

---

(১) ক. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরা: ১/৫
খ. ইমাম বাগাভী, মা'আলিমুত্ তানযীল: ২/৬১১
গ. ইবনু কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৬/৩৮২
ঘ. আবু নু'আইম আসবাহানী, দালায়েলুন নবুয়্যাত: ১/৪২
ঙ. আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী: ১২/১৫৪
(২) সূরা আন'আম: ১৬৪
(৩) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী: ৫/৯৪
(৪) আল্লামা নিযামুদ্দীন, তাফসীরে নিশাপুরী: ৮/৫৫

অর্থাৎ, আর আমাকে বলা হয়েছে যে, আমিই সর্ব প্রথম স্বীকৃতিদাতা।[১]

৪. অন্য আয়াতে এসেছে-

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ . فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ

অর্থাৎ, হে হাবীব! বলুন, যদি দয়াময় আল্লাহর সন্তান হত। আর আমিই সর্বপ্রথম ইবাদাতকারী।[২]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী ইমাম জাফর সাদিক থেকে বর্ণনা করেন যে-

قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ

অর্থাৎ, ইমাম জাফর সাদিক বলেন- সবকিছুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাক নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি করেছেন।[৩]

৫. সূরা মায়িদার ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী বলেন-

سَمَّى الرَّسُوْلَ نُوْرًا لِاَنَّ اَوَّلَ شَىْءٍ اَظْهَرَهٗ بِالْحَقِّ بِنُوْرِ قُدْرَتِهٖ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ كَانَ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ: اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ ... يَقُوْلُ اَنَا مِنَ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّىْ وَ قَالَ تَعَالٰى: قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল পাকের নাম রেখেছেন নূর। কেননা সর্বপ্রথম অনস্তিত্ব থেকে তাঁর কুদরতের নূর দ্বারা যা প্রকাশ করেছেন তা হলো- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূর। যেমন নবীজী ইরশাদ করেন- সর্বপ্রথম আল্লাহ্ আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। নবীজী আরো বলেন- আমি আল্লাহ্ হতে আর সকল মুমিন আমার থেকে। আল্লাহ্ পাকও ফরমান- "নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্ হতে নূর এসেছে।"

(১) সূরা যুমার: ১২

(২) সূরা যুখরুফ: ৮১
আল্লামা হাক্কী, রূহুল বায়ান: ৮/৩৯৬
আল্লামা হাক্কী, রূহুল বায়ান: ২/৩৭৬

## ★পবিত্র হাদীস শরীফ হতে দলীল:

১. মারফূ'-মুত্তাসিল সূত্রে হুযুর পাকের একনিষ্ঠ খাদেম ও মদীনার ৬ষ্ঠ সাহাবী হযরত জাবের ইবনু আবদিল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى؟ فَقَالَ: هُوَ نُوْرُ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ ثُمَّ خَلَقَ فِيْهِ كُلَّ خَيْرٍ وَّ خَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ

অর্থাৎ, ইমাম আব্দুর রায্যাক মা'মার থেকে, তিনি ইবনু মুনকাদির থেকে, তিনি হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট আরয করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন? অতঃপর নবীজী ইরশাদ করলেন- "হে জাবির! তা তোমার নবীর নূর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা-এর মধ্যে সকল কল্যাণকর জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর অন্যান্য সকল সৃষ্টি।"[১]

২. প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও হাদীসের মানদন্ড যাচাইয়ে অত্যধিক বিজ্ঞ আল্লামা ইবনু জাওযী বিশিষ্ট তাবেয়ী কা'ব আহ্বার থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى خَلَقَ الْمَخْلُوْقَاتِ وَخَفِضَ الْاَرْضِيْنَ وَرَفَعَ السَّمٰوَاتِ قَبَضَ قَبْضَةً مِّنْ نُّوْرِهٖ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى وَقَالَ لَهَا كُوْنِىْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَتْ تِلْكَ الْقَبْضَةُ عَمُوْدًا مِّنْ نُّوْرٍ فَسَجَدَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَجَلِ هٰذَا خَلَقْتُ وَسَمَّيْتُكَ مُحَمَّدًا فَبِكَ أَبْدَأُ الْمَخْلُوْقَاتِ وَبِكَ أَخْتِمُ الرُّسُلَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন এবং জমিনকে নিচে ও আসমানকে উপরস্থ করতে, (তখন) তিনি স্বীয় নূর হতে মুষ্ঠি নূর নিলেন এবং এর উদ্দেশ্যে বললেন (অর্থাৎ স্বীয় নূরকে সম্বোধন করলেন),

(১) ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল মুসান্নাফ, আল জুযউল মাফকুদ: ১/৬৩

"তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়ে যাও। অতঃপর ঐ নূরের বিচ্ছুরণ এক নূরানী সত্ত্বায় সৃষ্টি হয়ে সিজদায় পতিত হয়ে গেলেন। অনন্তর সিজদা হতে তাঁর মাথা মুবারক উত্তোলন করতঃ বললেন- "আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য)"। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেন- "এজন্যই তো আপনাকে সৃষ্টি করেছি এবং নাম রেখেছি মুহাম্মদ (সর্বাধিক প্রশংসিত)। আপনার মাধ্যমে সৃষ্টিরাজীর সূচনা করব এবং আপনার দ্বারাই রিসালাতের সমাপ্তি ঘটাবো।" [১]

৩. ইমাম বায়হাক্বী এবং ইবনু আসাকির বর্ণনা করেন-

وَاَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَ اِبْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ اَرَاهُ بُنَيَّهُ فَجَعَلَ يَرٰى فَضَائِلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ فَرَأٰى نُوْرًا سَاطِعًا فِىْ أَسْفَلِهِمْ فَقَالَ يَا رَبُّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْنُكَ اَحْمَدُ وَهُوَ اَوَّلُ وَهُوَ اٰخِرُ وَهُوَ اَوَّلُ شَافِعٍ

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন- যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁকে তাঁর সন্তানাদীকে দেখালেন, অতঃপর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তাদের একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অবলোকন করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁর বংশধরদের মধ্যে একটি চমকদার নূর দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হে রব! এটি কে? আল্লাহ্ বললেন- এ তোমার আওলাদ 'আহমাদ'। তিনি (সৃষ্টির দিক থেকে) সর্বপ্রথম এবং (প্রেরণের দিক থেকে) শেষ। তিনিই সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী।[২]

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

---

(১) ক. ইমাম ইবনু জাওযী, আল-মাওলিদুল আরুসঃ ১৬
খ. ইমাম আব্দুর রহমান ছাফুরী, নুজহাতুল মাজালিসঃ ১/২৫২, ইবনু আব্বাস হতে

(২) ক. ইমাম বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুয়াতঃ ৫/৪৮৩
খ. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরাঃ ১/৭০
গ. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহঃ ১/৪৯
ঘ. মুত্তাক্বী হিন্দী, কানযুল উম্মালঃ ১১/৪৩৭
ঙ. দিয়ার বকরী, তারীখুল খামীসঃ ১/৪৫

كُنْتُ اَوَّلُ النَّبِيِّيْنَ فِى الْخَلْقِ وَ اٰخِرُهُمْ فِى الْبَعْثِ

অর্থাৎ, আমি হলাম সৃষ্টিতে নবীদের সর্বপ্রথম এবং প্রেরণের দিক থেকে সর্বশেষ।[১]

৫. ইবনু জাওযী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী ইরশাদ করেন-

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ وَ مِنْ نُوْرِىْ خَلَقَ جَمِيْعَ الْكَائِنَاتِ

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন, আর আমার নূর থেকেই কুল কায়েনাতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।[২]

## ★উলামায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে ইযামের উক্তি হতে দলীল:

১. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী আলাইহি রাহমাতুল বারী বলেন-

اِنَّ اَوَّلَهَا النُّوْرُ الَّذِىْ خَلَقَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম সৃষ্টি সেই নূর, যা দ্বারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩]

২. ইমাম দিয়ার বকরী বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبْلَ خَلَقِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَسَائِرِ الْمَخْلُوْقَاتِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসমান-জমীন, আরশ-কুরসী, লওহ-কলম, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা, জিন-ইনসান এমনকি সকল সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন।[৪]

---

(১) ক. ইমাম দায়লামী, আল ফিরদাউস: ৩/২৮২
খ. ইমাম ইবনু আদী, আল-কামিল: ৩/৩৭৩
গ. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরা: ১/৫
ঘ. ইবনু কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৩/৪৭০
ঙ. ইমাম বাগাভী, মা'আলিমুত্ তানযীল: ৩/৫০৮

(২) ইবনু জাওযী, বয়ানুল মিলাদুন্নবী: ২২

(৩) মুল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ: ১/২৪১

(৪) দিয়ার বকরী, তারীখুল খামীস: ১/১৯

৩. শায়খ মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী ফরমান-

اما اول وی صلی اللہ علیہ وسلم اولیت درایجاد کہ اول ما خلق اللہ نوری اولیت در نبوت کہ کنت اویست نبیا و ادم منجدل فی طینۃ و اول درعالم درروز میثاق اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلیٰ وَ اَوَّلُ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَبِذَالِکَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম। নবীজী ইরশাদ করেন- "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।" তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সর্বপ্রথম। যেমন, তিনি ফরমান- "আমি নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস্ সালাম মাটির খামিরায় ছিলেন।" তিনি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন আল্লাহর বাণী- 'আমি কি তোমাদের রব নই'-এর বেলায় সর্বপ্রথম 'হ্যাঁ' বলে সম্মানিত উত্তরদাতা। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী। যেমন, ইরশাদ হয়েছে- "আমিই প্রথম মুসলিম"।

৪. ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী বলেন-

اَنْتَ الْجَوْهَرَۃُ الْیَتِیْمَۃُ الَّتِیْ دَارَتْ عَلَیْھَا اَصْنَافُ الْمَلْوُنَاتِ اَنْتَ الْاَوَّلُ النِّظَامُ وَالْاٰخِرُ فِی الْخِتَامِ وَالْبَاطِنُ بِالْاِسْرَارِ وَالظَّاھِرُ بِالْاَنْوَارِ

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি সেই দূর্লভ মহামনি, যার উপর নির্ভরশীল সকল সৃষ্টিরাজী। আপনি সকল সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ, বিকাশের শেষ। তত্ত্বের দিক থেকে বাতিন ও নূর হওয়ার দিক থেকে যাহির বা প্রকাশ।

৫. আল্লামা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী-এর সম্মানিত পিতা আল্লামা শাহ্ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন-

ازعرش تا بفرش و ملائکہ علوی و جنس سفلی ہمہ ناشی ازاں حقیقۃ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم است وقول رسول مقبول اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰہُ نُوْرِیْ وَخَلَقَ اللّٰہُ مِنْ نُّوْرِیْ وَقَوْلُ اللّٰہِ تَعَالٰی لَوْلَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ وَقَوْلُہٗ لَوْلَاکَ لَمَا اَظْھَرْتُ رَبُوْبِیَّتِیْ

(১) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, মাদারেজুন নবুয়াত: ১/৬

(২) ইমাম শা'রানী, তবকাতুল কুবরা: ২/৬২

অর্থাৎ, আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত ঊর্ধ্ব জগতের সকল নূরী ফেরেশতা, নিম্নজগতের সকল সৃষ্টি হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীয়া থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর থেকেই সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় মাহবুবকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন- (হে মাহবুব!) আপনি না হলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না এবং আপনি না হলে আমি আমার রবুবিয়্যাত প্রকাশ করতাম না।[১]

## আপত্তি খন্ডন: কলম-আরশ প্রভৃতি প্রথম সৃষ্টি না কি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম?

উপরে কুরআন, হাদীস ও উলামায়ে কিরামের উক্তির আলোকে দলীল ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নিঃসন্দেহে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূর মুবারকই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি। কিন্তু কিছু কিছু স্বতন্ত্র রেওয়ায়াতে এসেছে যে, সর্বপ্রথম সৃষ্টি কলম। আবার কোন বর্ণনায় এসেছে- সর্বপ্রথম সৃষ্টি আক্বল, অন্য বর্ণনায় এসেছে- আরশ। কোন বর্ণনায় সর্বপ্রথম সৃষ্টি পানি বলেও উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং এগুলো প্রথম হওয়ার অর্থ কি হবে? এর সমাধানে ইমামগণ থেকে মোটামোটি প্রসিদ্ধ দু'টি মত উল্লেখ রয়েছে।

✓**প্রথম অভিমত:** সবকিছুর পূর্বে মূলতঃ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর বাকীগুলো আনুপাতিক হারে একটির পূর্বে অন্যটি সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-

➢আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরক্বাত-এর ঈমান অধ্যায়ের বাবুল ঈমান বিল ক্বদর-এ বলেন-

فَالْأَوَّلِيَّةُ إِضَافِيَّةٌ وَالْأَوَّلُ الْحَقِيْقِيُّ هُوَ النُّوْرُ الْمُحَمَّدِيُّ عَلٰى مَا بَيَّنْتُهُ فِي الْمَوْرِدِ لِلْمَوْلِدِ

অর্থাৎ, অতএব প্রথম হওয়ার বিষয়টি হল আনুপাতিক ভাবে। আর প্রকৃতপক্ষে প্রথম হল নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যা আমি 'আল-মাওরিদ লিল মাওলিদ' কিতাবে বর্ণনা করেছি।[২]

(১) আব্দুর রহীম দেহলভী, আনফাসে রহীমিয়া: ১৩

(২) মুল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত: ১/২৬৯

এরপরের পৃষ্ঠায় তিনি আরো বলেন যে-

وَ رُوِیَ اَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ وَاَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِیْ وَاَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوْحِیْ وَاَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَرْشَ وَالْاَوَّلِیَّةُ مِنَ الْاُمُوْرِ الْاِضَافِیَّةِ فَیُؤَوَّلُ اَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِّمَّا ذُکِرَ خُلِقَ قَبْلَ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهٖ فَالْقَلَمُ خُلِقَ قَبْلَ جِنْسِ الْاَقْلَامِ وَنُوْرُهٗ قَبْلَ الْاَنْوَارِ

অর্থাৎ, আর যেসব বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ্ প্রথমে আক্বল সৃষ্টি করেছেন, অন্য বর্ণনায় এসেছে- আল্লাহ্ প্রথমে আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন, অন্য বর্ণনায়- আল্লাহ্ প্রথমে আমার রূহ্কে সৃষ্টি করেছেন। অপর বর্ণনায়- আল্লাহ্ প্রথমে আরশ সৃষ্টি করেছেন। এ ধরনের সকল বর্ণনায় প্রথমে শব্দটি দ্বারা আনুপাতিক প্রথম বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর ব্যাখ্যা এভাবে হবে যে, উল্লেখিত প্রতিটি বস্তু সে জাতীয় সব বস্তুর মধ্যে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। যেমন, সব কলমের মধ্যে উল্লেখিত (তাক্বদীর লিখনের) কলমটি সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয়েছে। অনুরূপ সৃষ্টিকুলের সকল নূরের পূর্বে হুযুর পাকের নূরকে সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

➢আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিন হাসান দিয়ার বকরী বলেন-

وَ اَهْلُ الْحَقِیْقَةِ عَلٰی اَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِیْثِ شَیْءٌ وَّاحِدٌ لٰکِنَّ بِاِعْتِبَارِ نَسَبِهٖ وَحَیْثِیَّاتِهٖ تَعَدَّدَتِ الْعِبَارَاتِ

অর্থাৎ, মুহাক্কিক আলিমগণের অভিমত হল, সর্ব প্রথমে সৃষ্টির ব্যাপারে যে সকল হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে, এ সকল হাদীস দ্বারা একটিকে অপরটির দিকে আনুপাতিক সম্পর্ক করা হয়েছে।[২]

✓**দ্বিতীয় অভিমত:** আক্বল, কলম বা নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই, এগুলো একই সত্তার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। অর্থাৎ কলম বা আক্বল প্রভৃতি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরই অপর নাম। যেমন-

➢ আল্লামা সায়্যিদ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ আল জুরজানী বলেন-

(১) মুল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত: ১/২৭০

(২) দিয়ার বকরী, তারীখুল খামীস: ১/২৫

قَالَ بَعْضُهُمْ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُ (اَوَّلُ مَا خَلَقَ الْعَقْلَ) وَ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ الْاٰخِرَيْنِ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ وَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ . اِنَّ الْمَعْلُوْمَ الْاَوَّلَ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُجَرَّدٌ يَّعْقِلُ ذَاتَهُ وَمُبْدَأُهُ يُسَمَّى عَقْلًا . وَ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ وَاسِطَةٌ فِىْ صُدُوْرِ سَائِرِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَ نُفُوْسِ الْعِلْمِ يُسَمّٰى قَلَمًا وَّ مِنْ حَيْثُ تَوَسَّطَهُ فِىْ اِفَاضَةِ اَنْوَارِ النَّبُوَّةِ كَانَ نُوْرًا لِسَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ, কেউ বলেন, হাদীস পাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হিসেবে আক্বল, কলম এবং আমার নূর তিনটি বস্তুর উল্লেখ দ্বারা মূলতঃ নবী পাক-এর নূর মুবারককেই বুঝানো হয়েছে। সর্বাগ্রে নিরেট ও নির্ভেজাল অস্তিত্বময় একমাত্র তাঁরই সত্ত্বা। তাই তাঁকে আক্বল নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রাপ্তির তিনিই মাধ্যম। আর তাঁকে কলম বলা হয় এ জন্য যে, আনোয়ারে নবুয়্যতের তিনিই ফয়য বিতরণের একমাত্র সোপান; তাই তিনি নূর হিসেবে আখ্যায়িত।[১]

➢ অনুরূপ আরিফ বিল্লাহ্ ইমাম আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী বলেন-

اِنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ لِاَنَّ حَقِيْقَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارَةً يُّعَبَّرُ عَنْهَا بِالْعَقْلِ الْاَوَّلُ وَتَارَةً بِالنُّوْرِ

অর্থাৎ, নূর কিংবা আক্বল-এর অর্থ একই। কেননা হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীকে কখনো প্রথমতঃ আক্বল বলা হয় আবার কখনো নূর।[২]

➢ অনুরূপ বড় পীর শায়খ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী স্বীয় গ্রন্থে লিখেন-

اِعْلَمْ وَفَّقَكَ اللّٰهُ لَمَّا يُحِبُّ وَرَضِىَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى رُوْحُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلاً مِّنْ نُّوْرِ جَمَالِهٖ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقْتُ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مِّنْ نُّوْرِ وَجْهِىْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوْحِىْ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ فَالْمُرَادُ مِنْهَا شَىْءٌ وَّاحِدٌ وَّهُوَ الْحَقِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ

(১) ইমাম সায়্যিদ জুরজানী, শারহুল মাওয়াকেফ: ৭/২৫৪

(২) ক. ইমাম শা'রানী, আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির: ২/২০
খ. ইউসূফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার: ২/৪৭

অর্থাৎ, শোন হে মুরিদ! মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি তোমার নসীব হউক। জেনে রেখো, মহান আল্লাহ স্বীয় নূরের সৌন্দর্যের নূর থেকে প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূহ মোবারক সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন-"আমি আমার নূরী স্বত্তা হতে মুহাম্মদী রূহকে সৃষ্টি করেছি। অনুরূপ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার রূহকে সৃষ্টি করেছেন। (অন্য বর্ণনায়) মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নুরকে সৃষ্টি করেছেন। (অন্য বর্ণনায়) মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। (অন্য বর্ণনায়) মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম আকলকে সৃষ্টি করেছেন।" এ সমস্ত বস্তুসমূহ মূলতঃ একটিই, আর তা হচ্ছে– হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী বা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী স্বত্তা।[১]

## যাতী নূর ও সিফাতী নূর

☑ আল্লাহর যাত বলতে স্বয়ং আল্লাহকে বুঝায়। আর আল্লাহর যাতকে নির্দেশকারী তাঁর ইসমে যাত বা সত্ত্বাগত নাম হল 'আল্লাহ'।

☑ এছাড়া আল্লাহর অসংখ্য সিফাত বা গুণাবলী রয়েছে এবং সিফাত সমূহের নির্দেশকারী অনেক নামও রয়েছে। যেমন- খালেক (স্রষ্টা), মালিক, রায্যাক (রিযকদাতা), রাহীম (দয়াবান) ইত্যাদি।

☑ 'আল্লাহ' নামটি ছাড়া আর বাকী সবগুলো নামই তাঁর সিফাতী বা গুণগত নাম। আহ্লে সুন্নাতের ইমামগণের আক্বীদা এই যে, আল্লাহর সিফাতসমূহ আল্লাহর মূল যাত নয়। তাঁর সিফাতসমূহের মধ্যে ৮টি বিশেষ সিফাত রয়েছে। যেগুলোকে যাতী সিফাত বা সিফাতে যাতী (সত্ত্বাগত গুণ) বলা হয়। এগুলো হলো- হায়াত, ইল্‌ম, কুদ্‌রত, ইরাদাহ (ইচ্ছা), শ্রবণ, দর্শন, কালাম (বাণী), তাকভীন (সৃষ্টি করা)। হাদিক্বায়ে নাদিয়্যার মধ্যে রয়েছে-

اِعْلَمْ اَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِىْ هِىَ لاَعَيْنَ الذَّاتِ وَ لاَغَيْرُهَا اِنَّمَا هِىَ الصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে এ সমস্ত সিফাত- যেগুলো আল্লাহর মূলও নয় এবং পৃথকও নয়; এগুলো হলো যাতী সিফাত।[২]

---

(১) সিররুল আসরার, পৃষ্ঠা-৫, প্রকাশ লাহোর।

(২) ক. ইমাম আব্দুল গনী নাবলুসী, আল-হাদীকাতুন নাদিয়্যাহ: ১/২৫৪
খ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

☑ মানতিক শাস্ত্রের কিতাব 'ইছাগুজি'র মধ্যে যাতীকে আরেযীর বিপরীতে নেয়া হয়েছে (অর্থাৎ, যাত বা সত্ত্বার বিপরীত হল আরয বা মুখাপেক্ষী)। এ অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা নূরে যাতীও নয় এবং নূরে আরেযীও নয়, বরং উভয়টি হতেই পবিত্র। সাধারণ পরিভাষায় যাতী (সত্ত্বাগত) শব্দটি সিফাতী (গুণগত) ও আসমাঈ (নামগত)-এর বিপরীতে ব্যবহার হয়। এখানে এটিই উদ্দেশ্য। এ অর্থে আল্লাহর জন্য যাতী নূর, সিফাতী নূর, আসমায়ী নূর সবই রয়েছে এবং আল্লাহর যাত, সিফাত এবং নাম সমূহের তাজাল্লীও রয়েছে।[১]

☑ সুতরাং এখানে যাতী নূর বলতে, আইনে যাত কিংবা মূলের অংশ উদ্দেশ্য নয়।[২]

## ★ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাতী নূর থেকে, না কি সিফাতী নূর থেকে?

❍ আ'লা হযরত শাহ্ ইমাম আহ্মাদ রেযা খান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ اللہ عزوجل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে হুযুর পুর নূর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা-এর যাতী নূর হতে সৃষ্টি হয়েছেন। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُّوْرِهٖ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবীর নূর স্বীয় নূর হতে সৃষ্টি করেছেন।

হাদীসটি ইমাম আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা ইমাম বায়হাক্বী থেকেও রয়েছে।

উক্ত হাদীসখানার মধ্যে 'তাঁর নূর' হতে বলা হয়েছে। যেটির যমীর আল্লাহর দিকেই ধাবিত। আর আল্লাহ্ শব্দটি ইসমে যাত বা আল্লাহর যাতী নাম। এখানে- مِنْ نُّوْرِ جَمَالِهٖ (নূরে জামাল থেকে) অথবা مِنْ نُّوْرِ عِلْمِهٖ (ইল্মের নূর থেকে) অথবা مِنْ نُّوْرِ رَحْمَتِهٖ (রহমতের নূর থেকে) ইত্যাদি বলা হয়নি যে, নবীকে সিফাতী নূর হতে সৃষ্ট বলা যেতে পারে।[৩]

(১) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
(২) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
(৩) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

❍ আল্লামা ইমাম যারকানী উপরোক্ত এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

(مِنْ نُّوْرِهٖ) اَیْ مِنْ نُّوْرٍ هُوَ ذَاتُهٗ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী পাককে ঐ নূর হতেই সৃষ্টি করেছেন, যা عین ذات الٰہی (আল্লাহর প্রকৃত যাত)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় যাত থেকে কোন মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।[১]

❍ ইমাম কাসতালানী আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যায় বলেন-

لَمَّا تَعَلَّقَتْ اِرَادَةُ الْحَقِّ تَعَالٰی بِاِیْجَادِ خَلْقِهٖ اَبْرَزَ الْحَقِیْقَةَ الْمُحَمَّدِیَّةَ مِنَ الْاَنْوَارِ الصَّمَدِیَّةِ فِی الْحَضْرَةِ الْاَحَدِیَّةِ ثُمَّ سَلَخَ مِنْهَا الْعَوَالِمَ کُلَّهَا عُلْوَّهَا وَسُفْلَهَا

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মাখলুকাত সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, সামাদী (আল্লাহর গুণবাচক নাম সামাদ) নূর হতে আহাদিয়্যাতের (একত্ববাদের) একান্ত সান্নিধ্যে হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহির করেছেন। অতঃপর এর দ্বারা সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন।[২]

এ ইবারতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যারকানী বলেন-

وَالْحَضْرَةُ الْاَحَدِیَّةُ هِیَ اَوَّلُ تَعَیُّنَاتِ الذَّاتِ وَاَوَّلُ رُتْبِهَا الَّذِیْ لَااِعْتِبَارَ فِیْهِ لِغَیْرِ الذَّاتِ کَمَا هُوَ الْمُشَارُ اِلَیْهِ بِقَوْلِهٖ صَلَّی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ اللّٰهُ وَلَا شَیْءٌ مَّعَهٗ ذَکَرَهُ الْکَاشِیُّ

অর্থাৎ, আহাদিয়্যাতের মর্যাদা আল্লাহর যাতের প্রথম মর্যাদা। যেখানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন যাতের অস্তিত্ব নেই। যেদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহ্ ছিলেন তাঁর সাথে আর কোন কিছুই ছিল না। আল্লামা কাশী তা বর্ণনা করেছেন।[৩]

---

(১) ক. ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ১/৮৯
খ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
(২) ক. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া: ১/৫৫
খ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
(৩) ক. ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ১/২৭
খ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

❍ শায়খ মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী ফরমান-

*انبیاء مخلوق اند از اسمائے ذاتیہ حق و اولیاء از اسمائے صفاتیہ و بقیہ کائنات از صفات فعلیہ و سید رسل مخلوق است از ذات حق و ظہور حق دروے بالذات است*

অর্থাৎ, নবীগণ আল্লাহর আসমায়ে যাতী বা সত্ত্বাগত নাম হতে পয়দা হয়েছেন, আওলিয়াগণ আসমায়ে সিফাতিয়া (গুণবাচক নাম) হতে। বাকী অন্যান্য সকল সৃষ্টি সিফাতে ফে'লিয়া (কর্মগত নাম) থেকে। আর সায়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আল্লাহর যাত' থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। আর আল্লাহর প্রকাশ সত্ত্বাগত।[১]

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের আলোকে প্রমাণিত হল যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিঃসন্দেহে আল্লাহর 'যাতী নূর' থেকেই সৃষ্টি।

## ★ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর যাতী নূর হতে সৃষ্টি হওয়ার অর্থঃ

**❖ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর যাতী নূর থেকে সৃষ্টি হওয়ার অর্থ এ নয় যে- নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর যাতের অংশ বা নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উৎপত্তিস্থল আল্লাহ। যেমনটি আদম আলাইহিস্ সালাম-এর উৎপত্তিস্থল মাটি।** যেমন-

১. ইমাম যারকানী বলেন-

لَا بِمَعْنٰى اَنَّهَا مَادَّةٌ خُلِقَ نُوْرُهٗ مِنْهَا

অর্থাৎ, আল্লাহর যাতী নূর থেকে সৃষ্টি এ কথার দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ্ তাঁর মূল, যা হতে তাঁর নূর পয়দা হয়েছে।[২]

২. আ'লা হযরত কিবলা বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে এভাবে বলেছেন যে-

---

(১) ক. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, মাদারেজুন নবুওয়াত: ২/৬০৯
খ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
(২) ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ১/৮৯

ہاں عین ذات الٰہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الٰہی ذات رسالت کے لئے مادۃ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہوا یا عیاذ باللہ ذات الٰہی کا کوئی حصہ یا کل ذات بنی ہو گیا اللہ عزوجل حصے اور ٹکرے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی میں حلول فرمانے سے پاک ومنزہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی شیٔ کو جزء ذات الٰہی خواہ کسی مخلوق کو عین ونفس ذات الٰہی ماننا کفر ہے

অর্থাৎ, আইনে যাতে এলাহী বা আল্লাহর প্রকৃত যাত থেকে সৃষ্টি হওয়ার অর্থ এ নয় যে, (আল্লাহর পানাহ্!) আল্লাহর যাত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যাত সৃষ্টির জন্য মাদ্দাহ বা উৎপত্তিস্থল; যেমনটি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা (নাউযুবিল্লাহ্!) এর অর্থ এটাও নয় যে, আল্লাহর যাতের কোন অংশ বা আল্লাহর পূর্ণ যাত নবী হয়ে গিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ অংশ, টুকরো এবং কোন কিছুর সাথে একাকার হয়ে যাওয়া অথ বা কোন বস্তুর মধ্যে হুলুল (ভর করা বা একীভূত) হওয়া থেকে পবিত্র। হুযুর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনকি কোন বস্তুকে আল্লাহর যাতের অংশ এমনকি কোন সৃষ্টিকে প্রকৃত যাত ও নফসে যাতে এলাহী মানা বা আক্বীদা রাখা কুফুরী।[১]

**❖ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর যাতী নূর থেকে সৃষ্টির অর্থ হল-**

➢ **প্রথমত,** আল্লাহর যাতের ইরাদা বা ইচ্ছায় কোন মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-

১. ইমাম যারকানী বলেন-

بَلْ بِمَعْنٰى تَعَلَّقَ الْاِرَادَةُ بِهٖ بِلَا وَاسِطَةِ شَیْءٍ فِیْ وُجُوْدِهٖ

অর্থাৎ বরং উদ্দেশ্য এটিই যে, আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর নূর হতে কোন রকম মাধ্যম ছাড়াই বাস্তবায়ন হয়েছে।[২]

(১) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

(২) ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিবঃ ১/৮৯

২. আ'লা হযরত ক্বিবলা বলেন-

اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنی ذات کریم سے پیدا کیا یعنی عین ذات کی تجلی بلا واسطہ ہمارے حضور ہے باقی سب ہمارے حضور کے نور وظہور ہیں

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সত্ত্বাকে স্বীয় যাতে করীম থেকে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ হল, কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত যাতের তাজাল্লী আমাদের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর বাকী সব আমাদের হুযুরের নূরে প্রকাশ।[১]

➢ **দ্বিতীয়ত**, নূরে ক্বাদীম ও নূরে আযালী তথা আল্লাহর যাতের প্রথম তাজাল্লী বা প্রথম প্রকাশ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন, আ'লা হযরত ক্বিবলা এ ব্যাপারে আরো বলেন-

اِنَّهٗ لَمَّا كَانَ النُّوْرُ الْمُحَمَّدِيُّ اَوَّلَ الْاَنْوَارِ الْحَادِثَةِ الَّتِيْ تَجَلّٰى بِهَا النُّوْرُ الْقَدِيْمُ الْاَزَلِيُّ وَهُوَ اَوَّلُ التَّعَيُّنَاتِ لِلْوُجُوْدِ الْمُطْلَقِ الْحَقَّانِيِّ

অর্থাৎ, নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নূরে ক্বাদীম ও নূরে আযালী তথা আল্লাহর যাতের প্রথম তাজাল্লী, কাজেই সৃষ্টি সমূহের মধ্যেও তিনিই হলেন আল্লাহ্ তা'আলার ওজুদ বা অস্তিত্বের প্রথম প্রকাশ।[২]

➢ **তৃতীয়ত**, নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহর যাতী নূরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে বিশেষ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। যেমন, ইমাম যারকানী বলেন-

اِضَافَةٌ تَشْرِيْفٌ وَاِشْعَارٌ بِاَنَّهٗ خَلْقٌ عَجِيْبٌ وَاَنَّ لَهٗ شَانًا مُنَاسِبَةً مَّا اِلَى الْحَضْرَةِ الرَّبُوْبِيَّةِ عَلٰى حَدٍّ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ

অর্থাৎ, এটি সম্মানসূচক সম্বন্ধ। কাজেই এর দ্বারা এটা বুঝিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি জগতের এক আশ্চর্য বস্তু। তাঁর একটি পৃথক মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্ পাকের দরবারে। যেমন, আল্লাহর বাণী- "আদম আলাইহিস্ সালাম-এর দেহ মুবারকে আল্লাহর রূহ্ (روحه) ফুঁকে দিলেন"।[৩]

---

(১) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
(২) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
(৩) ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিবঃ ১/৮৯

এক কথায়, নিঃসন্দেহে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর যাতী নূর হতে সৃষ্টি। তবে আল্লাহর নূরের টুকরা বা অংশ নয় বা আল্লাহর যাত নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উৎপত্তিস্থল নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক মহান সৃষ্টি, যা কোন মাধ্যম ব্যতীতই আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির মূল রহস্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

আ'লা হযরত বলেন- "সৃষ্টির কেউ তো প্রিয় নবীর যাত বা সত্ত্বা সম্পর্কে অবগত নয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَا اَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْرِفْنِىْ حَقِيْقَةً غَيْرُ رَبِّىْ

অর্থাৎ হে আবু বকর! আমার হাক্বীক্বত আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানে না।"[১]

## ★ একটি বিভ্রান্তির অবসান: খালক্বী নূর বনাম যাতী নূর

অধুনা কিছু আলেম একটি বিষয় খুব বিতর্কিতভাবে উপস্থাপন করে থাকে যে, নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর যাতী নূর থেকে সৃষ্টি বললে- আল্লাহর যাতের অংশ বুঝায়, কাজেই তা শিরক (নাউযুবিল্লাহ্)! সুতরাং যাতী নূর হতে সৃষ্টি বলা যাবে না বরং সৃষ্টি নূর (খালক্বী নূর বা তাখলীক্বী নূর) বলতে হবে।

এ ব্যাপারে বক্তব্য হল- বিষয়টি মূলতঃ এমন নয়। আল্লাহর যাতী নূর থেকে সৃষ্টি বলতে যাতের টুকরা বা অংশ বুঝায় না। যা পূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আ'লা হযরত ক্বিবলা তাঁর 'সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা' কিতাবে আরো বিস্তারিতভাবে দলীলসহ আলোচনা করেছেন এবং পূর্বোক্ত আপত্তির খন্ডনও করেছেন।

আল্লাহ্ ছাড়া যত বস্তু (شَىْءٌ) রয়েছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সৃষ্টিই, এতে সন্দেহ নেই; যেহেতু নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাদ্দাহ্ বা উৎপত্তিস্থল আল্লাহর যাত নয়। অনুরূপ ফেরেশতারা যে নূরের সৃষ্টি তাও খালক্বী নূর, অনুরূপ অন্যান্য

(১) ক. ইমাম ফাসী, মাতালিউল মাসরাত: ১২৯
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার: ২/১৫
গ. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, শারহু ফাতহিল গায়ব: ১/৩১০
ঘ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা: ৯

সকল নূরই আল্লাহর সৃষ্টি নূর। এখন অন্যান্য নূর থেকে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষত্ব কি? এ কথার জবাবই হল এটা যে, অন্যান্য সকল নূর আল্লাহর সৃষ্ট বটে, কিন্তু সরাসরি আল্লাহর যাতের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং নবী পাকের মাধ্যম হয়ে সৃষ্ট। কিন্তু নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহর যাতের সাথে সরাসরি কোন মাধ্যম ব্যতীতই সম্পৃক্ত। আর নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর যাতী নূর থেকে সৃষ্টি, কথাটির অর্থও তাই। যা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব, এরপরও যারা বিষয়টিকে বিতর্কিত করে মুসলমানদেরকে কাফির বা মুশরিক ফাতাওয়া দিতে চায়, তা নিম্নোক্ত তিনটি কারণেই হবে যে-

১. হয়তো তারা বিষয়টি গবেষণা করেনি,

২. না হয় বিষয়টিকে বুঝে উঠতে পারেনি,

৩. অন্যথায় তাদের মধ্যে গোড়ামী, অন্যের বিরুদ্ধাচরণ এবং ফিতনাবাজির প্রবল মানসিকতা রয়েছে।

আল্লাহ্ এ ধরনের ফিতনা থেকে আমাদের ঈমানকে হিফাযত করুন।

## নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে স্বয়ং হুযুর পাককেই বুঝানো হয়েছে

মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে বর্ণিত হাদীসে জাবির- نُوْرُ نَبِيِّكَ (সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন)- সম্পর্কে অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে যে, নূর এক জিনিস এবং নবী অন্যজন। আবার অন্য হাদীসে رُوْحُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূহ্), এখানে রূহ্ এক বস্তু আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যজন বুঝায়। কেননা نُوْرُ (নূর) বা রূহ্ হল মুদ্বাফ (সম্বোধিত) এবং নবী হলেন মুদ্বাফ ইলাইহি (যার সাথে সম্বোধন করা হয়েছে)। আর মুদ্বাফ এবং মুদ্বাফ ইলাইহি দুইটি ভিন্ন সত্ত্বা হয়ে থাকে। যেমন قَلَمُ زَيْدٍ (যায়েদের কলম)। এখানে কলম 'মুদ্বাফ' এবং যায়েদ 'মুদ্বাফ ইলাইহি'। আর কলম এক বস্তু এবং যায়েদ অন্য বস্তু। কাজেই বুঝা যায় যে, নূর এক বস্তু এবং নবী অন্য বস্তু।

এর জবাব হল এই যে, এখানের ইদ্বাফত (সম্বোধন) টি হল ইদ্বাফাতে বায়ানিয়্যাহ (বর্ণনামূলক সম্বোধন), যা যাতের মধ্যে ভিন্ন হওয়া আবশ্যক করে না। আর সব সময়ই মুদ্বাফ এবং মুদ্বাফ ইলাইহি ভিন্নও হয় না। যেমন- **نَفْسُهٗ** (স্বীয় সত্ত্বা), **عَيْنُهٗ** (সে নিজে), **ذَاتُهٗ** (তাঁর সত্ত্বা) এবং **وُجُوْدُهٗ** (তাঁর অস্তিত্ব) এ সকল ইদ্বাফতের মধ্যে **مُضَافٌ** (মুদ্বাফ) এবং **مُضَافٌ اِلَيْهِ** (মুদ্বাফ ইলাইহি)-তে ভিন্নতর বুঝায়নি।

অতএব, আ'লা হযরত ফরমান- "হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই 'নূর'। উক্ত হাদীসে **نُوْرُ نَبِيِّكَ** এর ইদ্বাফত (সম্পৃক্ততা)-টিও **مِنْ نُّوْرِهٖ** (আল্লাহর নূর হতে)-এর মতই বায়ানিয়া বা বিশ্লেষণাত্মক। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশের জন্য আরো বলেছেন- **وَ جَعَلَنِىْ نُوْرًا** (হে আল্লাহ! আমাকে নূর করে দাও)। আল্লাহ্ পাক নিজেও নবী পাককে কুরআন মাজীদে 'নূর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। **قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ** (নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নূর এসেছে)।"[১]

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ পাকের সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরই হলেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর সেই নূর আমাদের নিকট মানব রূপে এসেছেন। নিম্নে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর হওয়ার আরো প্রমাণ পেশ করা হল।

## নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর হওয়ার প্রমাণ

দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নূর এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই নূর হতে সৃষ্ট। এ ব্যাপারে পূর্বে যথেষ্ট প্রমানাদী উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে আরো কিছু দলীল উপস্থাপন করা হল।

### ❖পবিত্র কুরআন ও তাফসীর হতে প্রমাণঃ

**☑১ নং আয়াতঃ**

মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

**قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ**

(১) আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব এসেছে।[১]

উল্লেখিত এ আয়াতে 'নূর' দ্বারা হুযুর পাককে বুঝানো হয়েছে। যেমন-

**♦ আয়াত প্রসংগে মুফাস্‌সিরগণের বক্তব্যঃ**

১. রঈসুল মুফাস্‌সিরীন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস তদ্বীয় তাফসীরে ইবনে আব্বাসে অত্র আয়াত প্রসংগে বলেন-

(قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ) رَسُوْلٌ يَّعْنِىْ مُحَمَّدًا (وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ) بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে 'নূর' এসেছে। নূর হল রাসূল পাক তথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হালাল ও হারামকে স্পষ্টকারী কিতাব।[২]

২. ৯ম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুজাদ্দিদ, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন-

(قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ) هُوَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (وَّكِتَابٌ) قُرْاٰنٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এসেছে, আর সে নূর হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কিতাব অর্থাৎ কুরআন মাজীদ।[৩]

৩. বিখ্যাত উসূলবিদ আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী বলেন-

قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ ... اَلنُّوْرُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। আর নূর হলো মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৪]

৪. বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির আল্লামা ইমাম বাগাভী বলেন-

قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ يَعْنِىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অর্থাৎ, আয়াতে নূর বলতে হুযুর পাককে বুঝানো হয়েছে।[৫]

---

(১) সূরা মায়িদা: ১৫
(২) আল্লামা ফিরুযাবাদী, তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইবনি আব্বাস: ১/৯০
(৩) ইমাম সুয়ূতী, তাফসীরে জালালাইন: ১০১
(৪) আল্লামা আবুল বারাকাত নাসাফী, মাদারিকুত্ তান্‌যীল: ১/৪৩৬
(৫) ইমাম বাগাভী, মা'আলিমুত্ তান্‌যীল: ১/২৭৩

৫. আল্লামা ইমাম সায়্যিদ মাহ্মুদ আলূসী বাগদাদী বলেন-

قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ عَظِيْمٌ وَّهُوَ نُوْرُ الْاَنْوَارِ وَالنَّبِىُّ الْمُخْتَارُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَيْهِ ذَهَبَ قَتَادَةُ وَالزَّجَاجُ

অর্থাৎ, আয়াতে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নূরুল আনোয়ার বা সকল নূরের মূল আল্লাহর মনোনীত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বিখ্যাত তাবেয়ী ক্বাতাদাহ্ এবং যুজাজ-এর অভিমতও এটিই।[১]

এছাড়াও প্রায় সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থে আয়াতে নূর দ্বারা হুযুর পাককে বুঝানো হয়েছে বলে আলোচনা করা হয়েছে। যারা বলেন যে, আয়াতে নূর এবং কিতাব দ্বারা একই বস্তু তথা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে তাদের জবাবে বিখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী বলেন-

اِنَّ الْمُرَادَ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدٌ وَّبِالْكِتَابِ الْقُرْاٰنُ

অর্থাৎ, নিশ্চয় নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নবীজী এবং কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন।

এর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন-

اَلنُّوْرُ وَ الْكِتَابُ هُوَ الْقُرْاٰنُ، وَ هٰذَا ضَعِيْفٌ لِّاَنَّ الْعَطْفَ يُوْجِبُ الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوْفِ وَالْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ নূর এবং কিতাব হল কুরআন মাজীদ এ অভিমত দুর্বল। কেননা আতফ (ব্যকরণগত সংযোজন) তার মা'তূফ (সংযোজিত) ও মা'তূফ আলাইহি (যার সাথে সংযোজন করা হয়েছে) এর মধ্যে ভিন্নতা আবশ্যক করে।[২]

কাজেই নূর এবং কিতাব এক জিনিস নয়। বরং তাফসীরে রূহুল মা'আনী-এর ৩য় খন্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায় এসেছে যে, নূর দ্বারা কুরআনকে বুঝায় এ অভিমতটি হল মু'তাযিলা আবূ আলী জুবাইর অভিমত।

**☑ ২ নং আয়াত:**

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

(১) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী: ৩/২৬১

(২) ইমাম রাযী, আত্ তাফসীর আল কাবীর: ১১/৩২৩

অর্থাৎ, আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের 'নূর'। তাঁর নূরের উপমা এমনই যেমন একটা দ্বীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ।[১]

এ আয়াতে مَثَلُ نُوْرِهٖ (আল্লাহর নূরের উপমা বা দৃষ্টান্ত) দ্বারা হুযুর পাককে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার কোনরূপ দৃষ্টান্ত হতে পারে না।

**♦ আয়াত প্রসংগে মুফাস্সিরগণের বক্তব্য:**

১. আল্লামা ইমাম ইবনু জারীর তাবারী বলেন-

عُنِّيَ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অর্থাৎ, এ নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[২]

২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত কা'ব আহ্বার-এর নিকট এ আয়াত প্রসংগে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন-

فَقَالَ كَعْبٌ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ مَثَلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَمِشْكٰوةٍ

অর্থাৎ, আল্লাহর নূরের উপমা-এর অর্থ হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপমা যেন একটি দীপাধার। কেননা নবীজী আল্লাহর নূর।[৩]

৩. সা'ঈদ বিন জুবাইর এ আয়াত প্রসংগে বলেন-

(مَثَلُ نُوْرِهٖ) قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অর্থাৎ আল্লাহর নূর হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৪]

৪. ইমাম বাগাভী বলেন-

وَقَالَ سَعِيْدٌ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكُ: هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, সাঈদ বিন জুবাইর ও ইমাম দ্বাহ্হাক বলেন- নূর হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৫]

---

(১) সূরা নূর: ৩৫
(২) ইবনু জারীর, তাফসীরে তাবারী: ১৯/১৭৯
(৩) ইবনু জারীর, তাফসীরে তাবারী: ১৯/১৭৯
(৪) ইবনু জারীর, তাফসীরে তাবারী: ১৯/১৭৯
(৫) ইমাম বাগাভী, মা'আলিমুত্ তান্যীল: ৬/৪৫

৫. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কা'ব আহবার সাঈদ বিন জুবাইর সুহাইল বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বলেন যে-

اَلْمُرَادُ بِالنُّوْرِ الثَّانِيِّ هُنَا نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى مَثَلُ نُوْرِهٖ اَىْ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, আয়াতে দ্বিতীয় নূর দ্বারা নূরে মুহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই আল্লাহর এ বাণী مَثَلُ نُوْرِهٖ (তাঁর নূরের উপমা)-এর অর্থ হবে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১]

☑ **৩ নং আয়াত:**

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا . وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

অর্থাৎ, হে অদৃশ্যর সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জলকারী সূর্যরূপে (নূরানী প্রদীপরূপে)।[২]

আয়াতে سِرَاجًا مُّنِيْرًا (আলোকদানকারী সূর্য) বলতে হুযুর পাক 'নূর' হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

♦ **আয়াত প্রসংগে মুফাস্সিরীনগণের বক্তব্য:**

১. ইমাম নাছিরুদ্দীন বায়দ্বাভী এ আয়াত প্রসংগে বলেন-

سِرَاجًا مُّنِيْرًا يَسْتَضَاءُ بِهٖ عَنْ ظُلُمَاتِ الْجِهَالَاتِ وَيَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِهٖ اَنْوَارَ الْبَصَائِرِ

অর্থাৎ, সিরাজাম্ মুনিরা-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নবী পাকের মাধ্যমে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে আলোকময় করা হয়েছে এবং হুযুর পাকের নূর হতেই সকল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নদের আলো সংগ্রহ করা হয়।[৩]

(১) ক. ইমাম কাদ্বী আয়াদ্ব, কিতাবুশ্ শিফা: ১/১০
খ. শায়খ আব্দুল হক হাক্কানী, তাফসীরে হাক্কানী: ৫/২৪২
গ. তাফসীরে মুহাম্মদী: ৫/৩০৪
(২) সূরা আহযাব: ৪৫, ৪৬
(৩) ইমাম বায়দ্বাভী, তাফসীরে বায়দ্বাভী: ৫/১৬

২. আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী বলেন-

وَيَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِهٖ اَنْوارَ الْمَهْدِيِّنَ إِلٰى مَنَاهِجِ الرُّشْدِ وَالْهِدَايَةِ

অর্থাৎ, নবী পাকের নূর থেকেই সংগ্রহ করা হয় সুপথ প্রাপ্তদের নূরসমূহকে হেদায়াত ও সঠিক পথ সমূহের দিকে।[১]

৩. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী বলেন-

فَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَاَرْسَلَهٗ اِلَى الْخَلْقِ

অর্থাৎ, তিনি ঐ সত্ত্বা যাকে আল্লাহ্ নূর বানিয়েছেন। অতঃপর তাঁকে সৃষ্টিজগতের নিকট পাঠিয়েছেন।[২]

৪. ইমাম ইবনু জারীর তাবারী বলেন-

وَضِيَاءٌ لِّخَلْقِهٖ يَسْتَضِيْئُ بِالنُّوْرِ

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর সৃষ্টির জন্য প্রদীপস্বরূপ। এ নূরেই সৃষ্টিকে আলোকিত করা হয়েছে।[৩]

৫. তাফসীরে রূহুল বায়ানে আরো এসেছে যে-

اِنَّ اللّٰـهَ تَعَالٰى شَبَّهَ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالسِّرَاجِ لِوُجُوْهٍ اَلْاَوَّلُ اَنَّهٗ يَسْتَضَاءُ بِهٖ فِىْ ظُلُمَاتِ الْجِهْلِ وَالْغَوَايَةِ وَ يَهْتَدِىْ بِاَنْوَارِهٖ اِلٰى مَنَاهِجِ الرُّشْدِ وَالْهِدَايَةِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবীকে সিরাজ বা সূর্যের সাথে সাদৃশ্য করেছেন কয়েকটি কারণে। প্রথম কারণ হলো- নিশ্চয় তিনি অজ্ঞতা ও অন্ধকার থেকে তাঁর মাধ্যমেই আলোকিত করেছেন এবং নবীর নূর দ্বারাই সুপথ ও হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন।[৪]

☑ **৪ নং আয়াত:**

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُّتِمَّ نُوْرِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

অর্থাৎ, তারা চায় আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিবে,

(১) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী: ১৬/১৬০
(২) আল্লামা হাক্কী, রূহুল বায়ান: ১১/৭৮
(৩) ইবনু জারীর, তাফসীরে তাবারী: ২০/২৮২
(৪) আল্লামা হাক্কী, রূহুল বায়ান: ১১/৭৭

আল্লাহ্ তা হতে দিবেন না বরং আপন নূরকে পূর্ণ উদ্ভাসনই করবেন। যদিও তা কাফেররা অপছন্দ করে।১

এ আয়াতে আল্লাহর নূরের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ কয়েকটি মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- নবী পাকের নবুওয়াত, কুরআন, দ্বীন ইসলাম প্রভৃতি। এর মধ্যে অনেক মুফাস্সির স্বয়ং নবী পাকের কথাও বলেছেন।

**♦ আয়াত প্রসংগে মুফাস্সিরীনগণের বক্তব্য:**

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী বর্ণনা করেন-

وَاَخْرَجَ اِبْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ قَوْلِهٖ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ يَقُوْلُ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّهْلِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অর্থাৎ, ইবনে আবী হাতিম ইমাম দ্বাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর এ বাণী "কাফেররা চায় আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে"-এর অর্থ হল, তারা চায় হুযুর পাককে ধ্বংস করে দিতে।২

২. লা-মাযহাবীদের ইমাম শাওকানীও তার তাফসীর গ্রন্থে ইমাম দাহহাক থেকে এ আয়াতে আল্লাহর নূর বলতে নবীজীকে বুঝানো হয়েছে বলে একটি মত তুলে ধরেন। তিনি বলেন-

يَقُوْلُ: يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّهْلِكَ مُحَمَّدٌ وَّاَصْحَابُهٗ

অর্থাৎ, আল্লাহর নূরকে নিভাতে চায়-এর অর্থ হল নবীজী ও তাঁর সাহাবীগণকে ধ্বংস করতে চায়।৩

৩. ইমাম আবু ইসহাক আহ্মাদ ছা'লাবী নিশাপুরী বলেন-

وَقَالَ الضَّحَّاكُ : يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّهْلِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, আল্লাহর নূর বলতে নবীজীকে ধ্বংস করতে চায়।৪

৪. অনুরূপ একই বর্ণনা ইমাম ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী তাঁর তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম-এর ৭ম খন্ডের ২৩৪ পৃষ্টায় উল্লেখ করেছেন।

(১) সূরা তাওবা: ৩২
(২) ইমাম সুয়ূতী, আদ্ দুররুল মানছুর: ৪/১৭৫
(৩) শাওকানী, ফাতহুল কাদীর: ৩/২৪৭
(৪) ইমাম ছা'লাবী, আল কাশফু ওয়াল বায়ান: ৫/৩৫

৫. হাকীমুল উম্মত মুফতী আহ্মাদ ইয়ার খান নঈমী এ আয়াতের তাফসীরে বলেন-

اس جگہ نور سے مراد حضور بھی ہو سکتے ہیں اس لئے کہ اگلی آیت میں حضور کا ذکر ھے وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے آخر میں فرمایا کہ قرآن کریم میں ہر جگہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

অর্থাৎ, এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হুযুর পাকও হতে পারে। এজন্য যে, এরপরের আয়াতে হুযুর পাকের আলোচনা রয়েছে। ঐ আয়াতটি এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ। মুল্লা আলী ক্বারী স্বীয় মাওদ্দু'আতে কাবীরের শেষের দিকে ফরমান যে, কুরআন কারীমের মধ্যে প্রত্যেক জায়গায় নূরের দ্বারা উদ্দেশ্য হল হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১]

**☑ ৫ নং আয়াত:**

**يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ**

অর্থা, কাফিররা চায় আল্লাহর নূরকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে। আর আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই, যদিও অপছন্দ করে কাফেররা।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যাও পূর্ববর্তী আয়াতের মতই। এখানেও আল্লাহর নূর বলতে হুযুর পাককে বুঝানো হয়েছে।

## ❖ হাদীস শরীফের আলোকে প্রমাণ:

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'নূর' হওয়ার ব্যাপারে পূর্বে হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এখানেও আরো কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি।

১. হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

**قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقَالَ نُوْرُ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ خَلَقَهُ اللّٰهُ (الخ)**

অর্থাৎ, হযরত জাবের বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

(১) মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, নুরুল ইরফান: ৩০৫
(২) সূরা সাফ্ফ: ৮

সাল্লাম-এর নিকট আরয করলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর পূর্বে সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন? জবাবে আল্লাহর রাসূল বললেন- হে জাবের! আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। (শেষ পর্যন্ত)[১]

উক্ত হাদীসখানা 'আল মুসান্নাফ' কিতাবে ইমাম আব্দুর রায্যাক মুত্তাসিল ও মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বয়ং ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ এবং ইমাম মালেকের ছাত্র। পরবর্তীতে এ হাদীসখানা উক্ত 'মুসান্নাফ'-এর সূত্রে কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ প্রায় পঞ্চাশোর্ধ হাদীস বিশারদগণ তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থেও সন্নিবেশিত করেন। উল্লেখিত এ হাদীসখানা নিম্নোক্ত শব্দে প্রসিদ্ধ-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ فَقَالَ: يَا جَابِرُ! اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُّوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرَ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّلاَ قَلَمٌ وَّلاَ جَنَّةٌ وَّلاَ نَارٌ وَّلاَ مَلَكٌ وَّلاَ سَمَاءٌ وَّلاَ اَرْضٌ وَّلاَ شَمْسٌ وَّلاَ قَمَرٌ وَّلاَ جِنِّىٌّ وَّلاَ اِنْسٌ... (الخ)

অর্থাৎ, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আন্সারী বলেন- আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ। আমাকে বলুন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর পূর্বে তাঁর নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর আল্লাহর কুদরতে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ভ্রমণ করতে থাকে। তখন লওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, জ্বীন, মানব কিছুই ছিল না। (শেষ পর্যন্ত)[২]

---

(১) ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল মুসান্নাফ, আল জুযউল মাফকুদ মিন আল জুযইল আউয়াল: ১/৬৩, ড. ইসা বিন আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন মানে' আল হিমইয়ারীর তাহক্বীক্ব সম্বলিত

(২) ক. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ১/৭২
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া: ৯
গ. ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ১/৮৯
ঘ. ইমাম বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুওয়াত: ১৩/৬৩
ঙ. আল্লামা আযলুনীম, কাশফুল খফা: ১/৩১১
চ. আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালাবী, সিরাতে হলবিয়া: ১/৩৭
ছ. ইবনু হাজার হাইতামী, ফাতাওয়ায়ে হাদিছিয়্যাহ: ৪৪
জ. আল্লামা ফাসী, মাতলিউল মাসরাত: ২১
ঝ. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, মাদারেজুন্নবুওয়াত: ১
ঞ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা
ট. আশরাফ আলী থানবী, নশরুত্বীব: ৯

২. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَبِّىْ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْفِ عَامٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আমি আদম আলাইহিস্ সালাম সৃষ্টি হওয়ার চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমার রবের নিকট নূর রূপে বিদ্যমান ছিলাম।[১]

৩. ইমাম আহমাদ, ইবনু সা'দ, তাবারানী, ইবনু মারদুবিয়া এবং ইমাম বায়হাক্বী নকল করেছেন যে-

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكَانَ بَدْءَ أَمْرِكَ؟ قَالَ: دَعْوَةُ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى عِيْسٰى وَرَأَتْ اُمِّىْ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَ تْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

অর্থাৎ, আবু উমামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার রাজত্ব কবে থেকে শুরু হয়েছে? নবীজী ফরমান: আমি ইবরাহীম নবীর দু'আর বরকত এবং ঈসা নবীর সুসংবাদ। আর আমার আম্মাজান তাঁর থেকে একটি নূর বের হতে দেখলেন যে, এর দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেছে। অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইরবাস বিন সারিয়া থেকেও রয়েছে।[২]

৪. ইমাম বুখারী ও মুসলিম স্বীয় 'সহীহ' কিতাবে (মুত্তাফাক আলাইহি)

(১) ক. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ১/১৪২
খ. ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ১/৭৪
গ. আল্লামা হালাবী, ইনসানুল উয়ূন: ১/৩০
ঘ. আল্লামা আযলুনী, কাশফুল খফা: ১/২৩৭, ২/১৭০
ঙ. ইউসূফ নাবহানী, আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া: ২৮
চ. দিয়ার বকরী, কিতাবুল খামীস: ১/৩৫
ছ. ইবনু কাছীর, আল বিদায়া: ২/৪০২
জ. আশরাফ আলী থানবী, নশরুত্তীব: ২৬

(২) ক. ইমাম সুয়ূতী, আদ্দুররুল মানছুর: ১/৩২৪
খ. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআন: ৪/১১০
গ. ইমাম আহমাদ, আল মুসনাদ
ঘ. আল্লামা সা'দ, তাবকাতুল কুবরা
ঙ. খতিব তিবরিযী, মিশকাত: ৫১৩

সহীহ সনদে হযরত ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী এভাবে দু'আ করেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَّ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّفَوْقِيْ نُوْرًا وَّ تَحْتِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا اَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার কলব নূর করে দাও, আমার কানে নূর করে দাও, আমার চোখে নূর করে দাও, আমার ডানে নূর দাও, বামে নূর দাও, সামনে নূর দাও, পিছনে নূর দাও, উপরে নূর দাও, নিচে নূর দাও, আমার নূরকে স্থায়ী করে দাও।[১]

হুযুর পাকের দু'আর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, তিনি পূর্বে নূর ছিলেন না, দু'আর পর নূর হয়েছেন। বরং এর অর্থ এই যে, তিনি পূর্ব থেকেই নূর ছিলেন; এমনকি সর্বপ্রথম তাঁর নূরই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন যা পূর্বে প্রমান করা হয়েছে। এখানে তিনি নূরের স্থায়ীত্ব কামনা করেছেন। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর মাওদুআতে কাবীর-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। ইবারতটি ৫৬ নং পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। এরূপ উদাহরণ পবিত্র কুরআন পাকেও রয়েছে। যেমন নবীজী সূরা ফাতিহার এ আয়াত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন) প্রত্যেক নামাজে তেওলাওয়াত করতেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি আগে পথ ভ্রষ্ট ছিলেন এবং এ জন্য সরল পথ পাওয়ার দু'আ করেছেন (নাউযু বিল্লাহ!)। আবার কুরআনের অন্যত্র এসেছে- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا (হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন)।

৫. হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মু'আকিব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে-

حَجَّجْتُ حُجَّةَ الْوِدَاعِ فَدَخَلْتُ دَارًا بِمَكَّةَ فَرَأَيْتُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ كَدَائِرَةِ الْقَمَرِ

(১) ক. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীনঃ ২/১৮০
খ. ইমাম বুখারী, আস্ সহীহ, কিতাবুদ্ দা'ওয়াতঃ ৫/২৩২৭
গ. ইমাম নাসাঈ, আস সুনানঃ ১/৭৮
ঘ. ইমাম হাকীম, আল মুসতাদরাকঃ ৩/৬১৭
ঙ. ইমাম আবু দাউদ, আস্ সুনান, বাবু ফি সালাতিল লাইলঃ ১/৫১৫

অর্থাৎ, আমি বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম, তখন মক্কার একটি ঘরে প্রবেশ করলাম এবং এর মধ্যে হুযুর পাককে দেখলাম যে, তাঁর নূরানী চেহারা মুবারক চাঁদের আলোর মত চমকাচ্ছে।[১]

## ❖ সাহাবায়ে কিরামের আক্বীদা নবীজী নূরঃ

১. হুযুর পাকের সম্মানিত চাচা ও সাহাবী হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুযুর পাকের দরবারে একবার আরয করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার শানে কিছু কাসীদা (না'তে রাসূল) পড়তে চাই। তখন নবীজী ফরমান- ঠিক আছে পড়ুন এবং এ দু'আও করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার যবানকে নিচু না করুন। অতঃপর হযরত আব্বাস পড়তে লাগলেন-

وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَّ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ . وَضَاءَ تْ بِنُوْرِکَ الْاُفَقُ

অর্থাৎ, আর যখন আপনি আগমন করলেন, পৃথিবী আলোকিত হয়ে গেল এবং আপনার নূরে আলোকিত হয়ে গেল আসমানও।[২]

২. হযরত কা'ব বিন যুহাইর বলেন-

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يَّسْتَضَاءُ بِهٖ ـ مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلٌ

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে রাসূল পাক নূরই, যার দ্বারা আলোকিত করা হয়। আল্লাহর হিন্দী তরবারী থেকে উন্মোক্ত তরবারী।[৩]

৩. সাহাবী হযরত হাস্সান বিন সাবিত বলেন-

دَافٍ وَّمَاضٍ شِهَابٌ يَّسْتَضَاءُ بِهٖ ـ بَدْرٌ اَنَارَ عَلٰى كُلِّ الْاَمَاجِدُ

অর্থাৎ, পরিপূর্ণ এবং অনেক প্রাচীন তারকা আপনি, চৌদ্দ তারিখের পূর্ণ চাঁদও আপনার থেকেই আলো অর্জন করে থাকে; যা সকল মর্যাদাবানদের সম্মানিত করে দেয়।[৪]

---

(১) ইমাম বায়হাক্বী, দালায়িলুন্ নবুওয়াতঃ ৬/১০
(২) ক. ইবনু কাছীর, আল বিদায়াঃ ২/২৫৮
খ. ইমাম হাকীম, আল মুসতাদরাক
(৩) ক. আবুল হাকীম, আল মুসতাদরাকঃ ৩/৫৮১
খ. ইবনু কাছির, আল বিদায়াঃ ৪/৩৭১
(৪) ইবনু কাছীর, আল বিদায়াঃ ৩/৩৩৬

৪. হযরত কা'ব বিন মালেক বলেন-

وَرَدْنَاهُ وَنُوْرُ اللّٰهِ يَجْلُوْ . دَجَى الظُّلَمَاءِ عَنَّا وَالْغِظَاءُ

অর্থাৎ, আপনার পবিত্র খেদমতে আমরা হাযির হয়েছি। আর আল্লাহর নূরে (তথা আপনার দ্বারা) আমাদের ভিতরের অন্ধকার আলোকময় হয়ে গিয়েছে।[১]

৫. যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনা শরীফে গেলেন, তখন মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এক কথায় সকলেই পড়তে লাগল-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ . وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

অর্থাৎ, ওদাই উপত্যকা হতে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণ চন্দ্র আমাদের নিকট উদিত হল। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর দাওয়াতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা পোষণ করা আবশ্যক।[২]

## ❖ উলামায়ে কিরামের উক্তির আলোকে প্রমাণ:

পূর্বেও হুযুর পাক নূর হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এখানেও কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করা হল।

১. হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামে আযম আবু হানিফা-এর আক্বীদাও ছিল নবীজী নূর। তিনি বলেন-

اَنْتَ الَّذِىْ مِنْ نُّوْرِكَ الْبَدْرُ اكْتَسٰى
وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ بِنُوْرِ بَهَاكَ

অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি ঐ নূর, যে নূরের আলোকে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণ চন্দ্র আলোকিত হয়েছে। আর আপনারই মহিমান্বিত নূরের দ্বারা সূর্য রৌশনি ছড়াচ্ছে।[৩]

২. বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী বলেন-

(১) ইবনু কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩৩৬
(২) ইবনু কাছীর, আল বিদায়া: ৫/২৩
(৩) ইমাম আ'যম, কাসীদায়ে নু'মান

وَأَمَّا نُوْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ فِيْ غَايَةِ مِنَ الظُّهُوْرِ شَرْقًا وَّغَرْبًا وَّاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَهُ وَسَمَّاهُ فِيْ كِتَابِهٖ نُوْرًا وَّفِيْ دُعَائِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ نُوْرًا

অর্থাৎ, সৃষ্টির সর্বত্র প্রিয় নবীর নূরানী সত্ত্বাই সর্বাধিক পরিচিত ও প্রকাশিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই নূরানী সত্ত্বাকে সর্বাগ্রে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর দু'আয় বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে নূরানী সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত রাখুন।[১]

৩. আল্লামা ইমাম ইবনুল হাজ্জ আল মালেকী বলেন-

... فِيْ كِتَابِ شِفَاءُ الصُّدُوْرِ لِلْخَطِيْبِ اَبِيْ الرَّبِيْعِ وَفِيْهِ اَيْضًا اَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَقْبَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَتَرَدَّدُ وَيَسْجُدُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থাৎ, আল্লামা খতীব আবু রাবী'-এর শিফাউস্ সুদূর কিতাবেও রয়েছে যে, নিশ্চয় সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তা হল হুযুর পাকের নূর। অতঃপর ঐ নূর কম্পিত হচ্ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সিজদা করতে ছিল।[২]

৪. আল্লামা আলূসী বাগদাদী বলেন-

وَلِذَا كَانَ نُوْرُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ الْمَخْلُوْقَاتِ فَفِي الْخَبَرِ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى نُوْرَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ.

অর্থাৎ, আর এজন্যই তাঁর নূরানী সত্ত্বা সমগ্র জগতে প্রথম সৃষ্টি এবং এ কথাই রাসূল পাক ইরশাদ করেছেন, হে জাবির! আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকেই সৃষ্টি করেছেন।[৩]

৫. উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন-

(১) মুল্লা আলী ক্বারী, আল মাওদ্বু'আতুল কাবীর: ৮৬
(২) ইবনুল হাজ্জ, মাদখাল: ২/৩২
(৩) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী: ৯/১০০

بدانکہ اول مخلوقات و واسطہ صدور کائنات و واسطہ خلق عالم وآدم علیہ السلام نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ست چنانچہ حدیث در صحیح دار دسدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری و سائر مکونات علوی و سفلی ازاں نور و ازاں جوہر پاک پیدا شدہ

অর্থাৎ, জেনে রাখ, সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং কুল মাখলুকাত ও আদম সৃষ্টিরও একমাত্র মাধ্যম নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার (নবীর) নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন এবং ঊর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের সবই তাঁরই নূরে পাক ও মৌলিক সত্ত্বা থেকেই সৃষ্ট।[১]

## ❖ বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির আলোকে প্রমাণঃ

যারা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূর বলে অস্বীকার করেন, তাদের ইমামদের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১. মৌলভী আশরাফ আলী থানবী হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে নূর প্রসংগে বলেন-

اس حدیث سے نور محمدی کا حقیقت سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوا کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا ایا ہے ان سب چیزوں کا نور محمدی کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے

অর্থাৎ, এ হাদীস শরীফ দ্বারা সর্বপ্রথম হাক্বীক্বতে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আর যেসব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম সৃষ্টি বলে হাদীসে বর্ণনা এসেছে, ঐ সব সৃষ্টি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পরে সৃষ্টি হবার বিষয়টি আলোচ্য হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।[২]

২. দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম মৌ. রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী বলেন-

حق تعالی درشان حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ نزد شما از طرف حق تعالی نور وکتاب مبین و مراد از نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم است و نیز

(১) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, মাদারেজুন নবুয়্যাতঃ ২/২
(২) আশরাফ আলী থানবী, নশরুত্ত্বীবঃ ২৫

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে বলেন, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। উক্ত আয়াতে নূর দ্বারা হাবীবে খোদা-এর পবিত্র সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে।[১]

৩. দেওবন্দীদের শায়খুল হাদীস হুসাইন আহমাদ মাদানী বলেন-

غرضیکہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التحیۃ واسطہ جملہ کمالات عالم عالمیان ہے یہ ہی معنی **لولاک لما خلقت الافلاک** اور **اول ما خلق الله نوری** اور **انا نبی الانبیاء** کے ہیں

অর্থাৎ, সারকথা হলো, সমস্ত কায়েনাত বা সৃষ্টি হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সৃষ্ট। যেমন হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, যদি আপনি না হতেন তবে আমি আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। রাসূল পাকের বাণী: মহান আল্লাহ্ সর্বপ্রথম আমার নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন এবং আরও বলেন, আমি নবীদেরও নবী।[২]

৪. দেওবন্দীদের অন্যতম পাকিস্তানী আলেম মুফতী শফী বলেন-

اور پہلا مسلماں ہونے سے اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا گیا ہے اس کے بعد تمام آسمان وزمین اور مخلوقات وجود میں آئے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے **اول ما خلق الله نوری**

অর্থাৎ, প্রথম মুসলমান বলতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূর মুবারক সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর সকল আসমান-যমীন এবং সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন হাদীসে এসেছে, নবীজী বলেন- সর্বপ্রথম আল্লাহ্ আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।[৩]

৫. আহ্‌লে হাদীসের অন্যতম আলেম কাযী শাওকানী বলেন-

**قِيْلَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ لِاَنَّهٗ وَاِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فِى الرِّسَالَةِ فَهُوَ اَوَّلُهُمْ فِى الْخَلْقِ**

---

(১) রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, ইমদাদুস্ সুলুক: ৮৫
(২) হুসাইন আহমাদ মাদানী, শিহাবুস সাকিব: ৫০
(৩) মুফতি শফী, মা'আরেফুল কুরআন: ৩/১০

অর্থাৎ, হুযুর কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম। কেননা, তিনি রাসূল হিসেবে পরে আবির্ভূত হলেও সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম।[১]

## হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরে মা'নবী না কি নূরে হিসসী?

পূর্ববর্তী আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর। এখন কথা হলো, তিনি কি নূরে মা'নবী না কি নূরে হিস্‌সী? অর্থাৎ কুরআন, ইসলাম, ইলম, হিদায়াত প্রভৃতি যেমন নূর, যা পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভূত হয় না; হুযুর পাক এ ধরনের মা'নবী নূর? না কি পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভূত হয়, যেমন সূর্য ও চন্দ্রের আলো এ ধরনের হিস্‌সী নূর? পূর্বোল্লেখিত বর্ণনাসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি নূরে মা'নবী (আক্বলী নূর)-ও ছিলেন এবং নূরে হিস্‌সী (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নূর)-ও ছিলেন। যেমন-

➢ ইমাম ফাসী বলেন-

وَنُوْرُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْحِسِّيُّ اَوِ الْمَعْنَوِيُّ ظَاهِرٌ وَّاضِحٌ

অর্থাৎ, হুযুর পাকের নূর হিস্‌সীও এবং মা'নবীও, তা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত।[২]

➢ অনুরূপ ইমাম সাভী মালেকীও বলেন-

لِاَنَّهٗ اَصْلُ كُلِّ نُوْرٍ حِسِّيٍّ وَّ مَعْنَوِيٍّ

অর্থাৎ কেননা তিনি সকল নূরে হিসসী এবং নূরে মা'নবীর মূল।[৩]

### ❖ নবীজী নূরে মা'নবী হওয়ার দলীলঃ

যার মাধ্যমে অজ্ঞতা, গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূর হয় এবং যা পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভূত হয় না, তাই হলো নূরে মা'নবী। আর নবীগণকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন এ সকল অন্ধকার দূর করে সত্যের আলো ফুটিয়ে তোলার জন্যই। এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

(১) শাওকানী, ফাতহুল কাদীরঃ ২/২৩৬
(২) ইমাম ফাসী, মাতালিউল মাসরাতঃ ২২০
(৩) ইমাম সাভী, সাভী আলাল জালালাইনঃ ১/২৫৮

ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে এসেছেন হিদায়াতের বার্তা নিয়ে, সত্য দ্বীনের মাধ্যমে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূর করতে। কাজেই হুযুর পাকের মাধ্যমে সে অন্ধকার দূর হয়ে সত্যের আলো ফুটে উঠেছে। যেমন-

➢ আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান-

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَأْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ . هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ, কাফেররা চায় আল্লাহর নূর (তথা নবী পাককে) ফুক দিয়ে নিভিয়ে দিতে (ধ্বংস করতে)। আল্লাহ্ তা হতে দিবেন না বরং আপন নূরকে পূর্ণ উদ্ভাসনই করবেন, যদিও তা কাফেররা অপছন্দ করে। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তা সকল ধর্মের উপর প্রকাশ হয়ে যায়, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।[১]

➢ আল্লামা ইমাম খাযেন তাঁর তাফসীরে বলেন-

اِنَّمَا سَمَّاهُ اللّٰهُ نُوْرًا لِاَنَّهٗ يَهْتَدِىْ بِهٖ كَمَا يَهْتَدِىْ بِالنُّوْرِ فِىْ الظُّلَامِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ নবী পাককে নূর বলে নামকরণ করেছেন, কারণ তাঁর নূর দ্বারা মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। যেমনিভাবে নূর বা আলো দ্বারা অন্ধকারে পথ খুঁজে পায়।[২]

## ❖ নবীজী নূরে হিস্‌সী হওয়ার প্রমাণঃ

হুযুর পাক নূরে হিস্‌সী হওয়ার ব্যাপারে পূর্বে অনেক দলীল পেশ করা হয়েছে এবং প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাঁর পবিত্র নূরই আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি। নিম্নে আরো দু'টি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হল।

➢ হাদীসের বিখ্যাত ইমাম তিরমিযী তাঁর 'আশ্ শামায়েলুল মুহাম্মাদিয়া' গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন-

(১) সূরা তাওবাঃ ৩২, ৩৩
(২) ইমাম খাযেন, তাফসীরে খাযেনঃ ২/২৪

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَفْلَجُ الثَّنِيَتَيْنِ اِذَا تَكَلَّمَ رُئِىَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনের দন্ত মুবারক প্রশস্ত ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁর দন্তসমূহ থেকে নূর বের হতো।[১]

➢ হযরত মা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ اَخِيْطُ فِى السَّحَرِ فَسَقَطَتْ مِنِّىْ الْاِبْرَةُ فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهَا' فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْاِبْرَةُ بِشِعَاعِ نُوْرِ وَجْهِهٖ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: يَا حُمَيْرَاءُ ثَمَّ الْوَيْلُ ثَلَاثًا لِّمَنْ حَرَمَ النَّظْرَ اِلٰى وَجْهِىْ

অর্থাৎ, মা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি শেষ রাতে সেহরির সময় কাপড় সেলাই করছিলাম। হঠাৎ আমার হাত থেকে সুঁই পড়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সেটি পাওয়া গেল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলে তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলের নূরের আলোতে সেই সুঁইটি দৃষ্টিগোচর হয়। আমি রাসূল পাককে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন, হে হুমায়রা! যে আমার চেহারা মুবারকের দিদার থেকে বঞ্চিত, তার জন্য আফসোস। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।[২]

(১) ক. ইমাম তিরমিযী, আশ্ শামায়েলুল মুহাম্মাদিয়া: ১২
খ. ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন্ নবুওয়াত: ১/২১৫
গ. ইমাম বাগাভী, শরহুস্ সুন্নাহ: ১৩/২২৩
ঘ. খতিব তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ: ৪/৫১৮
ঙ. ইমাম দারেমী, আস্ সুনান: ১/২০৩
চ. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরা: ১/১১১
ছ. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ: ১১/২৬০
জ. আল্লামা হায়ছামী, মাযমাউয্ যাওয়ায়েদ: ৮/২৭৯
ঝ. ইমাম তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর: ১১/৪১৬
ঞ. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া: ৬/২৫

(২) ক. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরা: ১/১১১
খ. আবু নু'আইম, দালায়েলুন নবুওয়াত: ১/১১৩
গ. ইউসুফ বিন্ সালাহ শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২/৪০
ঘ. মুত্তাক্বী হিন্দী, কানযুল উম্মাল: ১১/৪৫৩

এছাড়াও বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا (আমাকে নূর করে দিন)-এ হাদীসে নূরে হিসসীর কথাই বলা হয়েছে। এমনকি হুযুর পাক নূর হওয়ার কারণে চন্দ্র ও সূর্যের আলোতে তাঁর ছায়াও জমীনে পতিত হত না। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা আসছে। ইন্‌শাআল্লাহ্!

## নূর নবীজীর নূর থেকেই অন্যান্য সকল সৃষ্টি

➢ মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাকে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে নূরের শেষে রয়েছে যে-

فَلَمَّا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ أَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَ مِنَ الثَّانِىْ اللَّوْحَ وَ مِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ . ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ مِنَ الثَّانِى الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِىَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمَاوَاتِ وَ مِنَ الثَّانِى الْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ أَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مِنَ الثَّانِىْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন অন্যান্য মাখলুকাত সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন ঐ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চার ভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা কলম, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লওহে মাহফুয, তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথম ভাগ দ্বারা আরশ বহনকারী ফেরেশতা, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কুরসী, তৃতীয় ভাগ দ্বারা অন্যান্য সকল ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথম ভাগ দ্বারা সপ্ত আসমান, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা সপ্ত যমীন, তৃতীয় ভাগ দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগে ভাগ করলেন। প্রথম ভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন মুমিনদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা তাঁদের অন্তরের নূর, যার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর মা'রেফাত লাভ

করে, তৃতীয় ভাগ দ্বারা তাঁদের সম্প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করলেন, তা হল- তাওহীদের বাণী 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।[১]

এরপর আরো বর্ণিত হয়েছে-

ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ الشَّمْسَ مِنْ جُزْءٍ وَّخَلَقَ الْقَمَرَ مِنْ جُزْءٍ وَّالْكَوَاكِبَ مِنْ جُزْءٍ وَّاَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِىْ مَقَامِ الرَّجَاءِ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ جُزْءٍ وَالْعِلْمَ وَالْحِلْمَ مِنْ جُزْءٍ وَالْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيْقَ مِنْ جُزْءٍ وَّاَقَامَ الرَّابِعَ فِىْ مَقَامِ الْحَيَاءِ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْهِ فَتَرَشَّحَ النُّوْرُ عَرَقًا فَقَرَ مِنْهُ مِأَةَ اَلْفٍ وَّعِشْرُوْنَ اَلْفًا وَّاَرْبَعَةَ اٰلافِ قَطَرَةٍ فَخَلَقَ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ قَطَرَةٍ نَبِيًّا وَّ رَسُوْلاً ثُمَّ تَنَفَّسَتْ اَرْوَاحَ الْاَنْبِيَاءِ فَخَلَقَ اللّٰهُ مِنْ اَنْفَاسِهِمْ نُوْرَ اَرْوَاحِ الْاَوْلِيَاءِ وَالسُّعَدَاءِ الشُّهَدَاءِ وَالْمُطِيْعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِىُّ مِنْ نُّوْرِىْ وَالْكَرُوْبِيُّوْنَ وَالرُّحَانِيُّوْنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ نُّوْرِىْ وَ مَلَائِكَةُ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ مِنْ نُّوْرِىْ وَالْجَنَّةُ وَ مَا فِيْهَا مِنَ النَّعِيْمِ مِنْ نُّوْرِىْ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْكَوَاكِبُ مِنْ نُّوْرِىْ وَالْعَقْلُ وَالْعِلْمُ وَالتَّوْفِيْقُ مِنْ نُّوْرِىْ وَ اَرْوَاحُ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْ نُّوْرِىْ وَالشُّهَدَاءُ وَالسُّعَدَاءُ وَالصَّالِحُوْنَ مِنْ نَّتَائِجِ نُوْرِىْ ثُمَّ خَلَقَ اِثْنَىْ عَشَرَ حِجَابًا فَاَقَامَ النُّوْرَ فَهُوَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ فِىْ كُلِّ حِجَابِ اَلْفِ سَنَةٍ وَّ هِىَ مَقَامَاتُ الْعُبُوْدِيَّةِ وَهِىَ حِجَابُ الْكَرَامَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالزِّيْنَةِ وَالرَّافَةِ وَالْحِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ وَالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِيْنِ فَعَبَدَ اللّٰهَ ذٰلِكَ النُّوْرُ فِىْ كُلِّ حِجَابِ اَلْفِ سَنَةٍ فَلَمَّا خَرَجَ ذٰلِكَ النُّوْرُ مِنَ الْحِجَابِ رَكَّبَهُ اللّٰهُ

(১) ক. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ১/৭২
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া: ৯
গ. ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ১/৮৯
ঘ. ইমাম বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুওয়াত: ১৩/৬৩
ঙ. আল্লামা আযলুনী, কাশফুল খফা: ১/৩১১

فِى الْاَرْضِ فَكَانَ يَضِئُ مِنْهُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِى اللَّيْلِ وَالْمُظْلِمِ ثُمَّ خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ مِنَ الْاَرْضِ وَرَكَّبَ فِيْهِ النُّوْرَ فِىْ جَبْهَتِهٖ ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلٰى شِيْثٍ وَلَدَهٗ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلٰى طَاهِرٍ وَّ مِنْ طَيِّبٍ إِلٰى طَيِّبٍ إِلٰى اَنْ وَصَلَ إِلٰى صَلْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ اَخْرَجَنِىْ إِلَى الدُّنْيَا فَجَعَلَنِىْ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ هٰذَا كَانَ بَدْءُ نُوْرٍ يَا جَابِرُ

অর্থাৎ, অতঃপর ঐ চতুর্থভাগকে আবার চার ভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা সূর্য, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা চন্দ্র এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করলেন। চতুর্থভাগকে উচ্চ আশার মাকামে বার হাজার বছর স্থিতিশীল রেখেছেন। অতঃপর তাকে চারভাগ করলেন। প্রথম ভাগ দ্বারা আক্বল, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা জ্ঞান ও গাম্ভীর্য এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা চারিত্রিক পবিত্রতা ও সামর্থ্য সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে লজ্জাশীলতার মাকামে বার হাজার বছর স্থিতিশীল রেখেছেন। অতঃপর তাঁর প্রতি এমন এক দৃষ্টি দান করলেন যে, ঐ নূর থেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বিন্দু ঝড়ে পড়ল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বিন্দু থেকে নবী ও রাসূল সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহ্সমূহ শ্বাস ফেলল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শ্বাস হতে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবে এমন সৎকর্মপরায়ন, শহীদ ও আনুগত্যশীল মুমিনদের আত্মার নূর সৃষ্টি করলেন। অতএব, আরশ ও কুরসী আমার নূর হতে, মর্যাদাবান ও আত্ম জগতের ফেরেশতাগণ আমার নূর হতে, সপ্ত আসমানের ফেরেশতাগণ আমার নূর হতে, জান্নাত ও এর সমূদয় নিয়ামত আমার নূর হতে। সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজী আমার নূর হতে, বিবেক জ্ঞান ও সামর্থ আমার নূর হতে, নবী-রাসূলগণের রূহ্ আমার নূর হতে, শহীদ খোশ নসীব ও সৎ কর্মপরায়ণগণ আমার নূরের ফয়য হতে সৃষ্টি হয়েছে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা বারটি হিজাব (পর্দা) সৃষ্টি করলেন এবং নূরের চতুর্থভাগকে প্রত্যেক পর্দায় এক হাজার বছর করে স্থিতিশীল রেখেছেন। তা হলো বন্দেগীর মাকামসমূহ- উদারতা, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য্য, দয়া, সহানুভূতি, জ্ঞান, ভদ্রতা, গাম্ভীর্যতা, স্থিতিশলতা, ধৈর্য্য, সততা ও বিশ্বাসের পর্দাসমূহ। অতঃপর ঐ নূর প্রত্যেক পর্দায় এক হাজার বছর করে ইবাদাত করেছে। এরপর যখন ঐ নূর পর্দাসমূহ থেকে বের হল তখন আল্লাহ্ তাঁকে পৃথিবীতে স্থাপন করলেন। তখন সেটা উদয় ও অস্তাচলের মধ্যে দ্বীপ্তি ছড়াতে থাকে, যেমন অন্ধকার রাতে উজ্জল প্রদীপ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন

এবং ঐ নূরকে তার ললাটে স্থাপন করলেন। তারপর ঐ নূর তাঁর নিকট থেকে স্থানান্তর হয়ে তাঁর পুত্র শীষ-এর নিকট চলে আসে। এভাবে পবিত্র ব্যক্তি হতে পবিত্র ব্যক্তির নিকটে উত্তম ব্যক্তি হতে উত্তম ব্যক্তির নিকট ঐ নূর স্থানান্তর হতে থাকে। অবশেষে তা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পৃষ্ঠদেশে আসে। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে পৃথিবীতে বের করলেন এবং আমাকে নবীগণের সরদার, শেষ নবী, সমস্ত জগতের রহমত এবং ধবধবে সাদা ললাট ও শুভ্র হাত-পা বিশিষ্টদের দিশারী করেছেন। হে জাবির! এ হল তোমার নবীর নূরের সূচনা।[১]

➢ আল্লামা শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী বলেন-

اِنَّ اَصْلَ اَرْوَاحِنَا رُوْحُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ اَوَّلُ الْاٰبَاءِ رُوْحًا وَّاٰدَمُ اَوَّلُ الْاٰبَاءِ جِسْمًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমাদের সমস্ত রূহের আসল বা মূল হল রাসূল পাকের নূরানী রূহ্ মুবারক, রূহের দিক থেকে তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম পিতা। আর দেহ বিশিষ্ট মানবের দিক থেকে হযরত আদম হলেন সর্বপ্রথম পিতা।[২]

➢ ইমামে আহ্লে সুন্নাত আবুল হাসান আশ'আরী বলেন-

اِنَّهٗ تَعَالٰى نُوْرٌ لَيْسَ كَالْاَنْوَارِ وَالرُّوْحُ النَّبَوِيَّةُ الْقُدْسِيَّةُ لُمْعَةٌ مِّنْ نُّوْرِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ اَشْرَارٌ تِلْكَ الْاَنْوَارِ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ وَ مِنْ نُّوْرِىْ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নূর, কিন্তু অন্য কোন নূরের মত নয় এবং নবী পাকের পবিত্র রূহ্ মুবারক তাঁরই নূরের জ্যোতি। আর ফেরেশতারা হলো ঐ নূর সমূহের শিখা। নবীজী ফরমান: আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমার নূর হতে অন্যান্য সকল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন।

---

(১) ক. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ, আল জুযউল মাফকুদ: ১/৭৫
খ. ইমাম নববী, আদ্দুররাকুল বাহিয়্যাহ ফি শারহি খাসায়িসিন নববীয়্যাহ: ৪-৮
গ. আল্লামা ইউসূফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার
ঘ. আল্লামা শফী উকাড়বী, যিকরে হাসীন: ২৩-২৪
(২) ক. শায়খ ইবনু আরাবী, ফুতুহাতে মক্কীয়া: ৩/৬৪
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার: ১/১৩৬
(৩) ক. ইমাম ফাসী, মাতলিউল মাসরাত: ২১
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার: ২/২২০
গ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা

অতএব বুঝা গেল যে, অন্যান্য সকল সৃষ্টি মূলতঃ নবী পাকের নূর হতেই সৃষ্টি হয়েছে এবং তা সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। যেমন, আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী বলেন-

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ نُّوْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ

অর্থাৎ, রাসূল পাকের নূর হতে সকল বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[১]

## নূর নবীজীর নূরানী সূরাত বা আকৃতি

নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি হওয়ার পর আল্লাহর ইচ্ছায় ভ্রমণ করতে লাগলেন। মানব জাতির প্রথম মানব বাবা আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে নূররূপে ছিলেন, যা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করতঃ ঐ পবিত্র নূরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ আকৃতিতে শরীর বিশিষ্ট করেছেন। যেমন, ইমাম যারকানী বলেন-

ثُمَّ جَسَّمَ صُوْرَتَهٗ عَلٰى شَكَلٍ اَخَصٍّ مِن ذٰلِكَ النُّوْرِ

অর্থাৎ, অতঃপর নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশেষ আকৃতিতে মুজাস্সাম (শরীর বিশিষ্ট) করা হয়।[২]

ইমাম যারকানী ইবনুল ক্বাত্তান থেকে আরো বর্ণনা করেন যে-

اِنَّ النُّوْرَ النَّبَوِىَّ جُسِّمَ قَبْلَ خَلْقِهٖ بِاِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفِ عَامٍّ

অর্থাৎ, নিশ্চয় নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদম আলাইহিস্ সালাম সৃষ্টির বার হাজার বছর পূর্বে শরীর বিশিষ্ট করা হয়েছে।[৩]

সুতরাং নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে বা আকৃতিতে ছিল। প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহের আলোকে হুযুর পাকের কয়েকটি আকৃতির কথা বর্ণনা করা যায়। যেমন- তারকা রূপে, ময়ূর রূপে, ফেরেশতার সূরতে বা মানবরূপে প্রভৃতি। নিম্নে বর্ণনাসমূহ তুলে ধরা হল।

(১) আল্লামা নাবলুসী, আল হাদিকাতুন নাদিয়াঃ ২/৩৭৫
(২) ইমাম যারকানী, শরাহুল মাওয়াহিবঃ ১/৯৫
(৩) ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিবঃ ১/৯৬

## তারকা রূপে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ كَمْ عُمْرَكَ مِنَ السِّنِيْنَ؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَسْتُ أَعْلَمُ غَيْرَ أَنَّ فِى الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَّطْلَعُ فِىْ كُلِّ سَبْعِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ مَّرَّةً وَّرَأَيْتُهُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ أَلْفَ مَرَّةٍ فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ وَ عِزَّةُ رَبِّىْ جَلَّ جَلاَلُهُ أَنَا ذٰلِكَ الْكَوْكَبُ

অর্থাৎ, নিশ্চয় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বয়স কত? জিব্রাঈল আরয করলেন- আল্লাহর কসম! (আমার বয়সের ব্যাপারে) এটা ছাড়া আমি জানি না যে, চতুর্থ পর্দায় (আসমানে) একটি তারকা প্রতি সত্তর হাজার বছর পর একবার উদিত হতো। আর তা আমি বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- হে জিব্রাঈল, আমার রবের কসম! আমিই ছিলাম সেই তারকা।[১]

## ময়ূররূপে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইমাম গায্যালী তাঁর দাক্বায়েক্বুল আখ্বারে এবং ইমাম আব্দুর রায্যাক হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ হতে মাওক্বূফ বা সাহাবীর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে-

عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ شَجَرَةً وَّلَهَا اَرْبَعَةُ اَغْصَانٍ فَسَمَّاهَا شَجَرَةَ الْيَقِيْنِ ـ ثُمَّ خَلَقَ نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حِجَابٍ مِّنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ مِثْلُهُ كَمَثَلِ الطَّاوُوْسِ وَوَضَعَهُ عَلٰى تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَسَبَّحَ عَلَيْهَا مِقْدَارَ سَبْعِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ خَلَقَ مِرْأَةُ الْحَيَاءِ وَوَضَعَهَا بِاسْتِقْبَالِهٖ فَلَمَّا نَظَرَ الطَّاوُوْسُ فِيْهَا رَأٰى صُوْرَتَهُ أَحْسَنُ صُوْرَةٍ وَأَرِيْنَ هَيْئَةٍ فَاسْتَحْيٰ مِنَ اللّٰهِ فَسَجَدَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَصَارَتْ عَلَيْنَا تِلْكَ

(১) ক. আল্লামা হাক্কী, রূহুল বায়ান: ৩/৫৪৩
খ. আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালাবী, সিরাতে হালবিয়া: ১/৪৯
গ. আল্লামা ইউসূফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার: ৭৭৬

الشَّجَرَاتِ فَرْضًا مُّوَقَّتًا فَاَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمَّتِهٖ ... (الخ)

অর্থাৎ, হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ বলেন- নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা চার শাখা বিশিষ্ট একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করতঃ এর নাম রাখলেন 'শাজারাতুল ইয়াক্বীন'। অতঃপর নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শ্বেত মুতীর পর্দায় ময়ূররূপে গঠন করলেন এবং তা ঐ বৃক্ষে স্থাপন করলেন। অতঃপর সেখানে ৭০ হাজার বছর পর্যন্ত নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর তাসবীহ পাঠরত ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জার আয়না সৃষ্টি করে তাঁর সামনে রাখলেন। আর যখন ঐ আয়নায় ময়ূররূপী নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আকৃতিকে অত্যধিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত দেখলেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট লজ্জিত হয়ে পাঁচবার সিজদা করলেন। আর ঐ সিজদা আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা নবী পাক এবং তাঁর উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করে দিলেন। (শেষ পর্যন্ত)[১]

## তিনটি বিশেষ সূরাত: হাক্কী, মালাকী ও বাশারী

শায়খ ইসমাইল হাক্কী 'সূরা মারয়াম'-এর كهيعص-এর ব্যাখ্যায় ইমাম কাশেফীর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, শায়খ রুকুনুদ্দীন আলাউদ্দৌলা সিম্নানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ফরমান-

حضرت رسالت را صلى الله عليه وسلم سه صورة تست يكى بشرى كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الكهف: ١١٠) دوم ملكى چناكه فرمودست (لَسْتُ كَأَحَدٍ اُبَيِّتُ عِنْدَ رَبِّىْ) سوم حقى كَمَا قَالَ: (لِىْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِىْ فِيْهِ مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ وَّلَا نَبِىٌّ مُّرْسَلٌ) وازين و روشنتر (مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ)

অর্থাৎ, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিনটি সূরত রয়েছে। একটি, বাশারী বা মানবীয় সূরাত। যেমন, আল্লাহর বাণী قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (আপনি বলুন, আমি তোমাদের ন্যায় বাহ্যিক আকৃতিতে

(১) ক. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ, আল জুযউল মাফকূদ: ৫১, ৫৩
খ. ইমাম গাযযালী, দাক্বায়েকুল আখ্বার: ৯

একজন মানুষ)। দ্বিতীয়টি হল, সূরাতে মালাকী বা ফেরেশতার সূরাত। যেমন, নবীজী নিজেই ফরমান- لَسْتُ كَأَحَدٍ أُبَيِّتُ عِنْدَ رَبِّيْ (আমি তোমাদের কারো মত নই, আমি আমার রবের নিকট রাত্রি যাপন করি)। তৃতীয়টি হল, সূরাতে হাক্বী বা প্রকৃত সূরাত। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে, নবীজী ইরশাদ করেন- لِيْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِيْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَّلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ(আল্লাহর সাথে আমার এমন একটি বিশেষ সময় রয়েছে যাতে নৈকট্যপ্রাপ্ত কোন ফেরেশতা এবং কোন নবী-রাসূল পৌঁছতে পারেনি)। এর চেয়েও স্পষ্ট বর্ণনা হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী ফরমান- مَنْ رَأَنِيْ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (যে আমাকে দেখল, সে যেন হককেই দেখল)। অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর তাজাল্লিয়াতের আয়না স্বরূপ।[১]

অতএব, বুঝা গেল যে, হুযুর পাক কখনো সুরতে হাক্বীতে ছিলেন, কখনো ফেরেশতা রূপে, কখনো মানব রূপে, কখনো তারকারূপে আবার কখনো বা ময়ূররূপেও ছিলেন। কাজেই ফেরেশতার সূরাত, তারকার সূরাত, ময়ূরের সূরাত বা মানব সূরাত এগুলো হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বা মূল নয়।

## নূর নবীজীর নবুয়্যাত কখন থেকে?

আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর নবীগণের মধ্যেও নবুয়্যত প্রাপ্তির দিকে তিনিই সর্বপ্রথম কিন্তু প্রেরণের দিক থেকে সর্বশেষ। মানব জাতির প্রথম মানব হলেন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তাঁর পূর্বে কোন মানুষ ছিল না এবং প্রেরণের দিক থেকে তিনিই সর্বপ্রথম নবী। আর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তখনই নবুয়্যত দেয়া হয়েছে যখন আদম নবীকে সৃষ্টিই করা হয়নি। এ ব্যাপারে নিম্নে হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

### হযরত আদম সৃষ্টির পূর্বেই হুযুর পাকের নবুয়্যত

১. আমীরুল মু'মিনীন, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ جَعَلْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ وَاٰدَمُ مُنْجَدِلٌ فِيْ الطِّيْنِ

(১) আল্লামা হাক্কী, রূহুল বায়ানঃ ৫/৩১৪

অর্থাৎ, হযরত ফারুকে আযম বলেন, রাসূল পাকের নিকট জানতে চাওয়া হল যে, আপনি কখন থেকে নবী? নবীজী ইরশাদ করেন, যখন আদম মাটির সাথে একাকার ছিল।[১]

২. হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে-

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتٰى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالطِّيْنِ مِنْ اٰدَمَ

অর্থাৎ, হযরত জাবের বলেন, কোন এক ব্যক্তি রাসূল পাককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কখন থেকে নবী? জবাবে নবীজী ফরমান- যখন আদম রূহ্ এবং মাটির মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন।[২]

৩. হযরত ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুসহ আরো অনেক সাহাবা হতে বর্ণিত যে, কোন ব্যক্তি নবী পাককে জিজ্ঞাসা করলেন- আপনার নবুয়াত কখন থেকে? জবাবে নবীজী ফরমান-

كُنْتُ نَبِيًّا وَّ اٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَ الْجَسَدِ

অর্থাৎ, আমি তখন নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস্ সালাম দেহ ও রূহের মধ্যে ছিলেন।[৩]

৪. শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী বলেন-

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ نَبِيًّا وَّ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّيْنِ

অর্থাৎ, নবীজী ইরশাদ করেন- আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত।[৪]

---

(১) ক. আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়াঃ ৭/১২২ ও ৯৫৩
খ. ইমাম তাবারানী, আল মু'জামুল কাবীরঃ ২২/৩৩৩, হাদীসঃ ৮৩৫
গ. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরাঃ ১/৮; আল হাভী লিল ফাতাওয়াঃ ২/১০০
ঘ. ইবনু কাছীর, আল বিদায়াঃ ২/৩০৭ ও ৩২০
(২) ক. ইবনু সা'দ, আত-তবকাতুল কুবরাঃ ১/১৪৮
খ. তকীউদ্দীন সুবকী, তা'জীমে মুনতাহাঃ ১৫
(৩) ক. ইমাম বুখারী, আত্ তারীখুল কাবীরঃ ৭/১৫৮
খ. ইমাম তিরমিযী, আস্ সুনান
গ. খতিব তিবরিযী, মিশকাতঃ ৫১৩
ঘ. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়িসুল কুবরাঃ ১/৩
ঙ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মালঃ ১৭/৫৪
(৪) ক. শায়খ ইবনু আরাবী, ফুতুহাতে মক্কীয়াঃ ১৭৪
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহারঃ ১/১১৫

৫. শায়খ সামীন ক্বাদেরী আল-মাদানী বর্ণনা করেন-

فَكَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لِاَنَّهٗ اَوَّلُهُمْ اِذْ كَانَ نَبِيًّا وَّ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّيْنِ بَلْ كَانَ نَبِيًّا وَّلَااٰدَمُ وَلَا الْمَاءُ وَلَا طِيْنٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, আর তিনি সর্বশেষ নবী হলেও প্রথম। কেননা রাসূল তখনও নবী ছিলেন যখন আদম মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত। আর তিনি তখন নবী যখন না ছিল আদম, না পানি, না মাটি; শুধু রাসূলই ছিলেন।

আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার: ৩/১৬৭

## একটি প্রশ্ন ও জবাব

শরহে আক্বায়েদে নাসাফীসহ অন্যান্য আক্বীদার কিতাবে নবীর সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করা হয়েছে যে- "নবী সেই পুরুষ মানুষকে বলা হয়, যাকে আল্লাহ্ শরীয়তে বিধি-বিধান পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করেছেন।" এজন্য নবী মানব ছাড়া অন্য কোন জাতের হন না এবং কোন মহিলা নবী হননা। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ, আমি আপনার পূর্বেও যাদেরকে ওহী দিয়েছি (নবুয়ত দিয়েছি) তাঁরা পুরুষ মানুষ।

সূরা নাহল: ৪৩

অন্যত্র এসেছে-

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ, মানুষের জন্য এটা আশ্চর্য্য নয় যে, আমি তাঁদের মধ্য থেকে একজন পুরুষকে ওহী প্রেরণ করেছি তথা নবী হিসেবে মনোনীত করেছি।

সূরা ইউনুস: ২

আরো ইরশাদ হয়েছে-

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَّ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ মনোনীত করে নেন রাসূলগণকে ফেরেশতাদের থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকেও।

সূরা হাজ্জ: ৭৫

এখানে মানুষের মধ্য থেকে বলতে হুযুর পাককে বুঝানো হয়েছে বলে তাফসীরাতের কিতাবে এসেছে।

আলোচ্য বর্ণনাসমূহের আলোকে বুঝা গেল যে, নবী হওয়ার জন্য জাতিতে মানব বা মানুষ হওয়া শর্ত, অথচ নবীজীর নবুয়্যত তো তখন থেকেই যখন মানব জাতির প্রথম মানব বাবা আদমেরও সৃষ্টি হয়নি।

এর সমাধান কল্পে মুফতী আহ্মাদ ইয়ার খান নঈমী সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন তাঁর 'রিসালায়ে নূর' পুস্তিকায়। তিনি বলেন- "উক্ত সংজ্ঞা হল ব্যক্তি নবীর। হাক্বীক্বতে নবীর সংজ্ঞা নয়। হুযুর ঐ সময় নবী যখন ইনসানিয়াত বা মানবতার কোন নিদর্শনই ছিল না। কারণ এখনও প্রথম মানব তথা মানব জাতির পিতা হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মানব সৃষ্টির উপাদান এবং স্থানও তৈরী হয়নি। অথচ নবী করিম-এর নবুয়াত এ স্থান ও কালের অনেক পূর্বেই তৈরী।"[১]

অনুরূপ জা'আল হক কিতাবেও তিনি বলেন-

نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں جن یا فرشتہ نہیں ہوتے یہ دنیاوی احکام ہیں ورنہ بشریت کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہوتی کیونکہ وہ ہی ابوالبشر ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت نبی جبکہ آدم علیہ السلام آب وگل میں ہیں

অর্থাৎ, নবী মানব জাতির মধ্যেই এসে থাকেন এবং মানুষই হন জিন কিংবা ফেরেশতা নন। এটাতো দুনিয়াবী একটি বিধান মাত্র। অন্যথায় মানব জাতির শুরুই হয়েছে আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে। কেননা তিনি আবুল বাশার (মানব জাতির পিতা)। আর হুযুর পাক তো ঐ সময় থেকেই নবী হিসেবে ছিলেন, যখন আদম নবী মাটি ও পানিতে একাকার ছিলেন।[২]

সুতরাং নবী মানব জাতিতে হবে এটা হল একটি পার্থিব বা দুনিয়াবী বিধান মাত্র। আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়ায় মানবরূপেই আগমন করেছেন। কিন্তু হুযুর পাকের নবুওয়াত মানব জাতি সৃষ্টিরও অনেক পূর্বে। আর এটাও প্রমাণিত হল যে, আমাদের হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার জন্য জাতিতে মানব হওয়া শর্ত নয়।

(১) মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, রিসালায়ে নূর
(২) মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, জা'আল হক: ১ম খণ্ড

## মানব জাতিতে নূর নবীজীর আগমন

ইমাম বাগাভী তাফসীরে মা'আলিমুত্ তানযীলে, আল্লামা ইসমাইল হাক্কী রূহুল বায়ানে, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন- "আল্লাহ্ পাক প্রথমে আকাশসমূহ সৃষ্টি করেন এরপর যমীনসমূহ এবং ফেরেশতাকুল। তারপর ফেরেশতাদেরকে আকাশে এবং জ্বিনদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেন। জ্বিনেরা দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকে। শুরু হয় হিংসা, দ্বেষ ও অশান্তি, অবশেষে রক্তপাত। এ বিপর্যয় উৎখাতের জন্য আল্লাহ্ পাক তখন পৃথিবীতে এক বিশাল ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করলেন।"

এরপর ফেরেশতারা জ্বিনদেরকে ধ্বংস করলেন এ সকল ফেরেশতাদের নেতৃত্বে ছিল ইবলিস। তখন ইবলিস হলো জমিন ও আকাশের একচ্ছত্র অধিপতি। তাই কখনো সে ধরাধামে, কখনো ঊর্ধ্বধামে, আবার কখনো জান্নাতে আল্লাহর ইবাদাত করতে লাগল। এ অনন্য পদ মর্যাদা তাকে অহংকারী করে তুললো। সে ভাবতে লাগলো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। শুরু হলো নতুন অধ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাকুলকে লক্ষ্য করে বললেন-

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করব।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাযহারীতে এসেছে যে, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে ইরশাদ করলেন- "আল্লাহ্ পাক মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পর্বতরাজি রবিবারে, বৃক্ষলতা সোমবারে, অসৎ কর্মসমূহকে মঙ্গলবারে, নূর বা জ্যোতিকে বুধবারে, পশুকুলকে বৃহস্পতিবারে এবং সবশেষে শুক্রবারে তিনি সৃষ্টি করছেন হযরত আদমকে। তখন ছিল আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়।"[২]

## মানব জাতির সূচনা ও হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সৃষ্টি

হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে-

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ

(১) সূরা বাকারা: ৩০

(২) আল্লামা পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী

قَبْـضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ آدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَـضُ وَالْاَسْـوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالْخَبِيْثِ وَالطَّيِّبِ وَالسَّهْلِ وَالْحُزْنِ وَ بَيْنَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ, রাসূল পাক ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা আদম নবীকে সমগ্র পৃথিবী থেকে সংগৃহিত এক মুঠো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাই মাটি অনুপাতে আদম সন্তানদের কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ গৌর বর্ণ হয়। কেউ মাঝামাঝি বর্ণের হয়। আবার কেউ হয় নোংরা, কেউ হয় পরিচ্ছন্ন, কেউ কোমল, কেউ পাষাণ, কেউবা এগুলোর মাঝামাঝি।

ইমাম সুদ্দী ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদসহ কতিপয় সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা কিছু কাঁদা মাটি নেয়ার জন্য জিব্রাঈলকে যমীনে প্রেরণ করেন। তিনি এসে মাটি নিতে চাইলে যমীন বলল, তুমি আমার অঙ্গহানি করবে বা আমাতে খুঁত সৃষ্টি করবে, এ ব্যাপারে তোমার নিকট থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। ফলে জিব্রাঈল মাটি না নিয়েই ফিরে গিয়ে বললেন, হে আমার রব! যমীন তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমি তাকে ছেড়ে এসেছি। এবার আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মীকাঈল কে প্রেরণ করেন। তিনিও একইভাবে ফিরে যান। এবার আল্লাহ্ পাক হযরত আযরাঈলকে প্রেরণ করেন। যমীন তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তিনি বললেন আমিও আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন না করে শুন্য হাতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর পানাহ চাই। এ কথা বলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে সাদা, লাল ও কালো রঙ্গের কিছু মাটি সংগ্রহ করে মিশিয়ে নিয়ে চলে যান। এ কারণেই হযরত আদম-এর সন্তানদের একেকজনের রং একেক রকম হয়ে থাকে। হযরত আযরাঈল মাটি নিয়ে উপস্থিত হলে মাটিগুলো ভিজিয়ে নেওয়া হয়। এতে তা আঠালো হয়ে যায়। এরপর তিনি ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

اِنِّـىْ خـَالِـقٌ بَشَـرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ

(১) ক. ইবনু কাছীর, আল বিদায়া: ১/৮৫
খ. ইমাম আবু দাউদ, আস্ সুনান
গ. ইমাম তিরমিযী, আস্ সুনান
ঘ. ইবনু হিব্বান, আস্ সহীহ

অর্থাৎ, কাদামাটি দ্বারা আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাঁকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ্ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।[১]

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেন, যাতে ইবলিস তাঁর ব্যাপারে অহংকার করতে না পারে। তারপর মাটির তৈরী এ মানব দেহটি (দুনিয়াবী হিসেবে) একটানা ৪০ বছর পর্যন্ত এভাবে পড়ে থাকে, আর এ চল্লিশ দিন ছিল (আসমানী হিসেবে) জুমু'আর দিনের অংশ বিশেষ। এবার তা পোড়ামাটির মত শুকনো ঠনঠনে মাটিতে রূপান্তরিত হয়। কুরআন পাকে এসেছে-

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

অর্থাৎ, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।[২]

এরপর তাঁর মধ্যে রূহ্ সঞ্চার করার সময় হলে আল্লাহ্ তাতে রূহ্ সঞ্চার করলেন। তখন আদম আলাইহিস্ সালামের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত লম্বা এবং প্রস্থ ছিল সাত হাত।

এরপর আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে বললেন-

اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ

অর্থাৎ, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতএব সকলে সিজদায় পতিত হল কিন্তু ইবলিস সিজদা করেনি।[৩]

আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন যেখানে আমি তোমাকে সিজদা করতে বললাম, সেখানে কিসে তোমাকে সিজদা করতে বিরত রাখল? জবাবে ইবলিস বলল-

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

অর্থাৎ, আমি তাঁর থেকে উত্তম। কেননা আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাঁকে মাটি থেকে।[৪]

অন্যত্র এসেছে-

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

(১) সূরা হিজর: ২৮
(২) সূরা রহমান: ১৪
(৩) সূরা আ'রাফ: ১১
(৪) সূরা আ'রাফ: ১২

অর্থাৎ, ইবলিস বলল, আমি 'বাশার' বা মানুষকে সিজদা করব না। যাকে আপনি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[১]

অতঃপর আল্লাহ্ ইবলিসকে লক্ষ্য করে বললেন-

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ

অর্থাৎ, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কারণ তুমি বিতারিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর লা'নত বর্ষিত হোক।[২]

(ইবনু কাছীর-এর আল বিদায়া হতে সংক্ষেপিত)

✓**নোট:** কুরআন পাকে ইবলিস হযরত বাবা আদমকে সিজদা না করার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলো-

১. আদম নবী বাশার বলে অবজ্ঞা করা,

২. তাঁকে মাটির তৈরী বলা এবং

৩. অহংকার বশতঃ নিজেকে বড় ভাবা।

অর্থাৎ, আদম নবীকে আল্লাহ্ বাশার করেই সৃষ্টি করেছেন এবং মাটি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, যা আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন। অথচ একই কথা ইবলিস যখন বলেছে তখন সে অভিশপ্ত হয়েছে। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন স্রষ্টা হিসেবে, আর সে বলেছে সৃষ্টি হিসেবে এবং বাবা আদমের মর্যাদাকে ছোট করার জন্য। কাজেই আজও যারা নবীগণের শান ও মর্যাদাকে কমানোর জন্য মানুষ বা আমাদের মত মানুষ বলে, মাটির তৈরী বলে তাদের অবস্থাও কি ইবলিসের মতই নয়?

এরপর বাবা আদম থেকে হযরত মা হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন, যাতে সে তাঁর নিকট শান্তি পায়।[৩]

সূরা নিসার ১ম আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে এসেছে,

---

(১) সূরা হিজর: ৩৩

(২) সূরা হিজর: ৩৪-৩৫

(৩) সূরা আ'রাফ: ১৮৯

খোদায়ী হিকমতের মাধ্যমে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর বাম পার্শ্বের হাঁড় তাঁর নিদ্রাকালে বের করে নেয়া হয় এবং তা থেকে তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়।

এরপর তাঁরা উভয়ে জান্নাতে কিছুকাল বসবাস করতে থাকেন এবং এরপরে উভয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। আর তাঁদের থেকে মানব জাতির বংশ বিস্তার শুরু হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

يَـاَيُّهَـا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

অর্থাৎ, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন। যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।[১]

অন্য আয়াতে এসেছে-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا

অর্থাৎ, হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।[২]

## মানব জাতি সৃষ্টির উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

কুরআন মাজীদে এসেছে-

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا

অর্থাৎ, আর তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ে পর্যায়ে।[৩]

কাজেই পবিত্র কুরআনে আমরা মানব সৃষ্টির কয়েকটি ধাপ ও অবস্থা দেখতে পাই। যেমন- হযরত বাবা আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সৃষ্টি একরকম, মা হাওয়া আলাইহাস সালাম-এর সৃষ্টি একরকম, অন্যান্য সকল মানুষের সৃষ্টি এক রকম, আবার হযরত ঈসা নবীর সৃষ্টি আরেক রকম।

(১) সূরা নিসা: ১
(২) সূরা হুজুরাত: ১৩
(৩) সূরা নূহ: ১৪

## ❖ হযরত আদম সরাসরি মাটি হতে সৃষ্টিঃ

১. আল্লাহ্ বলেন- خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ অর্থাৎ, আমি তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।[১]

২. আরো ফরমান- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ অর্থাৎ, আমি মানুষকে মাটির সারাংশ হতে সৃষ্টি করেছি।[২]

৩. অন্যত্র বলেন- خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ অর্থাৎ, আমি মানুষকে এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।[৩]

৪. আরো ফরমান-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে পঁচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।[৪]

## ❖ মা হাওয়ার সৃষ্টি বাবা আদমের বাম পাঁজরের হাঁড় দ্বারাঃ

১. তাফসীরে ইবনে কাছীরে এসেছে-

خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعَةٍ الْاَيْسَرِ مِنْ خَلْفِهٖ وَهُوَ نَائِمٌ

অর্থাৎ, মা হাওয়াকে বাবা আদমের বাম পাঁজরের হাঁড় থেকে সৃষ্টি করেছেন এমতাবস্থায় যে, বাবা আদম ঘুমন্ত ছিলেন।[৫]

২. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রয়েছে যে-

اِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ

অর্থাৎ, মেয়েদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়।[৬]

৩. তাফসীরে মাযহারীতে সূরা নিসার ১ম আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে

---

(১) সূরা আলে ইমরানঃ ৫৯
(২) সূরা মু'মিনুনঃ ১২
(৩) সূরা সাফ্ফাতঃ ১২
(৪) সূরা হিজরঃ ২৬
(৫) ইবনু কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ২/২০৬
(৬) ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহ

যে, আবু শায়খ হযরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম- হযরত হাওয়াকে হযরত আদমের পিছন দিককার হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. আল্লামা কাসতালানী বলেন-

ثُمَّ خَلَقَ تَعَالٰى لَهُ حَوَّاءَ زَوْجَتَهُ مِنْ ضِلْعٍ مِّنْ أَضْلَاعِهِ الْيُسْرٰى

অর্থাৎ, অতঃপর হাওয়াকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে তাঁরই বাম পাঁজরের হাঁড় থেকে সৃষ্টি করলেন।[১]

## ❖ অন্যান্য মানুষের সৃষ্টি নুত্ফা হতে:

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

فَإِنَّهُ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ

অর্থাৎ, আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে অতঃপর বীর্য হতে।[২]

২. অন্যত্র বলেন-

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

অর্থাৎ, তিনি তাকে কি বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সু-পরিমিত করেছেন।[৩]

৩. আরো বলেন-

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ . يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

অর্থাৎ, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু হতে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃষ্টি হয়েছে সবেগে সংখলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্য থেকে।[৪]

৪. এ ব্যাপারে আরো বর্ণনা রয়েছে যে-

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ

(১) আল্লামা কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ১/১০০
(২) সূরা হাজ্জ: ৫
(৩) সূরা আবাছা: ১৮-১৯
(৪) সূরা তারিক্ব: ৫-৭

অর্থাৎ, তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে সৃষ্টি করেন, এক প্রকারের পর আরেক প্রকারে (বীর্য, অতঃপর রক্তপিন্ড, এরপর মাংসপিন্ড), তিন রকমের অন্ধকারে (তথা একটি অন্ধকার পেটের, দ্বিতীয়টি অন্ধকার গর্ভের এবং তৃতীয় অন্ধকার জরায়ুর)।[১]

বুঝা গেল যে, সাধারণতঃ মানুষের সৃষ্টি হয় মায়ের গর্ভেই নুত্ফা বা বীর্য দ্বারা এবং তা পূর্ব হতে বংশানুক্রমে স্থানান্তর হয়ে আসে না। বরং মাতৃগর্ভে শরীর সৃষ্টি হওয়ার পরই আলমে আরওয়াহ হতে এর মধ্যে রূহ্ সংযোজন করা হয়।

## ❖ হযরত ঈসা নবীর সৃষ্টি জিব্রাঈলের ফুঁক থেকে:

হযরত জিব্রাঈলকে আল্লাহ্ পাক একজন সুঠাম পুরুষের সূরাতে মা মারয়াম-এর নিকট পাঠালেন এবং হযরত জিব্রাঈল তাঁকে বললেন যে, তোমার রবের পক্ষ হতে তোমাকে একটি পবিত্র পূত্র (ঈসাকে) দান করব। তা শুনে মা মারয়াম বললেন-

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا. قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

অর্থাৎ, আমার পূত্র কোত্থেকে হবে, আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি, না আমি ব্যভিচারিনী! জিব্রাঈল বললেন, এরূপই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং এ জন্য যে, আমি তাঁকে মানুষের জন্য নিদর্শন করবো এবং আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ। আর এ কাজটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে।[২]

তাফসীরের কিতাবে এসেছে- তখন জিব্রাঈল মারয়াম-এর জামার বুকের দিকে উন্মুক্ত অংশ অথবা আস্তীনে কিংবা আঁচলে অথবা মুখের দিকে ফুঁক দিলেন এবং তিনি আল্লাহর কুদরতে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হয়ে যান। তখন মারয়ামের বয়স ছিল তের কিংবা দশ বছর।[৩]

উদ্ধৃত আলোচনাসমূহ হতে বুঝা গেল যে-

❖ বাবা আদমের সৃষ্টি সরাসরি মাটি থেকে,

(১) সূরা যুমার: ৬
(২) সূরা মারয়াম: ২০-২১
(৩) আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, খাযাইনুল ইরফান

❖ মা হাওয়ার সৃষ্টি বাবা আদমের বাম পাঁজরের হাঁড়-থেকে,

❖ হযরত ঈসার সৃষ্টি জিব্রাঈলের ফুৎকারে এবং

❖ সাধারণ অন্যান্য সকল মানবজাতির সৃষ্টি পিতা-মাতার মিশ্রিত বীর্য বা মনি থেকে এবং মানুষ সৃষ্টির উপাদান বা মাদ্দাহও সৃষ্টি হয় পিতার মাতার মাধ্যমেই, তা পূর্ব পুরুষ হতে স্থানান্তরিত হয়ে আসে না। এখন আমরা দেখব হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতিতে মানবীয় পোষাকে কিভাবে আগমন করেছেন।

## মানব বেশে নূর নবীজীর আগমন

মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির প্রথম মানব হযরত বাবা আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করতঃ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মধ্যে আমানত রাখলেন। অতঃপর ঐ নূরসহ বাবা আদম পৃথিবীতে আসলেন। পর্যায়ক্রমে সে নূর পবিত্র থেকে পবিত্র ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে করতে অবশেষে হযরত আব্দুল্লাহ্ ও আমেনার মাধ্যমে এ ধরাধামে মানবরূপ নিয়ে আগমন করেন। যেমন-

১. এ ব্যাপারে ইমাম আহ্মাদ কাসতালানী বলেন-

وَفِى الْخَبَرِ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى آدَمَ جَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرَ فِىْ ظَهْرِهٖ فَكَانَ يَلْمَعُ فِىْ جَبِيْنِهٖ فَيَغْلَبُ عَلٰى سَائِرِ نُوْرِهٖ ثُمَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى سَرِيْرَ مَمْلَكَتِهٖ وَحَمَلَهُ عَلٰى اَكْنَافِ مَلَائِكَتِهٖ وَأَمَرَهُمْ فَطَافُوْا بِهِ السَّمٰوَاتِ لِيَرٰى عَجَائِبَ مَلَكُوْتِهٖ

অর্থাৎ, হাদীস শরীফে রয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, ঐ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন। যার ফলে আদমের পেশানী চমকাতে লাগল, আর তা অন্যান্য সকল নূরের উপর প্রাধান্য পেল। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে স্বীয় রাজকীয় সিংহাসনে উত্তোলন করলেন এবং তা ফেরেশতাদের ডানায় স্থাপন করে দিলেন। আর তাঁদেরকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা হযরত আদমকে আকাশমন্ডলী প্রদক্ষিণ করাও, যাতে সে আমার রাজত্যের আশ্চর্য্য বিষয়াবলী দেখতে পারে।[১]

২. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে নূরের শেষ দিকে রয়েছে-

(১) ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ১/৯৬

ثُمَّ خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ مِنَ الْاَرْضِ وَرَكَّبَ فِيْهِ النُّوْرَ فِيْ جَبْهَتِهٖ ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلٰى شِيْثٍ وَلَدَهٗ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلٰى طَاهِرٍ وَّ مِنْ طَيِّبٍ إِلٰى طَيِّبٍ إِلٰى اَنْ وَصَلَ إِلٰى صُلْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ اَخْرَجَنِيْ إِلَى الدُّنْيَا فَجَعَلَنِيْ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ هٰذَا كَانَ بَدْءُ نُوْرٍ يَا جَابِرُ .

অর্থাৎ, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন এবং ঐ নূরকে তার ললাটে স্থাপন করলেন। তারপর ঐ নূর তাঁর নিকট থেকে স্থানান্তর হয়ে তাঁর পুত্র শীষ-এর নিকট চলে আসে। এভাবে পবিত্র ব্যক্তি হতে পবিত্র ব্যক্তির নিকটে উত্তম ব্যক্তি হতে উত্তম ব্যক্তির নিকট ঐ নূর স্থানান্তর হতে থাকে। অবশেষে তা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পৃষ্ঠদেশে আসে। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে পৃথিবীতে বের করলেন এবং আমাকে নবীগণের সরদার, শেষ নবী, সমস্ত জগতের রহমত এবং ধবধবে সাদা ললাট ও শুভ্র হাত-পা বিশিষ্টদের দিশারী করেছেন। হে জাবির! এ হল তোমার নবীর নূরের সূচনা।[১]

৩. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী হাদীসটি নকল করেন-

اَخْرَجَ اِبْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْعَدْنِيْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُوْرًا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ بِاَلْفَيْ عَامٍّ يُسَبِّحُ ذٰلِكَ النُّوْرُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيْحِهٖ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْقٰى ذٰلِكَ النُّوْرَ فِيْ صُلْبِهٖ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْبَطَنِيَ اللّٰهُ اِلَى الْاَرْضِ فِيْ صُلْبِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَلَنِيْ فِيْ صُلْبِ نُوْحٍ وَّ قَذَفَ فِيْ صُلْبِ اِبْرَاهِيْمَ

অর্থাৎ, হযরত ইবনু আবী উমর আল-আদনী ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নিশ্চয় কুরাইশী নবী (অর্থাৎ, কুরাইশ বংশে আগমন করলেও মূলতঃ তিনি) মাখলুক সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর দরবারে নূর ছিলেন। সেই নূর তাসবীহ পাঠ করতো। আর ফেরেশতাগণও তাঁর সাথে তাসবীহ পড়ত। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমকে সৃষ্টি

(১) ক. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ, আল জুযউল মাফকুদ: ১/৭৫
খ. ইমাম নববী, আদ্দুরারুল বাহিয়্যাহ ফি শারহি খাসায়িসিন নববীয়্যাহ: ৪-৮
গ. আল্লামা ইউসূফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার
ঘ. আল্লামা শফী উকাড়বী, যিকরে হাসীন: ২৩-২৪

করলেন তখন আদম-এর পৃষ্ঠদেশে সেই নূর মুবারক স্থাপন করলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশে থাকা অবস্থায় জমিনে পাঠালেন। অতঃপর হযরত নূহ-এর পৃষ্ঠে আমাকে স্থাপন করলেন। বংশ পরম্পরায় আমাকে হযরত ইব্রাহীম-এর পৃষ্ঠ দেশে থাকাকালিন নমরূদের তৈরী আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এভাবে স্থানান্তরিত হতে হতে পবিত্র পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র রেহেমে স্থানান্তরিত হতে থাকি, এমনকি আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত। আমার পূর্ব পুরুষের মধ্যে কখনই যিনা সংঘটিত হয়নি।[১]

৪. ইমাম কাস্তালানী বর্ণনা করেন-

فَقَالَ سَهْلٌ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التَّسْتَرِىُ فِيْمَا رَوَاهُ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِىُّ الْحَافِظُ لَمَّا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَلْقَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَطْنِ آمِنَةَ لَيْلَةَ رَجَبٍ وَّكَانَتْ لَيْلَةُ جُمُعَةٍ أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ رِضْوَانَ خَازِنِ الْجِنَانِ أَنْ يَّفْتَحَ الْفِرْدَوْسَ وَنَادٰى مُنَادٍ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ أَلَا إِنَّ النُّوْرَ الْمَخْزُوْنَ الْمَكْنُوْنَ الَّذِىْ يَكُوْنُ مِنْهُ النَّبِىُّ الْهَادِىُّ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَسْتَقِرُّ فِىْ بَطْنِ آمِنَةَ الَّذِىْ يُتِمُّ فِيْهِ خَلْقَهٗ وَيُخْرِجُ اِلَى النَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا

অর্থাৎ, সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ তস্তরী বলেন, যা হাফিয খতীবে বাগদাদী রেওয়ায়াত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত আমেনার পেট মুবারকে স্থাপন করতে চাইলেন, তা রজব মাসের এক রাত্রি এবং তা জুমু'আর রাত্রি ছিল। আল্লাহ্ ঐ রাত্রিতে জান্নাতসমূহের দারোয়ান রিদ্বওয়ানকে আদেশ করলেন জান্নাতুল ফিরদাউসকে উন্মোক্ত করে দিতে। আর এক আহ্বানকারী আসমান ও যমীনে ঘোষণা করলেন যে, শোন! নিশ্চয় সূরক্ষিত ভান্ডার সেই মহান নূর এ রাত্রিতে আমেনার পেট মুবারকে অবস্থান করছে। যিনি হেদায়াতকারী নবী, যিনি পূর্ণতা দান করবেন তাঁর সৃষ্টিকে, আর মানব মন্ডলীতে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত হবেন।[২]

৫. সহীহ্ সূত্রে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইরবাদ্ব বিন সারিয়া থেকে বর্ণিত রয়েছে যে-

(১) ইমাম সূয়ূতী, আদ্ দুররুল মানছুর: ৪/৩২৯
(২) ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ১/১৯৪

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَّةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ وَسَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبَشَارَةُ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

অর্থাৎ, নবী পাক হতে বর্ণিত যে, তিনি ইরশাদ করেন- নিশ্চয় আমি আল্লাহর দরবারে খাতামুন নাবিয়ীন হিসেবে মনোনিত ছিলাম, ঐ সময় হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর দেহ মুবারক মাটিতে মিশ্রিত ছিল। আর অচিরেই তোমাদেরকে আমার প্রথম অবস্থার সংবাদ দিব যে, আমি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দু'আ, হযরত ঈসার সুসংবাদ এবং আমার আম্মাজানের চাক্ষুস দর্শন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালীন সময়ে দেখেছিলেন; নিশ্চয় তাঁর থেকে এক নূর প্রকাশ হয়েছিল, যার দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়েছিল।[১]

৬. অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবীজী ইরশাদ করেন-

وَ اِنَّ اُمِّىْ رَأَتْ فِىْ بَطْنِهَا نُوْرًا قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ بَصَرِى النُّوْرَ فَجَعَلَ النُّوْرُ يَسْبِقُ بَصَرِىْ حَتّٰى اَضَاءَ لِىْ مَشَارِقُ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبُهَا

অর্থাৎ আমার আম্মাজান দেখলেন যে, তাঁর পেটে নূর অবস্থান করছে। তিনি বলেন, অতঃপর নূরের দিকে আমি চক্ষু ফিরালাম, নূরের প্রখরতা আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ম্লান করে দিচ্ছিল। এমনকি ঐ নূরের আলোতে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা দুনিয়া আমার নিকট আলোকিত ও প্রকাশিত হয়ে গেল।[২]

## নুক্তা বা সুক্ষ্ম কথা

উল্লেখিত আলোচনাসমূহ হতে যে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তা হলো-

☞ আদম আলাইহিস্ সালাম-ই সর্বপ্রথম মানুষ, তাঁর পূর্বে কোন মানুষ ছিল না। আর হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বা নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদম সৃষ্টিরও অনেক পূর্বে সৃষ্টি।

---

(১) ক. ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়াত: ২/১৩০
খ. খতীব তিররিযী, মিশকাত: ৫১৩

(২) ক. ইমাম যায়আলী, তাখরীজুল আহাদিসি ওয়াল আছার: ৮৩
খ. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরা

ে সরাসরি মাটি থেকে একমাত্র আদম নবীই সৃষ্টি হয়েছে এছাড়া অন্য কোন মানুষই সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্ট নয় বরং মা হাওয়া আদমের বাম পাজড়ের হাঁড় থেকে, হযরত ঈসা জিব্রাঈলের ফুঁক থেকে, আর অন্যান্য সকল মানুষ নুত্ফা বা বীর্য হতে সৃষ্টি। কাজেই অন্যান্য সকল মানুষই যেখানে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্ট নয়। যেখানে স্বয়ং দয়াল নবীজী কি করে মাটি থেকে সৃষ্ট হবে!

ে আদম নবী মাটি থেকে সৃষ্ট এবং মানুষই বটে, যা আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেই একই কথা যখন ইবলিস বলল, তখন সে বিতারিত ও অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হল। কাজেই বুঝা যায়, কোন নবীর শানকে কমানোর উদ্দেশ্যে বা সামান্য ছোট করার উদ্দেশ্যে নবীগণকে বাশার (মানব) এবং মাটির তৈরী বলা যাবে না।

ে সাধারণত মানুষ সৃষ্টির ধাতু বা উপাদান হল বীর্য, যা মাতা-পিতা যৌবনে পদার্পন করলে তাদের মাঝে মাটিতে উৎপাদিত খাদ্য-দ্রব্যের মাধ্যমে তৈরী হয়, পূর্ব পুরুষদেরকে থেকে তা প্রত্যাবর্তন হয়ে আসে না। এমনকি মাতা-পিতা নাবালক অবস্থায়ও তাদের মধ্যে এ নুত্ফা থাকে না।

ে আর হুযুর পাকের সৃষ্টি মাদ্দাহ্ বা উপাদান হল 'নূর', মাটি নয়; এমনকি সাধারণ নুত্ফা বা বীর্যও নয়। আর সে 'নূর' হযরত আদম সৃষ্টির পূর্বেই ছিল। হযরত আদমকে তৈরী করে তাঁর মধ্যে সে নূর আমানত রাখা হল।

ে পরে সে নূরই পবিত্র ব্যক্তিগণের মাধ্যম হয়ে প্রত্যাবর্তন হতে হতে শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহর মাঝে আসল। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ হতে সে 'নূর' (মাটি বা সাধারণ নুত্ফা নয়। বরং আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়ার ইবারতে নূরই বলা হয়েছে)হযরত আমেনার গর্ভে স্থানান্তর হয়।

ে সবশেষে সেই নূরই মানবরূপ ধারণ করে মানব জাতিতে আগমন করে। আর সে নূরের আলোতে মা আমেনা সারা জাহান আলোকিত দেখতে পান।

## পূর্বোক্ত সকল আলোচনার সারসংক্ষেপঃ নূর সে যুহুর তক

পূর্বোক্ত দলীল ভিত্তিক সকল আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে-

☑ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা 'নূর' তবে অন্য কোন নূরের মত নয় বরং তা নিজে প্রকাশিত ও অন্যকে প্রকাশকারী বা নূর দানকারী অর্থে।

☑ আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যখন সৃষ্টি বলতে আর কিছুই ছিল না।

- ☑ নিঃসন্দেহে হুযুর পাকের নূরকে আল্লাহর যাতী নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে আল্লাহর সত্তা বা যাত নবীর নূরের মাদ্দাহ নয়।
- ☑ অতঃপর নবী পাকের নূর হতেই আরশ, কুরসি, লওহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন, ফেরেশতা, জ্বীন-ইনসান তথা অন্যান্য সকল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন।
- ☑ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবাকৃতি ছাড়াও আরো অনেক সূরাতে ছিলেন। যেমন- তারকা, ময়ূর প্রভৃতি।
- ☑ এরপর মানব জাতির প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করলেন মাটি দ্বারা।
- ☑ হযরত আদমকে সৃষ্টি করে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত আদমের মাঝে স্থাপন করলেন এবং পর্যায়ক্রমে সে নূরই মানব বেশে পৃথিবীর বুক আলোকিত করলেন।

অতএব এ আলোচনা থেকে আমরা হুযুর পাকের দুইটি অবস্থার প্রমাণ পাই। **প্রথমতঃ** তিনিই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি, যখন মানব জাতি সৃষ্টি দূরের কথা অন্য কোন সৃষ্টিই ছিল না। আর এটাই নবী পাকের মূল বা হাক্বীক্বত। **দ্বিতীয়তঃ** মানব সৃষ্টির পর মানববেশে মানব জাতির মধ্য থেকে বাহ্যত মানুষ হিসেবে নবী পাকের প্রকাশ। আর এটা হল নবী পাকের ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ। এক কথায় হুযুর পাকের দুইটি অবস্থা হল-

১. হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বা মূল)।

২. শখছে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হুযুর পাকের ব্যক্তিত্ব বা বাহ্যিক অবস্থা)।

নিম্নে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আসছে। ইন্শাআল্লাহ্!

## হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিত্ব (শখছে মুহাম্মদী) এক কথা, আর হুযুর পাকের হাক্বীক্বত (হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরেক কথা।" [১]

(১) মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, রিসালায়ে নূর

এরপর আরো বলেন- "সুফীগণের দৃষ্টিতে হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হল যাতে মুতলাকা। অর্থাৎ, আল্লাহর যাতের প্রথম অস্তিত্বের নাম। কোন প্রকার দৃষ্টান্ত ছাড়া এটাই বুঝে নিন যে, (আরবী ব্যাকরণে) 'মাসদার'-এর প্রথম অস্তিত্বের নাম হল 'মাদ্বী মুতলাক্ব' যা 'মাসদার' হতে সৃষ্ট। আবার সমস্ত 'সীগাহ্' ঐ 'মাদ্বী মুতলাক্ব' হতে নির্গত। সুতরাং 'মাদ্বী মুতলাক্ব' 'মাসদার'-এর প্রথম অস্তিত্ব এবং অবশিষ্ট অন্যান্য 'সীগাহ্'সমূহ পরবর্তীতে সৃষ্ট। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত তাজাল্লীর কেন্দ্রবিন্দু। হুযুর পাক তাঁর প্রথম তাজাল্লী। আর অন্যান্য সকল সৃষ্টিজগত তাঁরই তাজাল্লীর আলোকে সৃষ্টি। ব্যক্তি মুহাম্মদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি বাহ্যত তোমাদের মত বাশার বা মানব। আর হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নবীজী স্বয়ং ফরমান- كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ অর্থাৎ, আমি ঐ সময় নবী যখন আদম মাটি ও পানির মধ্যে নিহিত।

হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনি হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর বংশোদ্ভুত নন, তেমনি বাশার (মানব) কিংবা بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (তোমাদের মত মানব)-ও নন। তিনি কারো পিতাও নন, আবার কারো সন্তানও নন, বরং সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির উৎস।

প্রকাশ থাকে যে, বাশারিয়াত বা মানবত্বের সূচনা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হতে। আর দয়াল নবীজী তখন হতেই নবী, যখন আদম-এর সৃষ্টির উপাদানও তৈরী হয়নি। যদি তখন হতে তিনি বাশার হতেন তাহলে আদম আলাইহিস্ সালাম বাশারও হতেন না এবং আবুল বাশার (আদি মানব পিতা)-ও হতেন না।

তাই নবীর সংজ্ঞা এভাবে হতে পারে যে, ঐ মানুষটিই নবী যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়তের আহ্কাম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর উক্ত সংজ্ঞা হল ব্যক্তি নবীর, হাক্বীক্বতে নবীর সংজ্ঞা নয়। হুযুর ঐ সময় নবী যখন ইনসানিয়াত বা মানবতার কোন নিদর্শনই ছিল না। কারণ এখনও প্রথম মানব তথা মানব জাতির পিতা হযরত আদমকে সৃষ্টিও করা হয়নি। বরং মানব সৃষ্টির উপাদান এবং স্থানও তৈরী হয়নি। অথচ নবীয়ে করীম-এর নবুওয়াত স্থান ও কালের অনেক পূর্বেকার তৈরী।

বাদামের খোসাকে যেমনি বাদামের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। অনুরূপ বাদামের মগজকেও করা হয়। কিন্তু বাদামের মগজের মর্যাদা এবং খোসার মর্যাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুরূপ হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তি মুহাম্মদ-এর মধ্যে নিহিত। নবী পাক নূর হওয়া, বুরহান হওয়া, আল্লাহর অস্তিত্বের দলীল হওয়া হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উহার গুণাবলী। এ প্রসংগটি মসনবী শরীফের মধ্যে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। মৌলভী আশরাফ আলী থানবীও নশরুত্বীব-এর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন। তাফসীরে রূহুল বায়ানে ৯ম পারার- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ (তিনিই, যিনি তোমাদেরকে এক সত্ত্বা হতে সৃষ্টি করেছেন)-এর তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সমস্ত আত্মা হুযুর পাকের পবিত্র আত্মা মুবারক হতে সৃষ্ট। তাই হুযুর পাক সমস্ত রূহ্ বা আত্মা জগতের পিতা বা আবুল আর্ওয়াহ্।"[১]

## হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাশার বা মানুষ নয়

উল্লেখিত আলোচনা হতে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতি সৃষ্টির অনেক পূর্বেই সৃষ্টি। সুতরাং হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বা মূল মানুষ নয়। বরং হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীকে মানুষ বলা সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহর খিলাফ ও হারাম। যারা হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীকে মানুষ কিংবা জাতিতে মানুষ বলবে এরা হুযুর পাকের প্রথম সৃষ্টি হওয়াকে অস্বীকার করল কিংবা হযরত বাবা আদম আলাইহিস্ সালাম-এর প্রথম মানব হওয়াকে অস্বীকার করল। উভয়টি কুফুরী। কাজেই হুযুর পাক বাশার বা মানব শুধুমাত্র এদিক থেকেই যে, তিনি মানব বেশে এসেছেন। এ বিষয়ে পূর্বে যথেষ্ট দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানেও কিছু অকাট্য দলীল উপস্থাপন করা হল।

### ❖ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত মানব না হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের দলীলঃ

পবিত্র কুরআনে এসেছে-

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

(১) মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, রিসালায়ে নূরঃ ১৩, ১৪

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একই সত্ত্বা তথা আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন।[১]

সুতরাং সকল মানুষ আদম নবী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেগুলোর আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে-

- ✓ সর্বপ্রথম মানুষ আদম আলাইহিস্ সালাম।
- ✓ মা হাওয়া বাবা আদমের বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি।
- ✓ ঈসা নবী জিব্রাঈলের ফুঁক থেকে সৃষ্টি হলেও মারয়ামের গর্ভেই তা সৃষ্টি হয়েছে এবং মা মারয়াম থেকে নাভীর মাধ্যমে খাবার গ্রহণ করেছেন।
- ✓ অন্যান্য মানুষ পিতা-মাতার শরীরে সৃষ্টি নুত্ফা হতে তৈরী এবং তারা মায়ের গর্ভে পরিণত সময়ে নাভী দ্বারা খাদ্যগ্রহণ করে থাকে।

এগুলোতো হলো মানবের বৈশিষ্ট্য। এখন হুযুর পাকের বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন, তা আলোচনা করছি। তা হলো-

- ✓ হুযুর পাকের সৃষ্টি বাবা আদম থেকে নয় বরং সকল সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর অস্তিত্ব।
- ✓ তার মানবীয় শরীর মুবারকের উপাদান বা মাদ্দাহ্ সাধারণ মানুষের মত নুত্ফা নয় বরং নূর। যা বাবা আদম হতে স্থানান্তর হয়ে আসছে।
- ✓ অন্যান্য সৃষ্টির মত তিনি মায়ের গর্ভে দুনিয়াবী খাবার গ্রহণ করেননি। কারণ সাধারণতঃ মায়ের পেটে সন্তান নাভীর মাধ্যমে খাবার গ্রহণ করে, অথচ হুযুর পাকের নাভী মুবারক কর্তিত অবস্থায় ছিল। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: وَلَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُوْنًا مَسْرُوْرًا

অর্থাৎ, হযরত আব্বাস হতে বর্ণিত যে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খৎনা কৃত ও নাভী কর্তিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।[২]

---

(১) সূরা যুমারঃ ৬

(২) ক. ইমাম বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুয়াতঃ ১/১১২
খ. ইমাম হাকীম, মুসতাদরাকঃ ৪/১৫
গ. ইমাম সুয়ূতী, আল জামিউল আহাদীসঃ ৩৫/২৮৬
ঘ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মালঃ ১৩/১৯৬

সুতরাং হুযুর পাকের রূহ্ মুবারক যেমনি আদম থেকে নয় তেমনিভাবে হুযুর পাকের মানবীয় শরীর মুবারকও আদম থেকে নয় এবং মানব শরীরে সৃষ্ট বীর্য থেকেও নয়। আর তিনি ঈসা নবী ও অন্যান্য মানুষের মত মায়ের পেটে নাভীর মাধ্যমেও খাবার গ্রহণ থেকে মুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি না রূহের দিক থেকে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত আর না শরীরের দিক থেকে। শুধুমাত্র এতটুকুই যে, তিনি মানব জাতিতে আমানত হিসেবে সংরক্ষিত ছিলেন এবং মানব জাতিকে মাধ্যম করে বাহ্যিক মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন।

রওযা মুবারকের নূরানী মাটি থেকে নবী পাকের সৃষ্টি বলে কা'ব আহ্বার থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত আবু বকর ও হযরত উমর এবং হুযুর পাক একই মাটি হতে সৃষ্টি বলে ইবনে মাসউদ হতে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এ উভয় হাদীস মূলতঃ সহীহ হাদীসের বিপরীত কিংবা মাওদ্বূ' তথা বানোয়াট। এর বর্ণনা সামনে যথাস্থানে আসবে। ইন্শাআল্লাহ্!

## ❖ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বাশার না হওয়ার ব্যাপারে কুরআন হতে দ্বিতীয় দলীলঃ

পবিত্র কুরআন পাকে মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَايَشَاءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ, কোন মানুষের পক্ষে এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বলবেন। তবে হ্যাঁ, ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল হতে অথবা কোন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন, যে তাঁরই নির্দেশে ওহী করবে যা তিনি চান। নিশ্চয় তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময়।[১]

এ আয়াতে মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলার পদ্ধতিসমূহ বলা হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারবে শুধুমাত্র নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে। তা হলো-

১. ওহীর মাধ্যমে।

২. মানুষ আল্লাহর কুদরতি পর্দার অন্তরালে থাকবে।

৩. ফেরেশতার মাধ্যমে।

(১) সূরা শুরা: ৫১

কাজেই এ তিন মাধ্যম ব্যতীত মানুষ সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে না। কিন্তু হুযুর পাক মি'রাজ রজনীতে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। কুরআন পাকে এসেছে-

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

অর্থাৎ, অতঃপর হুযুর পাক নিকটবর্তী হলেন, এরপর আল্লাহ্ আরও নিকটে আসলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ও হুযুর পাকের মধ্যে দুই কামানের ব্যবধান রইল। বরং এর চেয়েও কম।

সুতরাং এর থেকে প্রমাণ হয় যে, হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বাশার বা মানব ছিল না। কেননা বাশার বা মানব হলে উল্লেখিত তিন পদ্ধতি ছাড়া তিনি রবের সাথে কথা বলতে পারতেন না। "এমনকি তখন তিনি কোন স্থান বা সৃষ্টি জগতে সীমাবদ্ধও ছিলেন না। বরং তার (মানব) অস্তিত্বের অবস্থা অতিক্রম করে নূরী অস্তিত্বে বিদ্যমান ছিলেন।" আল্লামা হাক্কী, রূহুল বায়ানঃ ১/৩৯৫ সামনে এ বিষয়ক ইবারতটি পেশ করা হবে।

## ❖ হুযুর পাকের সামনে হযরত আব্বাসের ক্বাছীদাঃ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বাশার নয়ঃ

হাকীম ও তাবারানী হযরত হুসাইন বিন আউস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমি হিজরত করে হুযুর পাকের খেদমতে উপস্থিত হলাম, যখন নবীজী তাবূক যুদ্ধ হতে তাশরীফ এনেছেন। তখন হযরত আব্বাস হুযুর পাকের নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, আমি আপনার প্রশংসা সম্বলিত কিছু কবিতা পাঠ করব। হুযুর পাক ফরমান- বল, তোমার যবানকে আল্লাহ্ নিচু হওয়া থেকে রক্ষা করুন। অতঃপর হযরত আব্বাস পড়তে লাগলেন-

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِى الظِّلَالِ وَ فِىْ . مُسْتَوْرَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ

ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَابَشَرَ . اَنْتَ وَلَا مُضْغَةَ وَلَا عَلَقَ

অর্থাৎ, আপনি জান্নাতের গাছের ছায়ায় দুনিয়ার সকল সৃষ্টির পূর্বেই পবিত্র ছিলেন এবং আদমের পৃষ্ঠদেশেও, যখন আদম ও হাওয়া স্বীয় সতর ঢাকতে পাতা ব্যবহার করেছেন। অতঃপর আপনি (আদমের সাথে তাঁর পৃষ্ঠে করে) পৃথিবীতে এসেছেন। তখন আপনি বাশার তথা মানব ছিলেন না; আর না

(১) সূরা নাজমঃ ৮-৯

গোশতের টুকরো ছিলেন, আর না ছিলেন রক্তপিন্ড।[১]

### ❖ হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর বক্তব্যঃ

শায়খ ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী আহমাদ ফারুক সেরহিন্দী বলেন-

حقیقت محمد علیہ من الصلوۃ افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کہ ظہور اول است وحقیقیت الحقائق است بان معنی کہ حقائق دیگر چہ حقائق انبیاء کرام وچہ حقائق ملائک عظام علیہ الصلوۃ والسلام کا اظلال اند مر او واجل حقائق است قَالَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِیْ وَقَالَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ خُلِقْتُ مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ نُّوْرِیْ

অর্থাৎ, হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিকাশের দিক থেকে সর্বপ্রথম এবং সকল হাক্বীক্বতের হাক্বীক্বত, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং সম্মানিত সকল ফেরেশতাগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাক্বীক্বতের নির্যাস। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন তা আমারই নূর। আরো ফরমান- আমি আল্লাহর নূর হতে এবং সকল ঈমানদারগণ আমার নূর হতে সৃষ্টি।[২]

## বাশারিয়াত বা মানবত্ব ছিল হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর একটি পোশাক স্বরূপ

উপরে প্রমাণ করা হয়েছে যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাক্বীক্বত মানব কিংবা জাতিতে মানব নয়। এ মানবত্ব বা বাশারিয়াত হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর একটি পোষাক স্বরূপ সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন-

১. আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী বলেন-

(১) ক. ইবনু কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ২/২৫৮
খ. ইমাম হাকীম, আল মুসতাদরাক
(২) মুজাদ্দিদে আলফে ছানী , মাকতুবাতঃ ৩/২৩১

آن حضرت بتمام از فرق تا قدم ہمہ نور بود کہ دیدۂ حیرت در جمال باکمال وی خیر میشد مثل ماہ آفتاب تابان وروشن بود واگر نہ نقاب بشریت پوشیدہ بودی ہیچاک رامجال نظر وادراک حسن او ممکن نبودی وہمیشہ جوہر وی نوری بود کہ انتقال کرد از اصلاب آبا وارحام امہات از زمن آدم تا انتقال بصلب عبد اللہ و رحم آمنۃ سلام اللہ علیہم اجمعین

অর্থাৎ, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপাদ মস্তক নূর ছিলেন। তাঁর নূর বা সৌন্দর্য্য প্রভায় যেন দৃষ্টিশক্তি উল্টো ফিরে আসত। তিনি যদি মানবীয় পোষাক পরিধান না করতেন, তবে কারো জন্য তাঁর সৌন্দর্য্য প্রভা উপলব্ধি করা সম্ভব হত না। তাঁর নূরানী জাওহার হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হতে পবিত্র পুরুষ ও পবিত্র মাতাগণের রেহেমে স্থানান্তর হতে হতে শেষ পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহর পৃষ্ঠদেশ হয়ে মা আমেনার রেহেমে স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে।[১]

২. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী ইমাম ওয়াসেতীর একটি বর্ণনা এভাবে উল্লেখ করেন যে-

اِنَّ الْبَشَرِيَّةَ فِىْ نَبِيِّهٖ عَارِيَةٌ وَاِضَافَةٌ لَّا حَقِيْقَةً يَّعْنِىْ فَظَاهِرُهٗ مَخْلُوْقٌ وَبَاطِنُهٗ حَقٌّ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নবীর বাশারিয়াত বা মানবত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং তা (পোশাক স্বরূপ) সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা (বাশারিয়াত) তাঁর মূল নয়। অর্থাৎ বাহ্যত তিনি (অন্যান্য মাখলুকের মত) মাখলুক, আর বাতেনে তিনি হক (তথা আল্লাহর তাজাল্লিয়াতের আয়না স্বরূপ)।[২]

৩. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী আরো বলেন-

اِنَّهٗ نُوْرٌ مَّحَضٌ وَلَيْسَ لِلنُّوْرِ ظِلٌّ وَفِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهٗ اَفْنَى الْوُجُوْدَ الظِّلِّىَ وَهُوَ نُوْرٌ مُّتَجَسَّدٌ فِىْ صُوْرَةِ الْبَشَرِ

(১) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, মাদারেজুন্ নবুওয়াত: ১/১৩৭
(২) রূহুল বায়ান: ৯/২১

অর্থাৎ, নিশ্চয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুই নূর আর নূরের ছায়া হয় না। এতে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিশ্চয় তিনি কুনী ও যিল্লির অস্তিত্ব ফানা করে দিয়েছেন। আর তিনি মানব সূরাতে নূরের শরীর বিশিষ্ট।[১]

৪. শায়খ মুজাদ্দিদে আলফে ছানী বলেন-

باید دانست کہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم در رنگ خلق سائر افراد انسانی نیست بلکہ بخلقے ہیچے فردے از افراد عالم مناسبت نہ دارد کہ او صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نشاء عنصری از نور حق جل واعلی مخلوق گشتہ است کما قال علیہ الصلوۃ والسلام خلقت من نور اللہ

অর্থাৎ, জেনে রাখা অতীব প্রয়োজনীয় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সৃষ্টি অপরাপর মানুষের মত নয়। এমনকি সমগ্র সৃষ্টি জগতের কেহই সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য রাখে না। কেননা তিনি মানবীয় দেহ বিশিষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। আল্লাহর হাবীব নিজেই ফরমান- আমি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছি।[২]

৫. আ'লা হযরত শাহ্ ইমাম আহমাদ রেযা খান বলেন-

اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے حقیقت باطنی بشریت سے ارفع واعلی ہے یا کہ حضور اوروں کی مثل بشر نہیں وہ سچ کہتا ہے

অর্থাৎ, আর যে এটা বলবে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাহ্যিক সূরাত বাশারী বা মানবীয় এবং বাতেনী হাক্বীকৃত মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চ-অতি ঊর্ধ্বে অথবা হুযুর অন্যান্যদের মত মানুষ নন, সে সত্য বলেছে।[৩]

(১) আল্লামা হাক্কী, রূহুল বায়ানঃ ৬/৪৮০
(২) মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, মাকতুবাতঃ মাকতুব নং-১৮০
(৩) আ'লা হযরত, ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়াঃ ৬/৬৭

## নূর নবীজীর বাশারিয়াত বা মানবত্ব স্থায়ী নয়

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাশারিয়াত বা মানবত্ব স্থায়ী নয়, বরং কিছু সময়ের জন্য সম্পৃক্ত। যেমন-

➢ পবিত্র মি'রাজ রজনীতে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাশারিয়াত ফানা হয়ে নূরের ওজুদ বিদ্যমান ছিল। আল্লামা ইসমাইল হাক্বী বলেন-

فَاِنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِىَ مَكَانٌ وَلاَ فِى الْاَمْكَانِ لِاَنَّهٗ كَانَ فَانِيًا عَنْ ظُلْمَةِ وُجُوْدِهٖ بَاقِيًا بِنُوْرِ وُجُوْدِهٖ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি (মি'রাজ রজনীতে) কোন স্থান বা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। কেননা তিনি তখন তাঁর (মানবীয়) অস্তিত্বের অবস্থা অতিক্রম করে নূরী অস্তিত্বে বিদ্যমান ছিলেন।[১]

➢ পরকালেও হুযুর পাকের বাশারিয়াত মোটেই থাকবে না। শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহলভী বলেন-

یعنی والبتہ ہر حالت آخر بہتر باشد ترا از معاملت اول تا آنکہ بشریت ترا اصلا وجود نماند و غلبۂ نور حق بر تو علی سبیل الدوام حاصل شود

অর্থাৎ, আপনার জন্য ইহকাল থেকে পরকাল উত্তম। এমনকি পরকালে আপনার বাশারিয়াত বা মানবত্বের অস্তিত্ব বাকি থাকবে না বরং সদা সর্বদা আপনার উপর নূরে হকের প্রাধান্য থাকবে।[২]

## হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব বা জাতিতে মানব বলা

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাক্বীক্বত মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত নয় তথা হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাশার নয়। পূর্বোক্ত দলীল ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং

(১) আল্লামা হাক্বী, রূহুল বায়ান: ১/৩৯৫
(২) শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহলভী , তাফসীরে আযীযী: পারা-৩০, পৃষ্ঠা-২১৭

হুযুর পাকের হাক্বীক্বত কে মানব বা জাতিতে মানব বলা যাবে না। বরং তাঁর জিন্‌স বা জাত অন্যান্য সকল জাতি হতে উচ্চ। এমনকি তিনি মানব জাতিসহ সকল সৃষ্টির রূহানী পিতা। যেমন-

➢ ইমাম কাসতালানী বলেন-

فَهُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنْسُ الْعَالِىُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَجْنَاسِ وَالْاَبُ الْاَكْبَرُ لِجَمِيْعِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَ النَّاسِ

অর্থাৎ, অতএব নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল জাতি হতে (মানব জাতি হতেও) উচ্চ জাত এবং সকল সৃষ্টি এমনকি মানুষেরও মহান পিতা।[১]

➢ ইমাম যারকানী উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যায় বলেন-

(فَهُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِنْسُ) اَىْ كَالْجِنْسِ (اَلْعَالِىّ) اَلْمُرْتَفِعُ (عَلٰى جَمِيْعِ الْاَجْنَاسِ) لِتَقَدُّمِهٖ خَلْقًا عَلٰى غَيْرِهٖ (وَالْاَبُ الْاَكْبَرُ لِجَمِيْعِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَالنَّاسِ) مِنْ حَيْثُ اَنَّ جَمِيْعَ خَلَقُوْا مِنْ نُوْرِهٖ.

অর্থাৎ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিনস বা জাত তথা জাতের উপমা বা দৃষ্টান্ত অন্যান্য সকল জাতের উর্ধ্বে। যেহেতু সৃষ্টির দিক থেকে অন্য সৃষ্টিরাজীর প্রথম তিনিই এবং মানুষসহ সকল সৃষ্টিরাজির মহান পিতা। কেননা তাঁর নূর থেকে সকল জাতের সৃষ্টি।

➢ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত মূলতঃ বাতেন বা গোপনীয়। কাজেই এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূল যতটুকু অবগত করিয়েছেন, এর চেয়ে বেশি জানা যায় না। যেমন, আল্লামা ইমাম যারকানী বলেন-

وَالْبَاطِنُ حَقِيْقَةُ ذَاتِهٖ فَلَا يُعْرَفُ أَصْلًا

অর্থাৎ, আর নবী পাকের সত্ত্বার প্রকৃত অবস্থা হল বাতেন, কাজেই তা মূলতঃ জানা যায় না।[২]

➢ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন-

يَاابَا بَكْرٍ وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لَمْ يَعْلَمْنِىْ حَقِيْقَةً غَيْرُ رَبِّىْ

অর্থাৎ, হে আবু বকর, ঐ সত্ত্বার কসম! যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ

(১) ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ১/৫৫
(২) ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ১/৫৫

করেছেন, আমার হাক্বীক্বত আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।[১]

## সতর্কতা: সাধারণভাবে নবীজীকে জাতিতে মানব বলার হুকুম

সাধারণভাবে বাংলা ভাষায় যদি কেউ নবী পাকের শানে 'জাতিতে মানব' কথাটি বলে বা লিখে, তাহলে 'জাত' শব্দটি নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এখান জাত বলতে আরবী ذات বুঝানো হয়েছে, নাকি আরবী جنس (জিন্স) বুঝানো হয়েছে।

❑ যদি ذات (যাত) বুঝায় তাহলে এর অর্থ হবে সত্ত্বা বা হাক্বীক্বত। আর হুযুর পাকের যাত বা হাক্বীক্বতের ব্যাপারে আ'লা হযরত বলেন-

عالم میں ذات رسول کو تو کوئی پہچانتا نہیں

অর্থাৎ, সৃষ্টিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যাত বা সত্ত্বাকে তো কেউই চিনে না।[২]

আর নবী পাকের হাক্বীক্বত মানব নয়, যা পূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে।

❑ আর যদি জাত বলতে 'জিন্স' বুঝানো হয়, তাহলে এখানেও দু'টি সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এখানে কি হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীকে মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত বলা হয়েছে, নাকি শখছে মুহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে? যদি হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীকে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে তা কুফুরী হবে। কেননা হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির অনেক পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে।

❑ আর যদি শখছে মুহাম্মদীকে বুঝানো হয়, তথা নবীজী মানব বংশের বা মানব জাতির মাধ্যম হয়ে মানব বেশে পৃথিবীতে আগমন করেছেন তবে তাতে সমস্যা নেই।

উল্লেখিত বিশ্লেষণের দ্বারা সাধারণভাবে বাংলায় নবীজীকে জাতিতে মানব বললে তিনটি অর্থের সম্ভাবনা পাই। তা হলো-

১. হুযুর পাকের যাত বা হাক্বীক্বত মানব।

২. হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত।

---

(১) ক. ইমাম ফাসী, মাতালিউল মাসরাত: ১২৯
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার: ২/১৫
গ. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, শারহু ফাতহিল গায়ব: ১/৩৪০
ঘ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা: ৯

(২) আ'লা হযরত, সালাতুস সফা ফী নূরিল মুস্তফা

৩. শখছে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব বা জাতিতে মানব।

তিনটি অর্থের প্রথম দু'টি অর্থই কুফুরী। কাজেই সাধারণভাবে নবীজীকে জাতিতে মানব না বলা বা না লিখাই হবে প্রকৃত জ্ঞানী, খাঁটি মুমিন ও আশেকে রাসূলের পরিচায়ক। তদুপরি নবী পাকের শানে এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اُنْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা (হুযুর পাককে) 'রা-'ইনা' (আমাদের দিকে একটু দৃষ্টি দিন) বলবে না। বরং তোমরা 'উন্যুরনা' (আমাদের দিকে একটু নজর দিন) বলবে এবং মনোযোগ দিয়ে শোন (রাসূল যা বলেন)। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

সূরা বাক্বারা: ১০৪

আয়াতে 'রা-'ইনা' শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি ভাল, আরেকটি মন্দ। সাহাবাগণ ভাল অর্থেই নবী পাককে 'রা-'ইনা' বলত। আর তা শুনে ইহুদী-কাফেররা খারাপ অর্থটি উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গ করত। তাই সাহাবাদের উদ্দেশ্য ভাল হলেও 'রা-'ইনা' বলতে নিষেধ করেছেন এবং এর পরিবর্তে এমন শব্দ শিখিয়েছেন যার মন্দ কোন অর্থ হবে না।

অতএব, আমাদেরকে এমন শব্দই হুযুর পাকের শানে ব্যবহার করা উচিত, যাতে ভাল-মন্দ দুই অর্থের সম্ভাবনা থাকবে না এবং যাতে করে কোন বিধর্মী কিংবা দুশমনে রাসূল-ওহাবী হুযুর পাকের শানে আঘাত হানতে সুযোগ না পায়।

## শখছে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

শখছে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা হুযুর পাকের ব্যক্তিত্ব আর হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা হুযুর পাকের হাক্বীক্বত বা মূল এক জিনিস নয়। যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী বলেন- "ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দেহ মুবারকের নাম যা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সন্তান হিসেবে হযরত আমেনার বংশোদ্ভুত। যিনি সমস্ত নবীগণের পরে দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন। যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রকার সম্পর্কে সম্পর্কিত। তিনি আমেনার নয়ন মনি হওয়া,

হযরত আয়েশার শিরোমনি হওয়া, হযরত ইব্রাহীম, তৈয়্যব, তাহের, ফাতেমা-এর পিতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলী।"[১]

ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে-

لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আগমণ করেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই সম্মানিত একজন রাসূল।[২]

আরো ইরশাদ হয়েছে-

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, মুমিনগণের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাঁদের মধ্য থেকেই একজন রাসূর প্রেরণ করেছেন।[৩]

অন্যত্র এসেছে-

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

অর্থাৎ, আপনি বলুন! আমার রবের পবিত্রতা, আমি নই কিন্তু বাশার, রাসূল।[৪]

আল্লাহ্ পাক আরো ফরমান-

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ

অর্থাৎ, (হে নবী!) আপনি বলুন, প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে আমি তোমাদের মত। আমার নিকট ওহী আসে।

শখছে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে-

(১) মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, রিসালায়ে নূর
(২) সূরা তাওবা: ১২৮
(৩) সূরা আলে-ইমরান: ১৬৪
(৪) সূরা বনী ইসরাইল: ৯৩
( ) সূরা কাহাফ: ১১০

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِيْ بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ اَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ وَ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই জুতা মুবারকের ফিতা লাগাতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন, নিজ গৃহের কাজ নিজেই সম্পন্ন করতেন। যেমনটি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ করে থাকে। তিনি আরো বলেন- নবীজী বাহ্যত অন্যান্য মানবের মধ্য থেকে একজন মানব হিসেবেই ছিলেন। নিজ কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখতেন, নিজ হাতে দুধ দোহন করতেন, নিজেই নিজের কাজ আঞ্জাম দিতেন।[১]

এ সকল আয়াতে কারীমা ও এ ধরনের হাদীস শরীফগুলো সবই শখছে মুহাম্মদীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই হুযুর পাকের বাহ্যত বাশার বা মানব হওয়া এবং মানবীয় সকল গুণাবলী শখছে মুহাম্মদীরই অন্তর্ভূক্ত, হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নয়।

## বাহ্যত নূর নবীজী বাশার বা মানব ছিলেন

হুযুর পাক নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু মানব জাতির মধ্যে মানবরূপেই আগমন করেছেন, কাজেই এ দৃষ্টিকোন থেকে তিনি মানব বা বাশার এবং হুযুর পাকের মানব আকৃতির মধ্যে মানবতার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীও প্রদান করা হয়েছে। এ জন্য তিনি বিবাহ শাদী, খাবার ও প্রভৃতি গ্রহণও করেছেন। পূর্বোক্ত কুরআন পাকের আয়াতসমূহ দ্বারা তাই প্রমাণ হয়। হুযুর পাক এ মানব জাতিতে আগমন করাটা মানব জাতির জন্য এক মহান নি'আমতও বটে। যার ফলে মানব জাতি আশরাফুল মাখলুকাত।

➢ মুল্লা আলী ক্বারী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

اِنَّ مَجِئَ الرَّسُوْلِ نِعْمَةٌ جَسِيْمَةٌ وَكَوْنُهُ مِنْ جِنْسِ الْبَشَرِ مِنْحَةٌ عَظِيْمَةٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় রাসূল পাক-এর শুভাগমন এক মহান নি'আমত এবং তিনি

(১) ক. ইমাম তিরমিযী, আস্ সুনান
খ. খতিব তিবরিযী, মিশকাত: ৫২০

মানব জাতিতে আগমন করাটা মানব জাতির জন্য এক মহান অনুগ্রহ।[১]

➢ আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী বলেন-

واین کمال ست کہ جز اکمل بشر و سید رسل را صلوات اللہ و سلامہ میسر نیست

অর্থাৎ, এটা এমন পরিপূর্ণতা যে, যাতে মানবত্বের পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী বিদ্যমান। আর এ মর্যাদায় সকল রাসূলগণের সর্দার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কেউই পৌঁছতে পারেনি।[২]

সুতরাং হুযুর পাকের শাখছিয়াত (ব্যক্তিত্ব) বা বাহ্যিক মানবতাই এত উচ্চ মর্যাদাবান যে, যে মর্যাদায় অন্য কোন মানুষ বা নবী-রাসূলও পৌঁছতে পারেনি। এখন চিন্তা করুন, যদি বাহ্যিক বাশারিয়াত-এর মর্যাদা এমন হয়, তাহলে তাঁর হাক্বীক্বতের মর্যাদা কেমন হবে? (আল্লাহু আকবার!)

➢ তাই আ'লা হযরত ফরমান-

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف واحسن وہ انسان ہیں مگر اوراح وملائکہ سے ہزار درجہ الطف وہ خود فرماتے ہیں لست مثلکم میں تم جیسا نہیں رواہ الشیخان ویروی لست کھیئتکم میں تمہارے ہیئت پر نہیں ویروی ایکم مثلی تم میں کون مجھ جیسا ہے

অর্থাৎ, তিনি বাশার কিন্তু আলেমে উলভী থেকে লক্ষ গুণ শ্রেষ্ঠ এবং সৌন্দর্যমন্ডিত। তিনি মানবীয় দেহ রাখেন কিন্তু রূহ্সমূহ এবং ফেরেশতাগণ হতে হাজারগুণ সূক্ষ্ম। নবীজী নিজেই বলেন- **لست مثلکم** (আমি তোমাদের মত নই)। (বুখারী ও মুসলিম) আরো বর্ণিত আছে- **لست کھیئتکم** (আমি তোমাদের সত্ত্বার মত নই)। আরো বর্ণিত আছে, **ایکم مثلی** (তোমাদের মধ্যে কে আমার মত?)।[৩]

## নূর নবীজীর বাশারিয়াতকে অস্বীকার করা

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাক্বীক্বতকে বাশার বলে মানা যেমন কুফুরী, ঠিক তেমনিভাবে হুযুর পাকের বাহ্যত মানব হওয়াকে অমান্য করাও কুফুরী। যেমন,

(১) মুল্লা আলী ক্বারী , আল-মাওরিদুর রাভী: ৫৭
(২) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, মাদারেজ: ১/২০৪
(৩) আ'লা হযরত, নাফিউল ফাই: ১৮

➢ আ'লা হযরত কিবলা বলেন-

جو مطلقا حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلاً

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হুযুর পাক থেকে সাধারণতঃ বাশারিয়াতকে অস্বীকার করবে, সে কাফের। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- 'আপনি বলুন, আমার রবের পবিত্রতা! আমি নই কিন্তু বাশার, রাসূল।[১]

➢ আল্লামা মাহ্মুদ আলূসী বাগদাদী বলেন-

وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ وَلِیُ الدِّیْنِ الْعِرَاقِیُّ هَلِ الْعِلْمُ بِكَوْنِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرًا وَّمِنَ الْعَرَبِ شَرْطٌ فِیْ صِحَّةِ الْاِيْمَانِ اَوْ مِنْ فُرُوْضِ الْكِفَايَةِ ؟ فَاَجَابَ بِاَنَّهٗ شَرْطٌ فِیْ صِحَّةِ الْاِيْمَان

অর্থাৎ, শায়খ ওয়ালী উদ্দীন ইরাকীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, 'রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব হওয়া এবং আরবদের থেকে হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখা কি ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত? অথবা তা কি ফরযে কিফায়া? এর জবাবে তিনি বলেন- অবশ্যই তা বিশুদ্ধ ঈমানের শর্ত।[২]

## নূর নবীজীর বাশারিয়াত আমাদের মত নয়

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাক্বীকৃত তো মানুষই নয়। আর বাহ্যত হুযুর পাক মানুষ হলেও অন্য কোন মানুষের মত নয়। হুযুর পাকের বাশারিয়াতকে অস্বীকার করলে যেমনি কুফরী হবে, তেমনি হুযুর পাকের বাশারিয়াতকে আমাদের মত বললেও কুফুরী হবে। অর্থাৎ, হুযুর পাকের বাশারিয়াতও বেমিছাল-বেনজীর। অন্য কোন সৃষ্টিই হুযুর পাকের মত নয়। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ বেনজির। আর তাঁর সৃষ্টিতে হুযুর পাক সকলের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন-বেনজীর। এ ব্যাপারে নিম্নে দলীল উপস্থাপন করা হল।

### ❖ নূর নবী আমাদের মত না হওয়ার দলীলঃ

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (মুত্তাফাকুন আলাইহি) তাঁদের 'আস্ সহীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

(১) আ'লা হযরত, ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়াঃ ৬/৬৭
(২) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনীঃ ২/১১৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةٌ لَّهُمْ فَقَالُوْا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِ

অর্থাৎ, মা আয়েশা ছিদ্দীকা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাঁদেরকে সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করলে তাঁরা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল (না খেয়ে অনবরত কয়েক দিন রোযা রাখা) করে থাকেন? তিনি বললেন: আমি তোমাদের মত নই। আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।[১]

২. ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَ ةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَىْ عَلٰى رَأْسِهٖ فَقَالَ مَالِكٌ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ صَلا ةَ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلاَةِ وَ اَنْتَ تُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَّلٰكِنْ لَّسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট হুযুর পাকের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: কোন ব্যক্তি বসে (নফল) নামাজ আদায় করলে অর্ধেক ছাওয়াব পাবে। সাহাবী বলেন, এরপর আমি হুযুর পাকের নিকট এসে তাঁকে বসে নামাজ পড়তে দেখলাম। অতঃপর (নামাজ শেষে) নবীজী এসে তাঁর হাত মুবারক তাঁর মাথা মুবারকে রাখলেন এবং বললেন, হে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর! কি খবর তোমার? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার হাদীস শুনেছি, আপনি বলেছেন বসে সালাত আদায় করায় অর্ধেক সাওয়াব। অথচ আপনি বসে বসে সালাত আদায় করছেন? নবীজী বললেন, এই ব্যাপার! হ্যাঁ, আমি তোমাদের কারো মত নই।[২]

(১) ক. ইমাম বুখারী, আস্ সহীহ: কিতাবুস সাওম, বাবুল বিসাল: ২/৬৯৩
খ. ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহ: ৩/১৩৪
গ. ইমাম বায়াহাক্বী, আস্ সুনানুল কুবরা: ৪/২৮২
ঘ. ইমাম নববী, রিয়াদুস্ সালেহীন: ১/১৭২

(২) ক. ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহ: ২/১৬৫
খ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল: ৭/৭১৮

৩. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে-

اِنَّ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ: اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا بَصَلٌ فَقَالَ كُلُوْا وَ أَبٰى اَنْ يَّأْكُلَ وَ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ

অর্থাৎ, তিনি বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি থালা নিয়ে আসলেন, যাতে পেঁয়াজ ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা খাও। অথচ তিনি নিজে খেলেন না এবং বললেন আমি তোমাদের কারো মত নই।[১]

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন-

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهٗ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّكُمْ مِّثْلِىْ اِنِّىْ اُبَيِّتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِ

অর্থাৎ, হুযুর পাক সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। তখন সাহাবাগণ তাঁকে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি তো সাওমে বেসাল করেন! তা শুনে নবীজী ফরমান- তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার মত? আমি আমার রবের নিকট রাত্রি যাপন করি এবং পানাহার করি।[২]

**হুযুর পাক যে আমাদের মত নয়, এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন থেকে দলীল উপস্থাপন করা হল-**

৫. আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান-

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

---

গ. ইমাম আহমদ, আল মুসনাদঃ ২/২৩০
ঘ. খতিব তিবরিযী, মিশকাতঃ ১/২৭৮
ঙ. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফঃ ২/৪৭২
চ. ইমাম ইবনু খুযাইমা, আস্ সহীহঃ ২/২৩৬
ছ. ইমাম নাসাঈ, আস্ সুনানঃ ৩/২৪৭
জ. ইমাম দারেমী, আস্ সুনানঃ ১/৩৭৩
ঝ. ইমাম বায়হাকী, আস্ সুনানুল কুবরাঃ ৭/৬২
ঞ. ইমাম আবু দাউদ, আস্ সুনানঃ ১/৩৫৮

(১) ইমাম আহমদঃ আল মুসনাদঃ ৫/৪১৩
(২) ক. ইমাম বুখারী, আস্ সহীহঃ ৬/২৫১২
খ. মানাবী, ফায়যুল কাদীরঃ ৪/৩২৬

অর্থাৎ, হে নবীর পবিত্র বিবিগণ! তোমরা অন্য কোন মহিলার মত নও।[১]

যেখানে হুযুর পাকের সাথে সম্পর্কের কারণে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণই অন্য কোন নারীর মত নয়, সেখানে স্বয়ং হুযুর পাক কি করে আমাদের মত হবেন?

৬. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের সত্ত্বা বা জানের থেকেও উত্তম।[২]

اَوْلٰی শব্দের অর্থ নিকটবর্তী যেমন হয়, তেমনি উত্তমও হয়। দুইটিই সহীহ। সুতরাং হুযুর পাককে এখানে সকল মুমিনদের থেকে উত্তম বলা হয়েছে সমান বলা হয়নি।

অতএব শখছে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বাশার তথা বাহ্যত হুযুর পাক তো মানব বটে তবে অন্য কোন মানুষের মত নয়। অর্থাৎ হুযুর পাকের হাক্বীক্বত তো কারো মত নয়ই, এমনকি হুযুর পাকের মানবীয়তাও কারো মত নয়। শায়খ আবুল মাওয়াহেব শাযেলী তাঁর কবিতায় সুন্দর বলেছেন-

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ . بَلْ هُوَ يَاقُوْتُ بَيْنَ الْحَجَرِ

অর্থাৎ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আকৃতিতে) মানুষ হলেও অন্যান্য মানুষের মত নন, যেমন ইয়াকুত একটি মূল্যবান পাথর যা অন্য সব পাথরের মত নয়।

আ'লা হযরত কিবলাও তাঁর কবিতায় সুন্দর বলেছেন-

اللہ! کی سرتابقدم شان ہیں. یہ ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان تو کہتا ہے مری جان ہیں یہ

অর্থাৎ, প্রিয় নবী হচ্ছেন আপাদ মস্তক মহান আল্লাহর অপার মহিমার এক অনন্য নিদর্শন। তিনি এমন এক মানব যে, মানবকূলে যার মত কোন মানবই নেই। কুরআন তো তাকে ঈমান বলে, আর ঈমান তো বলছে তিনি আমার জান।[৩]

(১) সূরা আহযাব: ৩২
(২) সূরা আহযাব: ৬
(৩) আ'লা হযরত, হাদাইকে বখশিশ

## ❖ কুরআনে বর্ণিত بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ-এর পর্যালোচনা:

উল্লেখিত দলীলসমূহের দ্বারা প্রমাণ হল যে, হুযুর পাকের বাশারিয়াতও অন্য কোন মানুষের মত নয়। অথচ কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ

অর্থাৎ, হে হাবীব! আপনি বলুন, আমি তোমাদের ন্যায় বাহ্যত বাশার বা মানব, আমাকে ওহী করা হয়।[১]

এখানে নবী পাককে আমাদের মত মানুষ বলা হয়েছে। এর জবাব কি হবে?

### ☑ প্রথমত, পবিত্র কুরআন দ্বারা জবাব:

আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

অর্থাৎ, আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন জন্তু নেই এবং ডানার সাহায্যে উড়ে, এমন কোন পাখীও নেই; কিন্তু সবই তোমাদের মত উম্মত।

সূরা আন'আম: ৩৮

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চতুষ্পদ জন্তু, যেমন- গরু, ভেড়া, ঘোড়া, কুকুর, শৃগাল, বিড়াল ইত্যাদি এবং পাখি, যেমন- চিল, কাক প্রভৃতিকে আমাদের মত (اَمْثَالُكُمْ) বলেছেন। এখন যারা হুযুর পাককে আমাদের মত মানুষ বলেন, আমরা যদি তাদেরকে বা তাদের মুরব্বীদেরকে বলি যে, তারা কুকুরের মত বা গাঁধার মত বা কাকের মত, তখন এতে কি তারা খুশি হয়ে মেনে নিবে, সামান্যতম অপমান বোধও করবে না? যদি নিজেদের ক্ষেত্রে এ অপমান বোধ করে, তাহলে স্বয়ং নবী পাককে 'মিছলুকুম' শব্দের দ্বারা আমাদের মতই বললে কি অপমান করা হয় না? হুযুর পাককে সামান্য অপমান করলেও কি ঈমান থাকবে??

### ☑ দ্বিতীয়ত, হাদীস শরীফ হতে জবাব:

ইমাম বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

(১) সূরা কাহাফ: ১১০

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবীজী ইরশাদ করেন- আল্লাহ্ আদমকে নিজের সূরাতে সৃষ্টি করেছেন।

এ হাদীসে আদমকে আল্লাহর সূরাতের মত বলা হয়েছে। এখন হযরত আদম কি আল্লাহর মত? নাকি আল্লাহর আকৃতি রয়েছে? (নাউযুবিল্লাহ্!)

যদি مِّثْلُكُمْ এর মধ্যে হুযুরের মত বলে সাব্যস্ত করা হয় শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থের দ্বারা, তাহলে আল্লাহরও সূরাত নির্ধারণ হবে এবং আদমকে আল্লাহর মত বলতে হবে। আর আদম আল্লাহর মত হলে, আমরা আদম সন্তান হিসেবে আমাদেরকে আল্লাহর মত বলা যাবে না কেন? (নাউযুবিল্লাহ্!)

**☑ তৃতীয়ত, আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরগণের বক্তব্যঃ**

আল্লাহ্ তা'আলা হুযুর পাককে مِّثْلُكُمْ (তোমাদের মত) বলতে বলেছেন, বিনয় প্রকাশের জন্য এবং তা যেন উম্মতের জন্য শিক্ষার বিষয় হয়ে যায়। যেমন-

➢ তাফসীরে খাযেন-এ এসেছে-

قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِتَوَاضُّعٍ

অর্থাৎ, হযরত হাসান বলেন, এখানে আল্লাহ্ বিনয় প্রকাশের জন্য তা বলতে শিক্ষা দিয়েছেন।[১]

➢ তাফসীরে কাবীরে এসেছে-

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اُمِرَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَنْ يَّسْلُكَ طَرِيْقَةَ التَّوَاضُّعِ

অর্থাৎ, আয়াতে নবীজীকে আমি তোমাদের মত বলতে এ জন্য আদেশ করেছেন, যেন এর দ্বারা বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ পায়।[২]

➢ তদুপরি আয়াতে শুধু বাহ্যিক আকৃতির কথা বলা হয়েছে মাত্র। যেমন তাফসীরে রূহুল বায়ানে এসেছে-

(১) ইমাম খাযেন, তাফসীরে খাযেন
(২) ইমাম রাযী, আত্ তাফসীর আল কাবীর

قُلْ يَا مُحَمَّدُ مَا اَنَا اِلَّا اٰدَمِىُّ مِثْلُكُمْ فِى الصُّوْرَةِ وَمَسَاوِيْكُمْ فِىْ بَعْضِ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ

অর্থাৎ, বলুন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো আকৃতিতে তোমাদের মত, আর কতেক মানবীয় বৈশিষ্ট্যে তোমাদের ন্যায়।[১]

**☑ চতুর্থত, যুক্তির আলোকে জবাবঃ**

◆ কুরআনে আল্লাহ্ পাক নবীজীকে দিয়ে বলিয়েছেন যে- আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ। আল্লাহ্ নিজেও আমাদের মত মানুষ বলেন নাই এবং আমাদেরকেও বলেন নি যে, তোমরাও বল- নবীজী তোমাদের মত মানুষ। বরং এর দ্বারা হুযুর পাকের বিনয়কেই প্রকাশ করা হয়েছে। আর নবীগণ নিজেদের ক্ষেত্রে বিনয় স্বরূপ যা বলেন, উম্মতও সব সময় তা বলতে পারবে না। যেমন-

ে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থাৎ, হে রব! আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। এখন আপনি যদি ক্ষমা না করেন এবং দয়াপরবশ না হন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।

ে হযরত ইউনূস নবী ফরিয়াদ করেছেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, পবিত্রতা আপনারই নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত।

এখানে নবীগণ নিজেদেরকে গোনাহ্গার-যালিম বলেছেন। এখন আমরাও যদি তাঁদেরকে গুনাহ্গার-যালিম বলি, তাহলে আমাদের ঈমান থাকবে না। কাজেই নবীজী নিজের ক্ষেত্রে নিজে 'তোমাদের মত' বলেছেন। এর অর্থ এ নয় যে, আমরাও বলব, তিনি আমাদের মত মানুষ।

◆ আয়াতে بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ-এর পরে يُوْحٰى اِلَىَّ (আমাকে ওহী প্রদান করা হয়) শব্দটিও রয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, নবীজী আমাদের মত নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে বাহ্যিক দেখতে রঙ্গে-নমুনায় তোমরা আমাকে

(১) আল্লামা হাক্কী, তাফসীরে রূহুল বায়ানঃ ৫/৩৫৩

তোমাদের মত দেখলেও তোমাদের সাথে আমার পার্থক্য রয়েছে। তোমরা ওহী পাও না, আর আমি ওহী পাই।

সুতরাং এ আয়াত কারীমা দ্বারা হুযুর পাক আমাদের মত মানুষ বলে কখনই প্রমাণ হয় না। আর না এ আয়াতে নবীকে মাটি থেকে সৃষ্টি বলা হয়েছে।

### ❖ কুরআনের আয়াত هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا-এর পর্যালোচনা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলুন, পবিত্রতা আমার রবের। আমি তো মানুষ, একজন রাসূল।[১]

এ আয়াতে নবীজীকে بَشَرًا বলা হয়েছে। কাজেই তিনি আমাদের মত।

**এর জবাবে বলব যে,** আমরাও বাহ্যত হুযুর পাকের শাখছিয়াত বা ব্যক্তিত্বকে বাশার বা মানুষ বলে আক্বীদা রাখি। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় এ কথা রয়েছে যে, তিনি আমাদের মত মানুষ? আর এখানে এ কথাও নেই যে, তিনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি। বাশার হওয়া নূর হওয়ার বিপরীত নয়।

## নূর নবীজীর বাশারিয়্যাতও নূর

হুযুর পাকের হাক্বীকৃত ও জাহেরী সত্ত্বা উভয়ই যে, নূর এ ব্যাপারে পূর্বে যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এখানে আবারও নতুন করে দলীল উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। হযরত ইরবাদ্ব বিন সারিয়া থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে রয়েছে-

وَسَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اِمْرِىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبَشَارَةُ عِيْسٰى وَ رُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

অর্থাৎ, আর অচিরেই তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক অবস্থার কথা বলব। আমি হযরত ইব্রাহীম-এর দু'আ, হযরত ঈসা-এর সুসংবাদ এবং আমার আম্মাজানের চাক্ষুস দর্শন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালীন সময়ে দেখেছিলেন।

(১) সূরা বনী ইসরাইল: ৯৩

নিশ্চয় তাঁর থেকে এক নূর বের হয়েছিল, যার দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়েছিল।[১]

হুযুর পাকের মানবীয় শরীর মোবারকও আপাদ-মস্তক 'নূর' ছিল। এ জন্য চন্দ্র ও সূর্যের আলোতে হুযুর পাকের ছায়া পড়ত না। নিম্নে এ বিষয়ক কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হল।

## ❖ ছায়াহীন নূরানী কায়া মুবারকঃ

১. ইমাম তিরমিযী, হযরত যাক্ওয়ান থেকে বর্ণনা করেন যে-

اَخْرَجَ الْحَكِيْمُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ ذَكْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُّرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ

অর্থাৎ, হযরত যাক্ওয়ান বলেন, হুযুর পাকের ছায়া চাঁদ ও সূর্যের আলোতে দেখা যেত না।২

২. ইমাম আব্দুর রায্যাক রিওয়ায়াত করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جَرِيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مَّعَ الشَّمْسِ قَطُّ اِلَّا غَلَبَ ضُوْءِهِ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَقُمْ مَّعَ سِرَاجٍ قَطُّ اِلَّاغَلَبَ ضُوْءِهِ السِّرَاجُ

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হুযুর পাকের কোন ছায়া ছিল না। তাঁর ছায়া সূর্যের আলোতে পড়তো না বরং তাঁর নূরের আলো সূর্যের আলোর উপরে প্রাধান্য পেত এবং কোন বাতির আলোর সামনে দাঁড়ালেও বাতির আলোর উপরে তাঁর নূরের আলো প্রাধান্য পেত।[৩]

---

(১) খতিব তিবরিযী, মিশকাতঃ ৫১৩

(২) ক. হাকীম তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উসূলঃ ১/২৯৮
খ. ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরাঃ ১/১২২
গ. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিবঃ ২/১২০
ঘ. ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিবঃ ৪/২২০
ঙ. সালাহ শামী, সিরাহ শামিয়াঃ ২/৯০
চ. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, মাদারেজুন নবুওয়াতঃ ১/১৪২
ছ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফাঃ ৮২

(৩) ক. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল মুসান্নাফ, আল জুযউল মাফকুদঃ ১/৫৬
খ. মুল্লা আলী ক্বারী, জামিউল ওয়াসায়েলঃ ১/২১৭
গ. ইমামা যারকানী, শারহুল মাওয়াহিবঃ ৪/২২০
ঘ. ইমাম ইবনু জাওযী, আল ওফা বি আহওয়ালিল মুস্তফাঃ ২/৪৭

৩. হাকীম তিরমিযী বর্ণিত হযরত যাকওয়ান-এর হাদীস প্রসংগে ইমাম সুয়ূতী বলেন-

قَالَ اِبْنُ سَبَعٍ مِّنْ خَصَائِصِهٖ اِنَّ ظِلَّهٗ كَانَ لَايَقَعُ عَلَى الْاَرْضِ وَاِنَّهٗ كَانَ نُوْرًا فَكَانَ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا يَنْظُرُ لَهٗ ظِلٌّ

অর্থাৎ, হযরত ইবনে সাবা' বলেছেন, এটা হুযুর পাকের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত যে, হুযুর পাকের ছায়া যমীনে পড়ত না এবং তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নূর। তিনি যখন হাটতেন সূর্যালোকে অথবা চন্দ্রালোকে তাঁর ছায়া দেখা যেত না।[১]

৪. ইমাম কাদ্বী আয়াদ্ব বলেন-

وَمَا ذَكَرَ مِنْ اَنَّهٗ كَانَ لَاظِلَّ سَخْصَهٗ فِىْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا وَّاِنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَايَقَعُ عَلٰى جَسَدِهٖ وَلَاثِيَابِهٖ

অর্থাৎ, তাঁর নবুয়াত ও রিসালাতের প্রমাণাদীর মধ্যে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর শরীর মুবারকের ছায়া হতো না; না সূর্যের আলোতে, আর না চন্দ্রের আলোতে। কারণ তিনি ছিলেন নূর। তাঁর শরীর ও পোষাকে মাছি বসত না।[২]

৫. ইমাম যারকানী বলেন-

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا

অর্থাৎ, হুযুর পাকের ছায়া সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে পড়ত না। কারণ তিনি আপাদমস্তক নূর ছিলেন।[৩]

## ❖ হুযুর পাকের মানবীয় শরীর মুবারক নূর হওয়ার ব্যাপারে আপত্তির খন্ডন:

❑ **১ নং আপত্তি:** হযরত কা'ব আহ্‌বার থেকে বর্ণিত হয়েছে-

(১) ক. ইমাম সুয়ূতী, আল খাসায়েসুল কুবরা: ১/১১২
খ. ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ৪/২০২
গ. ইমাম ফাসী, মাতালিউল মাসরাত: ৩৬৫
ঘ. আল্লা নাবহানী, হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন: ৬৬৮
ঙ. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী, মাদারেজুন নবুওয়াত: ১/১৪২
চ. আ'লা হযরত, সালাতুস্ সফা ফী নূরিল মুস্তফা: ৮২

(২) ক. আল্লামা কাদ্বী আয়াদ্ব, কিতাবুশ্ শিফা: ১/৪৬২
খ. ইমাম সাখাবী, মাক্বাসিদুল হাসানা: ৮৫

(৩) ইমাম যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব: ৫/৫২৪

عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قَالَ لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يَّاْتِيَهُ فَاَتَاهُ بِالْقَبْضَةِ الْبَيْضَاءِ الَّتِىْ هِىَ مَوْضَعُ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَجَنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيْمِ ثُمَّ غَمَسَتْ فِىْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ اُوْطِيْفَ بِهَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فَعَرَفَ الْمَلَائِكَةُ مُحَمَّدًا فَضْلَهُ قَبْلَ اَنْ تَعْرِفَ اٰدَمَ ثُمَّ كَانَ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرٰى فِىْ غُرَّةِ جَبْهَةِ اٰدَمَ وَقِيْلَ لَهُ يَااٰدَمُ هٰذَا سَيِّدُ وَلَدِكَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ فَكَمَا حَمَلَتْ حَوَّاءُ بِشِيْثٍ اِنْتَقَالَ عَنْ اٰدَمَ اِلٰى حَوَّاءِ وَكَانَتْ تَلِدُ فِىْ كُلِّ بَطْنٍ وَّلَدَيْنِ اِلَّا بِشِيْثًا فَاِنَّهَا وَلَدَتْهَا وَحْدَهُ كَرَامَةً لِّمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, তিনি বলেন- আল্লাহ্ যখন রাসূল পাককে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন জিব্রাঈলকে আদেশ করলেন তাঁর রওজা শরীফ থেকে এক মুষ্ঠি আলোকোজ্জল বা শুভ্র জিনিস নিয়ে আসতে। যা রাসূল পাকের রওযা মুবারকে রাখা ছিল। তারপর সেখান থেকে মুষ্ঠি পরিমাণ অংশটুকু জান্নাতের বিশেষ নহর তাসনীমের পানি দিয়ে খামিরা করা হল, এরপর তা আসমান ও যমীনে প্রদক্ষিণ করানো হল। তখন ফেরেশতারা রাসূল পাকের মর্যাদা বুঝতে ও তাঁকে চিনতে পারল হযরত আদম-এর সৃষ্টির বহু পূর্বেই। তারপর নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশে রাখলে তাঁরা তা দেখতে লাগল। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্ আদমকে বললেন, হে আদম! সে তোমার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হবেন। হযরত আদম ও তাঁর বিবি হযরত হাওয়ার ওফাতের পূর্বে তাঁদের সর্বশেষ সন্তান শীষকে গর্ভধারণ করলেন। আর হযরত আদম-এর সব সন্তানই এক সাথে দু'জন করে জন্মগ্রহণ করতেন। কিন্তু সর্বশেষ শুধু শীষই একক জন্ম গ্রহণ করলেন। আর এটাও হচ্ছে হুযুর পাকের বুযুর্গী।[১]

আলোচ্য হাদীসে হুযুর পাকের রওযা শরীফের মাটি থেকে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলা হয়েছে। কাজেই তিনি মাটির তৈরী।

(১) ক. আল্লামা ইবনু জাওযী, মাওদ্বু'আত: ১/২৮১

খ. ইমাম সুয়ূতী, আল লা-আলীল মাসনূ: ১/২৬৪

গ. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ১/৬৮

☑ **জবাব:** কয়েকভাবে এর উত্তর প্রদান করা হল:

✓**প্রথমত,** হাদীসে কোথাও মাটি শব্দটি নেই, এখানে আছে اَلْبَيْضَاءِ (শুভ্র বা আলোকজ্জল)। আর হুযুর পাকের রওযা শরীফ জান্নাতের টুকরো। জান্নাত মাটির তৈরী নয়। সুতরাং হুযুর পাককে মাটির তৈরী বলা অবান্তর। এ জবাবটি তো তখন হবে, যখন হাদীসটিকে সহীহ বা বিশুদ্ধ হিসেবে মানা হয়। কিন্তু মূলত: হাদীসটি গ্রহণযোগ্য কিনা তাই আগে দেখা প্রয়োজন।

✓**দ্বিতীয়ত,** ইমাম যারকানী বলেছেন যে, হাদীসের সনদটি দ্বঈফ বা দূর্বল। তদুপরি হাদীসটি হল মাক্বতু' তথা তাবেয়ীর বাণী। সুতরাং একদিকে দ্বঈফ (দূর্বল), অপরদিকে মাক্বতু' (তাবেয়ীর বাণী)। যা মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত সহীহ ও মারফূ' (নবীজীর বাণী) হাদীসের বিপরীত। কাজেই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। আর হাদীসকে দূর্বল বলেছেন মাত্র দু'-একজন ব্যক্তি।

✓**তৃতীয়ত,** অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে হাদীসটি মাওদ্বূ' বা বানোয়াট। যেমন-

* ইবনু জাওযী বলেন-

هٰذَا حَدِيْثٌ مَّوْضُوْعٌ قَدْ وَضَّعَهُ بَعْضُ الْقَصَّاصِ وَهَنَّادٌ لَّايُوْثِقُ بِهٖ وَلَعَلَّهُ مَنْ وَضَعَ شَيْخُهُ اَوْ مِنْ شَيْخِ شَيْخِهٖ عَلِيٌّ اَنَّ عَلِيَّ بْنِ عَاصِمٍ قَدْ قَالَ فِيْهِ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ مَازَلْنَا نَعْرِفُ بِالْكِذْبِ وَقَالَ يَحْيٰ لَيْسَ بِشَيْءٍ اِلَّا اَنِ التُّهْمَةِ بِهٖ لِلْمُتَاَخِّرِيْنَ اُلْيِقَ فَالْاِثْبَاتُ لِلْعَبَّاسِ بِلَا خِلَافٍ

অর্থাৎ, উক্ত হাদীসটি জাল বা বানোয়াট। কতিপয় কাহিনীকার এটিকে বানিয়েছে। উক্ত সনদে হান্নাদ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে, সে বিশ্বস্ত নয়। আর আমার মনে হয়, তার শায়খ অথবা তার শায়খের শায়খ আলী বিন আছেম হাদীসটি বানিয়েছে। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিস ইয়াযিদ বিন হারুন বলেন, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবেই চিনি। তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেন, তার হাদীস মূল্যহীন।[১]

(১) ক. ইবনু জাওযী, কিতাবুল মাওদ্বু'আত: ১/২৮১
খ. ইবনু জাওযী, আল ওয়াফা ফী আহওয়ালিল মুস্তফা: ২৭, হাশিয়া: ৮

* ইমাম নাসাঈ তাকে মাতরূক (পরিত্যাক্ত) বলেছেন।[১]

* ইমাম সুয়ূতী বলেন- হাদীসটি জাল। আর তা হান্নাদ নামক রাবীই বানিয়েছে।[২]

অতএব, প্রমাণিত হল, এটি একটি জাল বা মাওদূ' হাদীস। এর দ্বারা কোনরূপ দলীল প্রমাণই গ্রহণযোগ্য নয়।

❑ **২ নং আপত্তি:** হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত-

عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ الْجَشَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ اِلَّا وَفِىْ سُرَّتِهٖ مِنْ تُرْبَتِهِ الَّتِىْ قَوْلُ مِنْهَا فَاِذَا رَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ عُمُرِهٖ رَدَّ اِلٰى تُرْبَتِهِ الَّتِىْ خَلَقَ مِنْهَا حَتّٰى يُدْفَنَ فِيْهَا وَاَنِّىْ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خَلَقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ وَّفِيْهَا تُدْفَنُ

অর্থাৎ, তিনি বলেন, নবীজী ইরশাদ করেছেন- প্রত্যেক নবজাতকের নাভীতে ঐ মাটি থাকে, যে মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি তাকে তাতেই দাফন করা হবে। আমি আবু বকর ও উমর একই মাটি থেকে সৃষ্টি, যাতে আমাদের দাফন করা হবে।[৩]

কাজেই বুঝা গেল নবীজী মাটির তৈরী।

☑ **জবাব:** হাদীসটি আমলগত বা আমলের ফযীলত সংক্রান্ত নয়, বরং আক্বীদাগত। আর আক্বীদা বা আহ্কাম প্রতিষ্ঠার জন্য দূর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, বাতিল। আ'লা হযরত কিবলা ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকায় হাদীসটি শুধুমাত্র বর্ণনা হিসেবেই এনেছেন, কোনরূপ আহকাম প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। খতীবে বাগদাদী যে সনদে তা বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির শুধুমাত্র এ একটি সনদই রয়েছে এবং তিনি হাদীসটি বর্ণনা করে তা গরীব বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

غَرِيْبٌ مِّنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِىْ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ لَا اَعْلَمُ يُرْوٰى مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

(১) ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল: ৩/১৩৫
(২) ইমাম সুয়ূতী, আল-লা আলিল মাসনূ: ১/২৬৪
(৩) ক. খতীবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ: ৩/৫৪২
খ. ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক: ৪৪/১২০
গ. ইমাম দায়লামী, আল ফিরদাউস: ৪/২৮

অর্থাৎ, হাদীসটি বর্ণনার দিক থেকে গরীব। ইমাম সুফয়ান সাওরী হাদীসটিকে ইমাম শায়বাণী হতে বর্ণনা করেছেন। এ সনদ ছাড়া উক্ত হাদীসের অন্য কোন সনদ আছে বলে আমার জানা নেই।[১]

✓ ইমাম সুয়ূতী ও আল্লামা তাহের পাটনী হাদীসটি সম্পর্কে বলেন যে- ضَعِيْفُ جِدًّا (অত্যন্ত দূর্বল)।[২]

✓ ইবনু জাওযী হাদীসটিকে মাওদূ' বা বানোয়াট বলেছেন।[৩]

✓ আহ্লে হাদীস নেতা আলবানীও হাদীসটিকে বাতিল বলেছেন।[৪]

✓ দেওবন্দী আলেম মুফতী শফী ইবনু জাওযীর মতকে গ্রহণ করে হাদীসটি জাল বলেছেন।[৫]

এ ছাড়াও ইবনুল ইরাক, ইমাম আদী ও আহ্লে হাদীস নেতা শাওকানী সকলেই হাদীসটিকে জাল বা মাওদূ' বলেছেন। কাজেই এ হাদীসটিও দলীল হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য নয় বরং বাতিল।

## ❖ বাশারিয়াত ও নূরানিয়াতের সমন্বয়:

অনেকে আপত্তি করে থাকে যে, নবীজী যদি বাশার হন, তাহলে তিনি নূর কি করে হবেন? এর জবাব হল- বাশারিয়াত নূর হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। নূরানিয়্যাত ও বাশারিয়াত এই দুই বৈশিষ্ট্য যে একই সত্ত্বার মধ্যে একত্রিত হতে পারে তা নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হযরত জিব্রাঈল নূর হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এ আয়াতে বাশার বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

অর্থাৎ, অতঃপর তাঁর (মরিয়াম) প্রতি আমি রূহানী সত্ত্বাকে প্রেরণ করেছি। সে তাঁর সামনে একজন সুঠাম মানুষের (বাশার) রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।[৬]

(১) খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ: ৩/৩১৩-৩১৪
(২) ইমাম সূয়ূতী, আল লা-আলিল মাসনূ: ১/৩০৯-৩১০
(৩) ইবনু যাওযী, মাওদূ'আত: ১/৩২৮
(৪) আলবানী, জাল হাদীস সিরিজ: ১১/৩৮৮
(৫) মুফতি শফী, মা'আরেফুল কুরআন: ৮৫৬
(৬) সূরা মারয়াম: ১৭

### ❖ নূরানিয়াত ও আব্‌দিয়াতঃ

অনেকে বলেন, নবীজীকে আল্লাহ আব্‌দ (عبد) বা বান্দাহ্‌ বলেছেন। আমরা মানুষ, আমরা আল্লাহর বান্দা। আর এ আবদিয়াত এবং নূরানিয়াত একত্রিত হতে পারে না। এর জবাবে পবিত্র কুরআন মাজীদে রয়েছে আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদেরকে সম্মানিত বান্দাহ বলেছেন। যেমন, সূরা আম্বিয়ার ২৬ নং আয়াতে রয়েছে- بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ (বরং তাঁরা সম্মানিত বান্দাহ্‌)।

এখন ফেরেশতারা নূরের তৈরী। তারা না মানুষ, আর না মানুষের মত, আর না মাটির তৈরী। অথচ তাঁদেরকে আল্লাহ্‌ 'আব্‌দ' বলেছেন। কাজেই আব্‌দ মানেই মাটির তৈরী আমাদের মত মানুষ বুঝায় না।

## নূর নবীজীর বেমিছাল বাশারিয়াত

হুযুর কারীম রাউফুর রাহীম আলাইহিস্‌ সালাতু ওয়াত্‌ তাস্‌লীম আল্লাহ্‌ পাকের এমন এক আশ্চর্য সৃষ্টি, যার তুলনা বা উপমা সৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি আল্লাহ্‌ পাক রাখেননি। হুযুর পাকের মানবীয় সত্ত্বাও কারো মত নয়। তিনি পৃথিবীতে এসেছেন, বিবাহ-শাদী করেছেন, পানাহার করেছেন, প্রাকৃতিক কর্ম করেছেন, সন্তানাদী হয়েছে, যুদ্ধ করেছেন, পবিত্র রক্ত মুবারকও ঝড়েছে। কিন্তু এ সবগুলোই ছিল তুলনাহীন। আমাদের মত নয় বরং সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। এ দিক থেকেও তিনি আমাদের মত ছিলেন না। অনেকে বলে থাকে হুযুর পাক তো এ ধরনের দুনিয়াবী সকল কর্মই করেছেন, আমাদের মত কেন হবেন না? নিম্নে হুযুর পাকের এ সকল দুনিয়াবী কর্মসমূহের তুলনাহীন সৌন্দর্য্য তুলে ধরা হল।

### ❖ নূর নবীজীর মিলাদ বা পবিত্র জন্মঃ

হুযুর পাকের পবিত্র বিলাদাত শরীফ অন্যান্য মানুষের মত ছিল না। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ থেকে হযরত আমেনার মাঝে নূর হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেন। মায়ের গর্ভে দুনিয়াবী খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। যার কারণে নবীজী গর্ভে থাকাকালীন সময়ে তাঁর আম্মাজানের ঋতুস্রাব চালু ছিল। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যা অসম্ভব। যেমন, ইমাম কাসতালানী ইবনে ইসহাক থেকে এবং ইমাম ইবনু জাওযী ইয়াযীদ বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন ওয়াহ্‌হাব বিন জাম'আহ্‌ থেকে তিনি তাঁর চাচী থেকে বর্ণনা করেন-

وَ فِىْ حَدِيْثِ اِبْنِ اِسْحَاقٍ اَنَّ آمِنَةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ اَنَّهَا اُتِيْتَ حِيْنَ حَمَلَتْ بِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَقَالَتْ مَا شَعَرْتُ بِاَنِّىْ حَمَلْتُ بِهٖ وَلاَ وَجَدْتُّ لَهٗ ثَقْلًا وَّلاَ وَحْمًا كَمَا تَجِدُ النِّسَاءُ إِلَّا أَنِّىْ أَنْكَرْتُ رَفْعَ حَيْضَتِىْ . وَاَتَانِىْ آتٍ وَّاَنَا بَيْنَ النَّائِمَةِ وَالْيَقْظَانَةِ فَقَالَ هَلْ شَعَرْتِ بِاَنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْاَنَامِ ثُمَّ اَمْهِلْنِىْ حَتّٰى اِذَا دَنَتْ وِلَادَتِىْ اَتَانِىْ فَقَالَ قُوْلِىْ أُعِيْذُهٗ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ ثُمَّ سَمِّيْهُ مُحَمَّدًا

অর্থাৎ, হযরত আমেনা বর্ণনা করেন, রাসূল পাককে গর্ভে ধারণকালীন সময়ে কেউ এসে তাঁকে বলল যে, হে আমিনা! আপনি উম্মতের সায়্যিদ বা কান্ডারী নবীকে গর্ভে ধারণ করেছেন। হযরত আমেনা বলেন, ইতিপূর্বে আমি বুঝতে পারিনি যে, আমি গর্ভবতী হয়েছি। আমি গর্ভের কোন ওজন এবং গর্ভকালীন শাহ্ওয়াত অনুভব করিনি। এমনকি আমার হায়েযও (ঋতুস্রাব) বন্ধ হয়নি। আর আমার জাগ্রত ও তন্দ্রার মাঝামাঝি অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গর্ভে ধারণ করেছেন? অতঃপর আমাকে কিছুদিন সময় দেয়া হল। তারপর আমার প্রসবকাল নিকটবর্তী হলে উক্ত ব্যক্তি আমার নিকট এসে পুনরায় বলল- আপনি বলুন, সমস্ত হিংসুকের অনিষ্ট থেকে তাঁর জন্য এক আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেছি। অতঃপর তার নাম রাখবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১]

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত যে,

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ أَنِّىْ وَلَدْتُّ مَخْتُوْنًا وَّلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِىْ

অর্থাৎ, রাসূল পাক ইরশাদ করেন, আল্লাহর পক্ষ হতে আমার মর্যাদা এমন যে, আমি খৎনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি। ভূমিষ্ঠের সময় কেউ আমার লজ্জাস্থান দেখেনি (তথা আমার শরীর পোষাকে আবৃত ছিল)।[২]

(১) ক. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিবঃ ১ম খণ্ড
(২) খ. ইবনু জাওযী, সিফাতুস সফওয়াঃ ১/২১
(৩) ইমাম সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরাঃ ১/৫৩

হযরত আমেনা আরো বলেন-

فَوَضَعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ قَدْ رَفَعَ اُصْبَعَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ كَالْمُتَضَرِّعِ

অর্থাৎ, আমি যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রসব করলাম, দেখলাম তিনি সিজদা অবস্থায় রয়েছেন। আর আকাশের দিকে দু'টি আঙ্গুল উঠালেন বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের মত।[১]

হুযুর পাক সাধারণ মানুষের মত মায়ের লজ্জাস্থান দিয়ে পৃথিবীতে আসেননি। শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন আমের শাবরাভী শাফেয়ী আল্লামা তিলমিসানী-এর একটি ফাতাওয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন-

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ التِّلِمْسَانِيُّ كُلُّ مَوْلُوْدٍ غَيْرُ الْاَنْبِيَاءِ يُوْلَدُ مِنَ الْفَرَجِ وَكُلُّ الْاَنْبِيَاءِ غَيْرُ نَبِيِّنَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَوْلُوْدُوْنَ مِنْ فَوْقِ الْفَرَجِ وَتَحْتَ السُّرَّةِ وَاَمَّا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَوْلِدٌ مِّنَ الْخَاصِرَةِ الْيُسْرٰى تَحْتَ الضُّلُوْعِ ثُمَّ الْتَأَمَ لِوَقْتِهِ خُصُوْصِيَّةٌ لَّهُ وَلَمْ يَصِحْ نَقَلَ أَنَّ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ وَلَدَ مِنَ الْفَرَجِ وَلِهٰذَا أَفْتَى الْمَالِكِيَّةُ بِقَتْلِ مَّنْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ وَلَدَ مِنْ مَّجْرَى الْبَوْلِ

অর্থাৎ, নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম ব্যতীত সকল মানব সন্তান মায়ের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। আর নবীগণ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন মায়ের নাভী ও প্রস্রাবের রাস্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হয়েছেন হযরত আমিনার বাম পাঁজরের নিচে দিয়ে। অতঃপর উক্ত স্থান সাথে সাথে জোড়া লেগে যায়। এ বিশেষত্ব একমাত্র নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একক বৈশিষ্ট্য। নবীগণ-এর মধ্য থেকে কোন নবী মায়ের প্রস্রাবের স্থান দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এমন বর্ণনা সহীহ নয়। এ কারণেই মালেকী মাযহাবের মুফতীগণ ও উলামায়ে কিরাম ফাতাওয়া দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি বলে নবীপাক মায়ের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।[২]

(১) ক. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব
খ. দিয়ার বকরী, তারীখুল খামীস

(২) শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ শাবরাভী, কিতাবুল ইত্তেহাফ বিহুব্বিল আশরাফ: ১১৭

## ❖ হুযুর পাকের পানাহারঃ

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহার করেছেন ঠিকই। আবার উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ক্ষুদার্ত অবস্থায়ও ছিলেন। কিন্তু হুযুর পাকের এ পানাহার আমাদের মত ছিল না। অর্থাৎ আমরা যেমন জীবন রক্ষার তাগীদে পানাহার করি, না খেলে দূর্বল হয়ে পড়ি, হুযুর পাকের অবস্থা এমন ছিল না। তাঁর ক্ষুধার অনুভূতি উম্মতের শিক্ষার জন্য ছিল। যেমন বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, হুযুর পাক ইফতার ও সেহরী না খেয়ে একটানা রোযা রাখতেন তা দেখে সাহাবাগণও এভাবে রোযা রাখতে চাইলে হুযুর পাক নিষেধ করেন। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا اِنَّکَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّیْ لَسْتُ مِثْلُکُمْ اِنِّیْ اُطْعِمُ وَ اَسْقٰی

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবীজী সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল পালন করেন। তিনি বললেন- আমি তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়।[১]

## ❖ হুযুর পাকের প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত ও ঘাম মুবারক পবিত্রঃ

➢ হুযুর পাকের ঘাম মুবারক ছিল মিশকে আম্বরের চেয়ে সুঘ্রাণ এবং পবিত্র। হযরত উম্মে সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে-

عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ يَاْتِيْهَا فَيَقِيْلَ عِنْدَهَا فَتَبَسَّطَ نَطْعًا فَيَقِيْلَ عَلَيْهِ وَکَانَ کَثِيْرَ الْعَرَقِ فَکَانَتْ تَّجْمَعُ عَرْقَهٗ فَتَجْعَلُهٗ فِی الطِّيْبِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يٰاُمَّ سُلَيْمٍ مَّا هٰذَا قَالَتْ عَرَقُکَ نَجْعَلُهٗ فِیْ طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ اَطْيَبِ الطِّيْبِ وَفِیْ رِوَايَةٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرْجُوْ بِبَرَکَتِهٖ لِصِبْيَانِنَا قَالَ اَصَبْتِ

অর্থাৎ, দ্বিপ্রহরের সময় হুযুর পাক আমাদের ঘরে তাশরীফ রাখতেন এবং হুযুর পাক বিশ্রাম গ্রহণ করার জন্য বিছানা বিছিয়ে দিতাম। তখন রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘাম মুবারক খুব বেশি ঝড়ে পড়ত। আর

(১) ইমাম বুখারী, আস্ সহীহ, সওম অধ্যায়

আমি এগুলো জমা করে রাখতাম। একদিন নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে সুলাইম! কি করছ? আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এ ঘাম মুবারক থেকে বাচ্চাদের জন্য বরকত হাসিল করব এবং এর সুঘ্রাণ অন্য সকল সুঘ্রাণ অপেক্ষা উত্তম। তখন নবীজী বললেন, ঠিক আছে।[১]

➢ হুযুর পাকের রক্ত মুবারক পান করা উম্মতের জন্য হালাল এবং জান্নাত লাভের ওসীলা। অথচ মানুষের রক্ত খাওয়া হারাম। কুরআনে এসেছে- حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ (তোমাদের জন্য মৃত ও রক্ত খাওয়া হারাম)। অথচ উহুদ যুদ্ধে সায়্যিদুনা মালিক বিন সিনান হুযুর পাকের রক্ত মুবারক পান করেছেন। তখন হুযুর পাক তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন-

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী পুরুষকে দেখতে চায় সে যেন তাঁকে দেখে।[২]

➢ হুযুর পাকের প্রস্রাব মুবারকও পবিত্র এবং পান করা উম্মতের জন্য হালাল। যেমন, হুযুর পাকের ফুফী ও খাদেমা হযরত উম্মে আয়মন হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন- একবার হুযুর পাক প্রস্রাব মুবারক সেরে তাঁর খাটের নিচে রেখে দিলেন। আমি ঘুম থেকে উঠে পিপাসার্ত অবস্থায় তা পান করে ফেলি। যখন সকাল হল, তখন নবীজী বললেন- হে উম্মে আয়মন! পেয়ালাতে যা রয়েছে তা নিয়ে ফেলে দাও। আমি আরয করলাম-

وَاللّٰهِ لَقَدْ شَرِبْتُ مَا فِيْهَا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَجْفَرُ بَطْنُكِ بَعْدَهُ اَبَدًا وَفِيْ لَفْظٍ لَّا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَكِ

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! এ পিয়ালায় যা কিছু ছিল আমি পান করে ফেলেছি। তা শুনে হুযুর পাক হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁত মুবারকও দেখা যেতে লাগল। আর বললেন, হে উম্মে আয়মন! আর কখনো তোমার পেটে ব্যাথা হবে না এবং জাহান্নামের আগুন স্পর্শও করবে না।[৩]

(১) ক. ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহ: ২/২৫৭
খ. খতীব তিবরিযী, মিশকাত: ৫১৭
গ. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ২/৩১২
(২) ক. বুরহানুদ্দীন হালাবী, ইনসানুল উয়ূন: ২/২৮
খ. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ২/৩১৬
(৩) ক. ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিব: ২/৩১৭
খ. ইমাম হাকীম, আল মুসতাদরাক: ৪/৬৪
গ. ইমাম হালাবী, সিরাতে হালবীয়া: ২/২৮

➢ আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী বলেন-

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِىْ بَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْوُهُ طَاهِرَانِ وَهُوَ اَحَدُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ النَّوَوِىُّ فِى الرَّوْضَةِ اِنَّ بَوْلَهُ وَدَمَهُ وَسَائِرَ فُضَلَاتِهِ طَاهِرَةٌ

অর্থাৎ, হযরত আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন, হুযুর পাকের প্রস্রাব ও পায়খানা মুবারক পাক। ইমাম শাফেয়ীও এমন কথা বলেছেন। ইমাম নববী তাঁর 'আর-রাওদ্বাহ্' কিতাবে বলেন- হুযুর পাকের প্রস্রাব, রক্ত এমনকি সকল ফুদ্বলাত পবিত্র।[১]

যারা নবী পাককে আমাদের মত বলে, তাদের ঘাম, প্রস্রাব, পায়খানার অবস্থা কি? যা চিন্তা করলেই ঘৃণা আসে। আল্লামা রুমী বলেন-

ایں خورد گردد پلیدی زیں جدا . واں خورد گردد ہمہ نور خدا

অর্থাৎ, এরা যা কিছু ভক্ষণ করে তা অপবিত্র নোংরা হয়, আর তিনি যা ভক্ষণ করেন তা হয় ঐশী নূর।

## ❖ কোন দিক থেকেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মত নয়:

দুনিয়াবী কোন বিষয়েই হুযুর পাক আমাদের মত নয়। আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয, হুযুরের জন্য তাহাজ্জুদসহ ছয় ওয়াক্ত ফরয ছিল। হুযুর পাক নিজেই শরীয়ত প্রবর্তক ছিলেন। আর আমরা শরীয়তের অনুসারী। আবার পুরুষের জন্য একসাথে ৪টি বিবাহ করা বৈধ, এর বেশি নয়। অথচ হুযুর পাকের জন্য এ ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল না। তাঁর ১১ জন মতান্তরে ১৩ জন স্ত্রী ছিলেন।

অনেকেই আপত্তি করে থাকে 'নূর'-এর জন্য বিবাহ শাদী বা সন্তানাদী কি করে হয়? আবার উহুদে দাঁত মুবারক কিভাবে শহীদ হয়েছে? তায়েফে কিভাবে রক্ত ঝড়েছে? অথচ ফেরেশতারা নূর কিন্তু এগুলো হতে পবিত্র। নবীজী নূর হলে, এগুলো হতে তিনিও মুক্ত থাকতেন।

(১) মুল্লা আলী ক্বারী, শরহে শিফা: ১/৩৫৪

এর জবাবে বলব, নূর যখন মানবীয় পোষাকে আবৃত হয়, তখন মানবীয় গুণাবলীও তাঁর মধ্যে দেওয়া হয়। মানবীয়তা এবং নূরানিয়াত এক সাথে হওয়ার প্রমাণ পূর্বে দেয়া হয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে- হযরত আযরাঈল ফেরেশতা যখন মানব বেশে হযরত মূসা নবীর দরবারে এসেছে, তখন মূসা নবীর থাপ্পরে তাঁর চক্ষু খসে পড়েছিল। অথচ তিনি তখন নূরী ফেরেশতাই ছিলেন। কুরআনে হযরত হারুত-মারুত ফেরেশতা দুইজনের কথা বর্ণিত হয়েছে। যাদেরকে মানব সূরাত দিয়ে আল্লাহ্ বাবেল শহরে পাঠিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ তাফসীরসমূহে দেখা যায় যে, তাঁরা এখানে এসে যিনাও করেছে। (নাউযুবিল্লাহ!) তখন তাঁরা নূরী ফেরেশতাই ছিল, মাটির মানুষ ছিল না। আবার জান্নাতের নূরানী হুরগন মাটির তৈরী মানুষ যখন জান্নাতে যাবে তাদের সাথে বিবাহ হবে এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী সন্তানও হবে। নূর হওয়ার কারণে এগুলোতে কোন প্রদিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি বা হবেও না।

অতএব, হুযুর পাকের নূরানী সত্ত্বার ব্যাপারে এ ধরনের আপত্তি করা অজ্ঞতা ও গোমরাহী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

## নূর নবীজীকে মানুষ কিংবা ভাই বলে সম্বোধন করা

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ কিংবা ভাই বলে ডাকা-আহ্বান করা বা সম্বোধন করা সম্পূর্ণ হারাম। এ ব্যাপারে নিম্নে প্রমাণাদী উপস্থাপন করা হল।

## মানুষ কিংবা ভাই বলে আহ্বান করা হারাম হওয়ার দলীল

সাধারণতঃ আমরা একে অপরকে যেভাবে যে শব্দাবলী দ্বারা আহ্বান করি বা সম্বোধন করি, যেমন- এ লোকটি বা হে ভাই প্রভৃতি; হুযুর পাককে এ জাতীয় শব্দাবলী দ্বারা সম্বোধন করা সম্পূর্ণ হারাম।

কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের মধ্যে রাসূলকে ডাকার এমন রীতি প্রচলন করবে না, যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাক।[১]

(১) সূরা নূরঃ ৬৩

তাফসীরে রূহুল বায়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

وَالْمَعْنٰى لَا تَجْعَلُوْا اِنْدَاءَ كُمْ اِيَّاهُ وَتَسْمِيَتِكُمْ لَهٗ كَنِدَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا لِاِسْمِهٖ

অর্থাৎ, এর মানে হল, হুযুর পাককে সম্বোধন করার বা তাঁর পবিত্র নাম নেয়ার ক্ষেত্রে এমনভাবে সম্বোধন করবে না। যেমনিভাবে তোমরা একে অপরকে সম্বোধন কর।[১]

অন্যত্র এসেছে-

لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ, তাঁর সমীপে চেঁচিয়ে কথা বলো না, যেমন তোমরা পরস্পরের সাথে উচ্চ স্বরে কথা বল; অন্যথায় তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের অজ্ঞাতসারেই নষ্ট হয়ে যাবে।[২]

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ও অন্যান্য ফতোয়ার কিতাবসমূহে আছে, যে ব্যক্তি হুযুর পাককে অবমাননার উদ্দেশ্যে 'এ লোকটি' (هذاالرجل) বলে অভিহিত করবে, সে কাফির।

কাজেই হুযুর পাককে অন্যান্য মানুষের মত বাশার বা মানব বলে কিংবা ভাই বলে আহ্বান করা বা সম্বোধন করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ

অর্থাৎ, নবীজী মুমিনদের জানের চেয়েও নিকটে বা উত্তম আর তাঁর পবিত্র বিবিগণ তাঁদের জননী বা মাতা।[৩]

অতএব, হুযুর পাকের সম্মানিতা স্ত্রীগণ যদি আমাদের মাতা হন, তবে তিনি কি করে আমাদের ভাই হবেন বা তাঁকে কি করে আমাদের ভাই বলে সম্বোধন করা যাবে?

## আপত্তি ও খন্ডন

❑ **১ নং আপত্তিঃ** হুযুর পাক নিজের সম্পর্কে বলেছেন- اَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ (তোমাদের ভাইকে সম্মান করো)। কুরআনে নবীগণকে তাদের উম্মতের ভাই বলা হয়েছে। যেমন-

(১) আল্লামা হাক্কী, তাফসীরে রূহুল বায়ান
(২) সূরা হুজুরাতঃ ০২
(৩) সূরা আহযাবঃ ০৬

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا

অর্থাৎ, এবং আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি।[১]

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا

অর্থাৎ, ছামুদ জাতির নিকট তাদের ভাই হযরত সালেহ কে পাঠিয়েছি।[২]

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

অর্থাৎ, মাদয়ানে তাদের ভাই হযরত শুআইব নবীকে পাঠিয়েছি।[৩]

আবার কুরআনে এসেছে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

অর্থাৎ, মুমিনগণ পরস্পর ভাই।[৪]

নবীজী যেহেতু মু'মিন কাজেই তিনি আমাদের ভাই। এ অবস্থায় তাঁকে ভাই বলে কেন সম্বোধন করা যাবে না?

☑ **জবাবঃ প্রথমত,** হুযুর পাক তাঁর সৌজন্য মূলক সম্ভাষণে দয়াপরবশ হয়ে নম্রতা ও বিনয় প্রকাশার্থে নিজেকে 'তোমাদের ভাই' বলেছেন। আল্লাহ্ পাকও কোন্ নবী কোন্ গোত্রের তা বুঝানোর জন্যই 'ভাই' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখানে কোথায় বলা হয়েছে যে, তোমরাও নবীগণকে ভাই বলো। বাদশাহ তাঁর প্রজাদেরকে বলেন- আমি আপনাদের খাদেম। তাই বলে কি প্রজাদেরও এ অধিকার রয়েছে যে, তাঁকে তাদের খাদেম বলবে?

নবীগণ স্বীয় বিনয় প্রকাশের জন্য নিজেদের শানে যা বলেন উম্মতের জন্য তা বলা হারাম। যেমন, হযরত আদম এবং হযরত ইউনুছ আলাইহিমাস্ সালাম নিজেদের বিনয় প্রকাশের জন্য নিজেদেরকে যালিম বলেছেন। এখন আমরাও যদি তাঁদেরকে যালিম বলি আমাদের ঈমান থাকবে না।

**দ্বিতীয়ত,** প্রত্যেক মুমিন ভাই ভাই। নবীজীও মুমিন। সে হিসেবে নবীজীকে ভাই বললে আল্লাহকেও ভাই বলে সম্বোধন করা দরকার। কেননা কুরআন পাকে তিনিও নিজেকে মুমিন বলেছেন। যেমন-

(১) সূরা আ'রাফ: ৬৫
(২) সূরা আ'রাফ: ৭৩
(৩) সূরা আ'রাফ: ৮৫
(৪) সূরা হুজুরাত: ১০

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

অর্থাৎ, তিনি বাদশাহ, কলুষমুক্ত, শান্তিদাতা ও মুমিন।[১]

আল্লাহ্ মাফ করুন, এতে কি ঈমান থাকবে? তদুপরি নবী পাকের স্ত্রীগণ হলেন উম্মতের মা। এখন মায়ের স্বামীকে ভাই বলে সম্বোধন করা পূর্ণ বেয়াদবী নয় কি? নবীগণের শানে সামান্যতম বেয়াদবী করা কুফুরী।

❑ **২ নং আপত্তি:** হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা হুযুর পাকের ব্যাপারে বলেছেন- كَانَ بَشَرٌ مِّنَ الْبَشَرِ. (তিনি ছিলেন মানুষদের মধ্যে একজন মানুষ)। এরূপ হুযুর পাক যখন মা আয়েশাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করতে ইচ্ছা করলেন। তখন ছিদ্দীক আকবর বলেছিলেন- আমি আপনার ভাই। আমার মেয়ে কি আপনার জন্য হালাল হবে? এখানে হযরত আয়েশা নবীজীকে বাশার বলেছেন, আর ছিদ্দীকে আকবর নিজেকে ভাই বলেছেন।

**জবাব:** মানুষ বা ভাই বলে নবীকে আহ্বান করা বা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মানুষ বা ভাই বলে অভিহিত করা হারাম। কিন্তু আক্বীদা বর্ণনা বা মাসআলা জিজ্ঞাসা করার হুকুম ভিন্ন। বাহ্যিক সুরতে হুযুর পাক মানুষ বা বাশার তা পূর্বে আমরাও বর্ণনা করে এসেছি। হযরত আয়েশা বা আবু বকর সাধারণ কথাবার্তা বলার সময় নবীজীকে ভাই কিংবা মানুষ বলে সম্বোধন করতেন না বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! প্রভৃতি শব্দাবলী দ্বারাই আহ্বান করতেন। যা হাদীসের প্রতিটি কিতাবে দেখলেই নজরে আসে। আর এখানে হুযুর পাক যে সমস্ত জাহানের সরদার হয়েও সাদা মাটা জীবন যাপন করতেন মা আয়েশা তাই বর্ণনা করেছেন মাত্র। অনুরূপ ছিদ্দিক আকবরও একটি মাসআলা জানতে চেয়েছেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আপনি ভাই বলেন, এ অবস্থায় আমার মেয়ে আপনার আক্বদে যেতে পারবে কি না? কাজেই এ ধরনের বর্ণনার দ্বারা হুযুর পাককে ভাই বা বাশার বলে সম্বোধন করা বৈধ প্রমাণ হয় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী-এর 'জা'আল হক' নামক কিতাবে রয়েছে।

(১) সূরা হাশর: ২৩

# পরিশিষ্ট

## নবীগণকে আমাদের মত মানুষ বলা কাফেরদের স্বভাব

নবীগণকে আমাদের মত মানুষ বলার প্রথাটি কোন নতুন প্রচলন নয়। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন যে, যুগ যুগ ধরে নবীগণকে কাফের সম্প্রদায় আমাদের মত মানুষ বলে এসেছে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে অনেক আয়াত রয়েছে। তন্মধ্যে পাঁচটি আয়াত উল্লেখ করছি।

১. হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের ব্যাপারে এসেছে-

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا

অর্থাৎ, তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যারা কাফের ছিল, তারা বলত, আমরাতো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ ব্যতীত আর কিছুই দেখি না।[১]

এ আয়াতে কাফেররা হযরত নূহ নবীকে তাদের মতই মানুষ বলত বলে ইরশাদ হয়েছে।

২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

অর্থাৎ, তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন, আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি সন্দেহ আছে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপের মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবার জন্য? তারা (কাফেররা) বলত, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।[২]

৩. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

অর্থাৎ, কাফেররা (নবীগণকে) বলত, তোমরা আমাদের মতই মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নও।[৩]

৪. হযরত মূসা ও হযরত হারুন সম্পর্কে এসেছে-

(১) সূরা হুদ: ২৭
(২) সূরা ইব্রাহীম: ১০
(৩) সূরা ইয়াসীন: ১৫

فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ

অর্থাৎ, ফেরাউন ও তার সাথীরা (হযরত মূসা ও হযরত হারুন সম্পর্কে) বলল, আমরা কি এমন দু' ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব, যারা আমাদের মত মানুষ এবং তাঁদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?[১]

৫. আল্লাহ্ পাক আরো ফরমান-

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَ اَتْرَفْنَاهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ

অর্থাৎ, সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফুরি করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা (কাফেররা) বলেছিল- এতো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যা আহার কর সেও তাই করে এবং তোমরা যা পান করো সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।[২]

পরিশেষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ যেন আমাদের ঈমানকে দৃঢ় রাখেন। রাসূল পাকের ভালবাসা অন্তরে যেন সদা জাগ্রত রাখেন এবং হুযুর পাকসহ সকল নবী-রাসূলগণের শানে আঘাত হানে এরূপ সকল বিষয় হতে আমাদেরকে পবিত্র রাখেন। আমিন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

(১) সূরা মু'মিনঃ ৪৭
(২) সূরা মু'মিনঃ ৩৩, ৩৪

# দরগাহ্ শরীফে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানাদী

❁ মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টির ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

**তারিখঃ** ১২ রবিউল আওয়াল।

❁ আহলে বাইতের স্মরণে বার্ষিক ওরছে আজীম

**তারিখঃ** ০১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী।

❁ শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হুসাইন ও আহলে হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর স্মরণে ফাতেহা শরীফ

**তারিখঃ** ১০ মহররম।

❁ তাপসী মা রাবেয়া রেজভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহা) এর ইন্তেকাল দিবসঃ ২৩ সফর, ১৪২২ হিজরী, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ বাংলা, ১৮ মে, ২০০১ইং, রোজঃ শুক্রবার, জুমুআর পূর্বে

**তারিখঃ** প্রত্যেক জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম শুক্রবার।

❁ লাইলাতুল মেরাজ, লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ

**তারিখঃ** যথাক্রমে ২৭ রজব, ১৫ শা'বান, ২৭ রমজান।

এছাড়াও খতমে গাউছিয়া, গিয়ারভী ও বারভী শরীফসহ যথাসম্ভব ধর্মীয় অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়ে থাকে।

## লেখকের রচিত গ্রন্থমালা

- পারের তরী
- মিলাদে আ'যম (ক্বাছীদার সমাহার)
- মানব রূপে নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
- ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (১ম খন্ড); জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও ধনী গরীব কেন হয়
- ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (২য় ও ৩য় খন্ড); হিদায়াত ও কুফরিয়াত
- ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (৪র্থ ও ৫ম খন্ড); ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের বিধান এবং মাইকযোগে ইবাদত
- ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খন্ড); সুন্নাতের পরিচয়সহ টুপি-পাগড়ীর বিধান
- ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (৯ম ও ১০ম খন্ড); মিসওয়াক ও ব্রাসের বিধান
- ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (একাদশ ও দ্বাদশ খন্ড); মিহরাব ও মিম্বরের বিধান
- ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খন্ড); মাইকযোগে আযান ও নামাজ
- রেজভী তাহক্বীক্বাত
- রিয়াদুন্ নাজাত বা মুক্তি সাধনা
- খুতবাতুন্ নাজির বা অছিয়্যত নামা

## প্রাপ্তিস্থান


- রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা। ০১৫১১২২৩৩৫৫, ০১৭৮৯৬৬৩৬৩
- বি.আর.টি.এস. বোর্ড ফাউন্ডেশন কার্যালয়, ছায়াকোট, চান্দিনা, কুমিল্লা। ০১৮২২৮৩৫৭৪৩
- তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী (কাসেমিয়া মাদরাসার সামনে), জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ০১৮১১৮৯৬৫০৩
- খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সুন্নী বই বিতান গাউছুল আ'জম জামে মসজিদ সংলগ্ন, শাহজাহানপুর, ঢাকা। ০১৯৩৮৪০৮০২২
- মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা। ০১৭৭২৩১৫৪৩৯, ০১৯২৯৪৮৫২৯৯
- মোহাম্মদী কুতুব খানা ও রেজভী কুতুব খানা, আন্দরকিল্লা, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা) চট্টগ্রাম। যথাক্রমে-০১৮১৯৬২১৫১৪, ০১৮১৯৭৫১৪৮৭
- মদিনা কুতুবখানা, আল-আমিন কামিল মাদ্রাসা গেইট সংলগ্ন, চান্দিনা পশ্চিম বাজার, কুমিল্লা। ০১৮১৯১৯৭৬৩৪
- খোশবু মহল লাইব্রেরী, ছোট বাজার, নেত্রকোণা। ০১৬৮২৪১২২৭৩



রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা, বাংলাদেশ

razvia.dargah@gmail.com www.razvia.com